চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 39 Sunday, 8 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা ❋ ২৩ পৌষ, ১৪২৯, রবিবার, ৮ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

চলতি মাসেই উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সূত্রের খবর, আগামী ১৭ জানুয়ারি এই বৈঠক হতে পারে। ডাক পড়েছে রাজ্যের ৩০টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের। ইতিমধ্যেই তাঁর তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গিয়েছে পুরোদমে। রাজ্যপালের সঙ্গেই বৈঠকে থাকার কথা রয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। থাকতে পারেন রাজ্যের শিক্ষা সচিবও। সূত্রের খবর, উচ্চ শিক্ষা দফতরের তরফে ইতিমধ্যেই উপাচার্যদের বৈঠকে

যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সংবিধানিক ক্ষমতা বলে বর্তমানে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই আচার্য রাজ্যপাল। সেই ক্ষমতা বলেই তিনি চাইলে যে কোনও সময়েই ডাক দিতে পারেন উপাচার্যদের বৈঠকে। তবে এই প্রথম কোনও বাংলার রাজ্যপাল বৈঠক ডাকলেন এমনটা নয়। আগে একাধিকবার রাজ্যের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন বাংলার তকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। কিন্তু, রাজ্যপালের ডাকে সাড়া দেননি উপচার্যরা। যা নিয়ে বিস্তর চাপানউতরও হয়। রাজনৈতিক মহলেও হয় বিস্তর চর্চা। এদিকে, ধনখড় আমলে বারেবারেই চরমে উঠেছে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাত। ডেকে পাঠানোর পরেও উপাচার্যরা না আসায় অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে। করোনার কারণ দেখিয়ে বৈঠকে আসেননি সিংহভাগ উপাচার্য। তাতেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল ধনখড়কে।

এবার ডিএ-র দাবিতে আরও বড় আন্দোলনের ডাক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ ডিএ নিয়ে দীর্ঘদিনধরেই আন্দোলনের পথে হেঁটেছে রাজ্য সরকারি কর্মীরা। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে আইনি পথেও চলছে লড়াই। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল এবং ডিভিশন বেঞ্চের রায় গিয়েছিল রাজ্য সরকারি কর্মীদের পক্ষেই। কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ গত বছর ২০ মে নির্দেশ দিয়েছিল তিন মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ মিটিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু, এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে দেখার জন্য আবেদন জানিয়ে ফের একবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য। যদিও তা খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। এদিকে আদালতের নির্ধারণ করে দেওয়া তিন মাসের মধ্যে যেহেতু রাজ্য এই অর্থ মেটায়নি সেই কারণে আবমাননার অভিযোগ তুলে ফের একবার আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সরকারি কর্মচারীরা। ক্ষুব্ধ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। নতুন বছরে শুনানি হবে। এদিকে ডিএ আদায়ে এবার রাজ্যের উপরে চাপ বাড়াতে চাইছে সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনগুলি।

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সরকারি কর্মীদের

রাজ্য সরকারি কর্মচারী পরিষদের তরফে দেবাশিস শীল বলেন, ‘‘রবিবার আমাদের রাজ্য কমিটির সভা। সেই সভাতে জেলার লোকজনদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হবে। আমরা এখনই কর্মবিরতির পথে হাঁটছি না। তবে ওয়াই চ্যানেলে একটি অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। সমস্ত সংগঠনগুলিকেও আহ্বান রইল। এক্ষেত্রে বাম-ডান সংগঠনগুলিকে আলাদা রাখার প্রশ্ন নেই। ডিএ-র জন্য আমাদের এককভাবে লড়তে হবে। ভবিষ্যতে যদি রাজ্য ডিএ দেওয়ার জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন না করে সেক্ষেত্রে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব।’’ অন্যদিকে, ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকে দেবপ্রিয় হালদার বলেন, ‘‘২৭ জানুয়ারির আমরা গণছুটির ডাক দিয়েছি। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে কলকাতা পুরসভার কাছে আমরা অবস্থান বিক্ষোভে বসতে চলেছি। একাধিক সংগঠন যৌথভাবে বিক্ষোভ দেখাতে চলেছে।’’ উল্লেখ্য, ডিএ নিয়ে রাজ্যের সদর্থক মনোভাব রয়েছে এমনটাই মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকেও। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের অভিযোগ তোলেন তিনি। কেন্দ্র রাজ্যের প্রাপ্য একটি বড় অংকের অর্থ আটকে রেখেছে। একপ্রকার ‘অর্থনৈতিক অবরোধ’ চালাচ্ছে কেন্দ্র, এই অভিযোগও শোনা গিয়েছিল তাঁর কণ্ঠে।

‘মানুষ যদি আমাদের সব ভোট দেয়, কী করি?’

দুর্নীতির অভিযোগকে বাউন্ডারির বাইরে ফেললেন ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ সামনেই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে বেশ আত্মবিশ্বাসী তৃণমূল কংগ্রেস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যাবিনেটের অন্যতম সদস্য রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এদিনে আত্মবিশ্বাসী সুরে বুঝিয়ে দিলেন, তৃণমূল নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় যখন নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার, তখন ব্রাত্য বসুর বক্তব্য, প্রশাসনিক স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজনৈতিক স্বচ্ছতা সমানুপাতিকভাবে মেশানো হয়েছে। সঙ্গে ঠারে ঠোরে এও বুঝিয়ে দিলেন যে অতীতে বার বার দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও, ভোট গিয়েছে তৃণমূলের পক্ষে। বললেন, ‘‘মাথায় রাখবেন ২০১১ সালে আমরা ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪ সালের আগে সারদা স্ক্যাম হয়। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে ৩৪টি আসন জিতি আমরা। ২০১৬ সালের

ভোটের আগেও ওই একই স্ক্যাম আমাদের ধাওয়া করে এবং নারদা হয়। আমরা ২০০ আসন পার করি।’’ ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও যে এই দুর্নীতির অভিযোগকে হাতিয়ার করেও বিরোধী শিবির কোনও লাভ করতে পারেনি, এদিন তাও বুঝিয়ে দিতে চাইলেন ব্রাত্য। বললেন, ‘‘২০২১ সালের আগেও সারদা ও আরও অন্যান্য স্ক্যাম আমাদের পিছনে বলা হয়। কিন্তু ২০০-র থেকেও বেশি আসন জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসেন। পঞ্চায়েত ভোটের পর আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত উত্তর দেব।’’ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্পগুলির সুবিধা পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল পাবে বলেই আশাবাদী তিনি। সঙ্গে অবশ্য এও জানিয়ে দেন, সমীকরণ সবসময় একইরকম হয় না। অতীতে যে এমন উদাহরণ রয়েছে, সেই কথাও এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তুলে ধরেন ব্রাত্য বসু। সঙ্গে বিরোধীদের কটাক্ষ করে বললেন, ‘‘২৪টি জেলা পরিষদ তৃণমূল জিতুক, এটা আমরা চাই না। বিরোধীরাও কিছু কিছু পাক। মানুষ যদি আমাদের সব ভোট দিয়ে দেয়, কী করতে পারি বলুন তো? আমরাও চাই বিরোধীরা কিছু কিছু পাক। এত কুৎসা করছে, একটা দুটো আসনও পাবে না? কী করা যাবে! সব মানুষ তৃণমূলকেই ভোট দিচ্ছে।’’ ব্রাত্য বসুর এই মন্তব্য নিয়ে বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘সারদা, নারদার দুর্নীতিতে যে তৃণমূল যুক্ত, উনি কি সেটাই বোঝাতে চাইছেন? একটি নির্বাচনে জেতা-হারা সব প্রশ্নের উত্তর হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক মানুষদের প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা লুঠ হয়ে গিয়েছে। এই লুঠের সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত, তা নিয়ে দীর্ঘদিন তদন্ত চলেছে। আসলে তৃণমূল কংগ্রেসের দম্ভের প্রকাশ হচ্ছে এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে। আর ভোটে জিতলেই সব পাপস্খলন হয়ে যাবে।’’

জামিন চাইলেন না, জেলে চিকিৎসার সুব্যবস্থার আবেদন পার্থ-অর্পিতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় একাধিকবার জামিনের আবেদন জানালেও কোনও লাভ হয়নি। তবে তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় প্রথম থেকে জামিনের আবেদন জানাননি। ৬ মাসেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। নতুন বছর পড়লেও জেল-মুক্তি হয়নি অপার। নতুন বছরে জামিনের আবেদন করলেন না পার্থও। তাঁদের বিরুদ্ধে ইডি-র করা মামলার শুনানি ছিল শনিবার। আদালতের নির্দেশ মতো এদিন তাঁদের ভার্চুয়ালি পেশ করা হয় আদালতে। জেলে বসেই হাজিরা দেন দুজনে। তবে কোনও পক্ষই এদিনের জামিনের আবেদন করেনি। তাঁদের জেল হেফাজতের মেয়াদ ফের বাড়ানো হয়েছে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থা আরও এক মাস মেয়াদ বাড়ল অপার জেল হেফাজতের। এদিন পার্থর আইনজীবী সুকন্যা ভট্টাচার্য আদালতে জামিন চাননি। তিনি বিচারককে বলেন, ‘‘পর্যাপ্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত মিলছে না জেলে। চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হোক।’ অর্পিতার আইনজীবী নীলাদ্রি ভট্টাচার্যও জামিন চাননি এদিন। পর্যাপ্ত চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন তিনিও। পার্থ বিচারককে বলেন, ‘‘শারীরিক অবস্থা ঠিক নেই। জেলে যথেষ্ট ব্যবস্থা নেই। ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থা দরকার, ওষুধ দরকার, শরীর ঠিক নেই। আপনি যদি একটু দেখেন।’’ অর্পিতাও ভার্চুয়ালি বলেন, ‘‘আমার শরীরে খুব খারাপ। চেক-আপের দরকার, পর্যাপ্ত ওষুধ নেই, পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নেই। যেখানে আছি সেখানে কোনও ব্যবস্থা নেই। কষ্ট হচ্ছে। যদি একটু ব্যবস্থা করেন।’’ নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জুলাই মাসে গ্রেফতার হন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ। ইডি তাঁকে গ্রেফতার করার পর প্রথমে ইডি হেফাজত ও পরে জেল হেফাজত হয়। পরবর্তীতে সিবিআই পার্থকে হেফাজতে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল। সেই মামলায় ফের জেল হেফাজত হয় পার্থর। আর অর্পিতার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল কোটি কোটি নগদ টাকা। সেই টাকার সঙ্গে নিয়োগ দুর্নীতির কোনও যোগ আছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় সংস্থা।

নন্দীগ্রাম থেকে শুভেন্দুর হুঙ্কার

আরও ১৫ জেলায় আসতে চলেছে কেন্দ্রীয় দল

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৭ জানুয়ারিঃ আবাস যোজনার তদন্ত নিয়ে চ্যালেঞ্জ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। নন্দীগ্রামের সভা থেকে নয়া চ্যালেঞ্জ নন্দীগ্রামেরই

বিধায়কের। আগামী সপ্তাহে ১৫ জেলায় আবাস তদন্তে কেন্দ্রীয় দল আসছে বলে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর। সব দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হবে বলেও হুঙ্কার দেন তিনি। ইতিমধ্যেই দুই জেলায় তেড়েফুঁড়ে আবাস তদন্তে কেন্দ্রীয় দল। মালদহ, পূর্ব মেদিনীপুরের পর এবার আর কোন জেলায় কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা তা নিয়ে জোর চর্চা বিভিন্ন মহলে। তবে তৃণমূল এই বক্তব্যকে বিশেষ আমল দিতে নারাজ। শনিবার নন্দীগ্রাম দিবসের মঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘পাকা বাড়িতে, ইন্দিরা আবাস যোজনা বা গীতাঞ্জলি পাওয়া বাড়িতে যদি আবাসের টাকা নিয়ে থাকেন, টাকা ফেরত করাব। ইতিমধ্যে মালদহ আর পূর্ব মেদিনীপুরে টিম এসেছে, আমার অভিযোগে এসেছে। বিরোধী দলনেতার অভিযোগে এসেছে। আগামী সপ্তাহে আরও ১৫ জেলায় টিম আসবে।’’ এরপরই শুভেন্দুর হুঙ্কার, ‘‘একদম অঞ্চল, ব্লক, গ্রাম সংসদ ধরে ধরে চোরদের যদি চিহ্নিত করতে না পারি আমার নাম শুভেন্দু অধিকারী নয়।’’ এর আগেও একাধিক ইস্যুতে কেন্দ্রকে চিঠি লিখেছেন শুভেন্দু। কখনও সে চিঠি গিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে, কখনও গিয়েছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকে। কখনও কেন্দ্রের তরফে প্রতিনিধি দলও ঘুরে গিয়েছে বাংলায়। আবাস যোজনায় প্রথম থেকেই সরব বিরোধী দলনেতা। এবার হুঁশিয়ারি, আরও ১৫ জেলায় আসতে চলেছে কেন্দ্রীয় দল। তৃণমূলের সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, ‘‘টাকা নিয়ে ধরা পড়ে জেল খাটার ভয়ে দল বদল করা একজন বিরোধী দলনেতা হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে বাংলার বিজেপিকে যেভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করার চেষ্টা করছে তা তো তাঁর দলের নেতারাই মেনে নিচ্ছেন না। সে কারণে বাকি নেতারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, অবজারভারের কাছে প্রকাশ্যে বিষোদগারও করছেন। শুভেন্দু তো নিজের জেলায় গো হারা হারছেন সমবায় থেকে পুরভোটে। তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপি ছেড়ে লোকে তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। তিনি সবই বুঝতে পারছেন। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভরসা, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ভরসা করে সস্তার রাজনীতি করে বাংলার মানচিত্রে ভেসে থাকতে চাইছেন।’’

‘কলঙ্কিত মনে হচ্ছে, আমার লাইফে কিছু নেই’

আদালত থেকে বেরিয়ে ভেঙে পড়লেন মানিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ শনিবার মানিক ভট্টাচার্যকে আদালতে পেশ করা হয়েছিল। পিএমএলএ আদালতে সশরীরে পেশ করা হয়েছিল মানিককে। আদালতে হাজিরা দিতে এসেছিলেন মানিকের স্ত্রী-পুত্রও। তাঁরা জামিনের জন্য আবেদন করেন। তবে ইডির তরফে আইনজীবী জানান, মানিক-সহ বাকিদের শুনানির জন্য ইডি আজ প্রস্তুত নয়। আইনজীবী বিচারককে একথা জানালে, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী দিন ধার্য হয়েছে। মানিক

ভট্টাচার্যকে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আর এরপরই আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিজের আইনজীবীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় মানিক ভট্টাচার্যকে। জামিনের আবেদন করায় ক্ষোভপ্রকাশ করতে দেখা যায় তাঁকে। তখন তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘‘কলঙ্কিত মনে হচ্ছে’’। দ্বিতীয়বার বলেন, ‘‘আমার লাইফে কিছু নেই।’’উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে যে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে, তাতে নাম রয়েছে মানিকের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য ও তাঁর ছেলে সৌভিক ভট্টাচার্যর। সেই চার্জশিটের ভিত্তিতে আদালতের তরফে সমন পাঠানো হয়েছিল তাঁদের এবং সেইমতো তাঁদের এদিন আদালতের সামনে হাজির হতে হয়েছিল। আদালতে তাঁরা জামিনের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু তার বিরোধিতা করে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, যে মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে, তার একটি অংশ মানিকের স্ত্রী ও ছেলের অ্যাকাউন্টেও গিয়েছে বলে সন্দেহ করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এমন অবস্থায় কার্যত ভেঙে পড়েছেন মানিক ভট্টাচার্য। দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের মাথায় বসেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, শাসকদলের একজন বিধায়কও মানিকবাবু। অতীতে রাজনৈতিকভাবে সেভাবে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা না গেলেও, বর্তমানে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে তাঁর নাম উঠে আসতেই মানিককে নিয়ে চর্চার শেষ নেই। এবার স্ত্রী-পুত্রকেও আদালতে আসতে হচ্ছে। এমন অবস্থায় কি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন মানিক? এদিন আদালত থেকে বেরিয়ে মানিকের যে কথা শোনা গেল, তাতে অন্তত সেরকমই মনে হচ্ছে।

জঙ্গিশ-এর জঙ্গি সংগঠন পাফ-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ আরও এক জঙ্গি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল কেন্দ্র। জঙ্গিশ-ই-মহম্মদের জঙ্গি সংগঠন পিপলস অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ফ্রন্ট-কে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শুধু পাফ নয়, আরবাজ আহমেদ মীর নামে লস্কর-ই-তৈবার এক সদস্যকেও জঙ্গি বলে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, আরবাজ আহমেদ মীর লস্কর-ই-তৈবার সদস্য এবং বেআইনি ও সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মে অভিযুক্ত। অন্যদিকে, জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে পাফ। সক্রিয়ভাবে এবং সামাজিক মাধ্যম-দু তরফেই এই সংগঠনটি রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারণ নাগরিকদের কাজকর্মে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। জম্মু-কাশ্মীর সহ ভারতের বড় বড় শহরেগুলিতে সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রমূলক এবং জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত পাফ। যুবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বলা ভাল, মগজধোলাই করে তাদের হাতে বন্দুক, বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই সংগঠনটি কাজ করে। বিভিন্ন জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গেও এই সংগঠনটির সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে এদিনই নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়, সংবিধানের ৩৫ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারায় অসামাজিক কার্যকলাপের অধীনে পাফ সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আরও এক নির্দেশিকা জারি করে। সেখানে আরবাজ আহমেদ মীরকে জঙ্গি তকমা দিয়ে বলা হয়, আরবাজ আহমেদ মীর জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা হলেও বর্তমানে সে পাকিস্তানের বসবাস করে এবং জঙ্গি সংগঠনের হয়ে কাজ করে।

মোমিনপুরকাণ্ডে চার্জশিট দাখিল এনআইএ’র, নাম রয়েছে ১৬ জনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ মোমিনপুরের ঘটনায় চার্জশিট জমা করল এনআইএ। শনিবার বিশেষ এনআইএ আদালতে এই চার্জশিট জমা পড়ে। ১৬ জনের নামে চার্জশিট জমা পড়ে এদিন। এরমধ্যে ৬ জন ফেরার। ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৪০০ পাতার চার্জশিটে ৭০ জন সাক্ষীর উল্লেখ রয়েছে। মোমিনপুরে ঝামেলার ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে তদন্তভার নেয় এনআইএ। গত ২৮ অক্টোবরে দায়িত্বভার নেওয়ার পরপরই মোমিনপুরে যায় এনআইএ। লালবাজারেও যায় তারা। ঘুরে দেখে মোমিনপুর এলাকা। জানুয়ারির শুরুতেই চার্জশিট পেশ করল তারা। অন্যদিকে মোমিনপুরের ঘটনায় সিট গঠন করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তদন্ত করছে তারাও। তিনটি এফআইআর দায়ের হয়। যার দু’টির তদন্ত করছে কলকাতা

পুলিশ। একটির তদন্তভার নিয়েছে এনআইএ। এই মামলায় কলকাতা পুলিশের হাতে ধৃত ২০ জনকে হেফাজতে নিয়েছিল এনআইএ। পরে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়। সেই ৮ জনেরই নাম রয়েছে চার্জশিটে। তবে চার্জশিটে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের সিংহভাগকেই ফেরার বলা হয়েছে। এনআইএ সূত্রের খবর, কলকাতা পুলিশ যে ২০ জনকে গ্রেফতার করেছিল, তাদের সঙ্গে এই মামলায় যোগসূত্র পাওয়া যায়নি। ফলে সেই ২০ জনকে এই মামলা থেকে মুক্ত করার জন্য আবেদনও জানানো হয়। হিংসা ছড়ানো, পুলিশের কাজে বাঁধাদান, খুনের চেষ্টা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনের মতো ধারার উল্লেখ রয়েছে এই চার্জশিটে। সম্প্রতি এই মামলার সূত্র ধরেই মোমিনপুরের ১৭টি জায়গায় তল্লাশি চালায় এনআইএ। প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিও উদ্ধার হয় অভিযানে।

‘মমতা কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে, ভারত বিশ্বকাপ ফুটবল খেলবেই’, দাবি শাসক বিধায়কের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ কিছুদিন আগেই মরুদেশ কাতারে শেষ হয়েছে ফুটবল বিশ্বকাপ। বিশ্ব ফুটবলের মহারণে ভারতের প্রতিনিধিত্ব না থাকার আক্ষেপ বাঙালির বহুদিনের। আর ফুটবলপ্রিয় বাঙালির সেই আবেগকেই এবার হাতিয়ার করলেন অশোকনগরের তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। বললেন, ‘‘বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি কোনওদিন কেন্দ্রের দায়িত্ব পান, আমার স্থির বিশ্বাস ভারতবর্ষের ফুটবল বিশ্বকাপের আসরে যাবেই যাবে।’’ শনিবার রাজারহাট নিউটাউন এলাকায় এমএলএ কাপ ফুটবলের উদ্বোধনে এসে এমনই দাবি করলেন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। নারায়ণ গোস্বামীর পাশাপাশি এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্বহা সিদ্দিকীও। তাঁর গলাতেও বিশ্বকাপে ভারত অংশগ্রহণ করতে না পারার আক্ষেপ। বললেন, ‘‘পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন বিশ্বকাপ খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল, কোনও দেশে চার কোটি, দেড় কোটি, মানুষ বাস করে। তারা বিশ্বকাপ খেলায় চান্স পায়। খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি আমরা এই ভারতবর্ষ, যেখানে ১৩০-১৩৫ কোটি মানুষের বাস, সেই দেশ বিশ্বকাপে চান্স পাই না।’’ এদিন এমএলএ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুজিত বসু, রথীন ঘোষ, আরাবুল ইসলাম, জয়প্রকাশ মজুমদাররাও। ঘোড়ার গাড়ি করে সুজিত বসু ও দীপক অধিকারী গোটা মাঠ পরিদর্শন করেন এবং বেলুন উড়িয়ে খেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। নারায়ণ গোস্বামীর এই মন্তব্যের পর রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রের অবস্থার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পদ্ম শিবিরের নেতারা। যদিও তৃণমূল বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর এই বক্তব্যের পর বিজেপির বারাসত জেলা সভাপতি তাপস মিত্র বলেন, ‘‘ওরা এখন আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখছেন।’’

হাওড়াতে ধৃত ২ সন্দেহভাজন আইএস জঙ্গি, বড় সাফল্য এসটিএফ-এর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ জানুয়ারিঃ জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার সন্দেহে দুই যুবককে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। একজনের নাম মহম্মদ সাদ্দাম, অন্যজনের নাম সইদ আহমেদ। ধৃতদের শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, সইদ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। ধৃতদের কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, ২টি মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। অভিযুক্তের আইনজীবী জানান, বিদ্যাসাগর সেতুর কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয় দু’জনকে। পরে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ল্যাপটপ, ফোন নিয়ে যায় পুলিশ। অন্যদিকে সরকারি আইনজীবী জানান, বাইকে যাওয়ার সময় তাঁদের আটক করা হয়। খিদিরপুরে তাঁদের গোপন বৈঠকের পরিকল্পনা ছিল বলেও জানতে পারে এসটিএফ। আটকের পর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ডেবিট কার্ড, ইলেকট্রনিক্স এভিডেন্স পাওয়া গিয়েছে। এমনকী তাঁদের ল্যাপটপে জেহাদি কনটেন্টও পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। ধৃতরা অস্ত্র সংগ্রহের কাজ করছিল বলেও তথ্য উঠে এসেছে। ফান্ড জোগাড়ের কাজও করছিলেন। যদিও সমস্ত

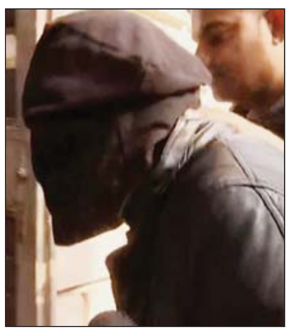

বিষয়ই তদন্তসাপেক্ষ। সূত্রের খবর, হাওড়া থানা এলাকার ৫৫ নম্বর আফতাবউদ্দিন মুন্সি লেনের বাসিন্দা সাদ্দাম। শিবপুরের গোলাম হোসেন লেনের বাসিন্দা সৈয়দ আহমেদ। এই দুই যুবককে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ গ্রেফতার করেছে বলেই সূত্রের খবর। শুক্রবার রাতে এসটিএফ তল্লাশি চালায়। সূত্রের খবর, ভোর পর্যন্ত চলে তল্লাশি। ল্যাপটপ, মোবাইল-সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র উদ্ধার করে তারা। সাদ্দামের এক আত্মীয়র কথায়, ‘‘এসটিএফ গ্রেফতার করেছে রাতে। আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। আমার বৌদি ফোনে বলল এরকম লোকজন এসেছে। খুব তাড়াতাড়িই বাড়ি যাই। গিয়ে দেখি বাড়ির সামনে ভিড়। জিজ্ঞাসা করল আমি কে। আমিও বললাম, সাদ্দামের অভিভাবক আমি। তারপর বলল ওরা সার্চের জন্য। জানতে চাইলাম কীসের তল্লাশি। কিছু বলেনি। কোনও নথিও দেখায়নি। আমিও বললাম, আমি শিক্ষিত। এভাবে সার্চ করা যায় নাকি?’’ তবে সাদ্দামের এক প্রতিবেশি রোশন আলি জানান, ‘‘শুক্রবার রাতে সাদা পোশাকে পুলিশ এসে অভিযুক্তকে নিয়ে যায়।’’ প্রায় ২৫-৩০ বছর ধরে এলাকায় পাঁচতলা আবাসনের তিন তলার ফ্ল্যাটে থাকেন তাঁরা। এলাকায় ওই যুবকের পরিচিতিও ভাল ছেলে বলেই। জঙ্গি সন্দেহে এই যুবকের গ্রেফতারিতে হতবাক পাড়ার লোকেরা।

প্রবাসী ভারতীয় দিবসে বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃ ১৭ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস (পিবিডি) উপলক্ষে আগামী ৯ জানুয়ারী নিরাপদ এবং আইনি অভিবাসনে নিবেদিত একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এটি বিদেশ মন্ত্রকের গো সেফ, গো ট্রেন্ড প্রচারের একটি অংশ।বিদেশ মন্ত্রকের মতে, নিরাপদ, আইনি, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ অভিবাসনের গুরুত্ব বোঝাতে একটি স্মারক ডাকটিকিট গো সেফ, গো ট্রেনড জারি করা হবে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে তুলে ধরতে 'আজাদি কা অমৃত মহোসব - ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসীদের অবদান' থিমের উপর একটি প্রথম ডিজিটাল পিবিডি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। প্রসঙ্গত, মধ্যপ্রদেশ সরকারের সহযোগিতায় ৮ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ইন্দোরে ১৭ তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের জন্য প্রায় ৭০টি দেশের প্রায় ৩,৫০০ প্রবাসী ভারতীয় নিবন্ধন করেছেন

জাতি-ভিত্তিক সমীক্ষা শুরু বিহারে, প্রথম পর্যায়ে চলবে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত

পাটনা, ৭ জানুয়ারি ঃ বিহারে শুরু হয়ে গিয়েছে জাতি-ভিত্তিক সমীক্ষা। পাটনা-সহ বিহারের সর্বত্রই শনিবার থেকে শুরু হয়েছে জাতি-ভিত্তিক সমীক্ষা। পাটনার জেলাশাসক জানিয়েছেন, আজ থেকে জাত-ভিত্তিক সমীক্ষা শুরু হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে ৭ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আর্থ-সামাজিক সম্পর্কিত তথ্য নেওয়া হবে। পাটনায় মোট ২০ লক্ষ পরিবার রয়েছে, যেগুলি প্রথম পর্যায়ে গণনা করা হবে।এদিন সকালে বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব বলেছেন, বিহারে আজ থেকে শুরু হচ্ছে জাতি-ভিত্তিক সমীক্ষা। এই সমীক্ষা আমাদের বৈজ্ঞানিক তথ্য দেবে যাতে বাজেট এবং সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পগুলি সেই অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে। বিজেপি গরিব বিরোধী। তাঁরা চায় না এমনটা হোক।উল্লেখ্য, দেশে প্রতি দশ বছর অন্তর যে আদমসুমারি হয় তাতে জাতির উল্লেখ থাকে না । কিন্তু, বিহার সরকার মনে করে, জাতির ভিত্তিতে জনগণনা বা জাতসুমারি প্রয়োজন । তাঁদের যুক্তি, এতে সমাজের সর্বস্তরে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছবে

রাজৌরি হামলায় জড়িত সন্ত্রাসীদের খোঁজে অভিযান অব্যাহত

শ্রীনগর, ৭জানুয়ারি ঃ রাজৌরি জেলার ডাংরি গ্রামে দুই শিশুসহ ছয়জনের মৃত্যুর জন্য দাযী সন্ত্রাসীদের সন্ধানে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এলাকায় সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সিআরপিএফের যৌথ তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে। অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এডিজিপি মুকেশ সিং, তিনি গত সোমবার থেকে রাজৌরিতে উপস্থিত রয়েছেন।পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সদস্যরা, সেনা কমান্ডোরাও সন্ত্রাসীদের ধরতে অভিযানের অংশ হিসেবে ডাংরি সংলগ্ন ২০ কিলোমিটারেরও বেশি ব্যাসার্ধে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। এতে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার, ড্রোন ও সেনাবাহিনীর স্নিফার ডগের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

আমেরিকায় একই পরিবারের ৫ শিশুসহ ৮ সদস্যের গুলিবিদ্ধ

ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি ঃ আমেরিকার একটি বাড়ি থেকে একই পরিবারের আট সদস্যের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার । নিহতদের মধ্যে পাঁচটি শিশুর দেহ রয়েছে । আমেরিকার ইউটাহ অঙ্গরাজ্যের এই ঘটনায় তদন্ত শুরু করল পুলিশ। জানা গেছে, বেশ কয়েকদিন বাড়ির কাউকে দেখা যায়নি, এমন খবর পেয়ে পুলিশ এসে দেখতে পায়, পরিবারের সবাই মারা গেছে। তাদের প্রত্যেকের শরীরে গুলির চিহ্ন রয়েছে।

চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে চেয়ার ছাড়ুন, ঝাড়খণ্ডে চাকরি প্রদানের কাজ করবে বিজেপিঃঅমিত শাহ

চাইবাসা, ৭ জানুয়ারি ঃ ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অমিত শাহ। শনিবার ঝাড়খণ্ডের চাইবাসার একটি জনসভা থেকে অমিত শাহ বলেছেন, ঝাড়খণ্ডের যুবক ও মা-বোনদের বোনা বানানোর কাজ করা হচ্ছে। খাদ্য, কর্মসংস্থান ও শিক্ষার নামে প্রতারণা করা হচ্ছে। চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলে চেয়ার ছাড়ুন... ঝাড়খণ্ডে চাকরি দেওয়ার কাজ করবে বিজেপি।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, বর্তমানে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী মহিলাদের জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের জমি দখল করা হচ্ছে। হেমন্ত সাহেব, ভোটব্যাংকের লোভ আদিবাসী স্বার্থের ঊর্ধ্বে হতে পারে না। ঝাড়খণ্ডের মানুষ জেগে উঠেছে এবং এখন এই অন্যায় সহ্য করা হবে না। অমিত শাহ বলেছেন, আমি ঝাড়খণ্ডের জনগণকে বলতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে নকশালবাদের অবসান ঘটবে এবং ঝাড়খণ্ডে উন্নয়নের নতুন পথ খুলে যাবে।

জনগণের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা প্রদানই হচ্ছে পুলিশের মূল উদ্দেশ্যঃমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ জনগণের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা প্রদানই হচ্ছে পুলিশের মূল উদ্দেশ্য। তাই পুলিশই জনগণের কাছে হয়ে উঠেছে সুরক্ষা ও আস্থার প্রকৃত আশয়স্থল। গত শুক্রবার অরুন্ধতীনগরস্থিত মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা শহীদ স্মারকে পুষ্পস্তবক প্রদান করে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলার উন্নয়নে পুলিশ প্রশাসন দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করছে। ফলে পুলিশের প্রতি মানুষের আস্থাও অনেক বেড়েছে। এই আস্থা ও বিশ্বাস থেকে যাতে কখনও বিচ্যুতি না ঘটে তারজন্য পুলিশকে সবসময় সচেষ্ট থাকতে আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশের কাজকর্মের মাধ্যমেই ত্রিপুরার উন্নয়নের ছবি প্রতিফলিত হয়। বিগত কয়েক বছরে ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ২০২১ সালে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর প্রকাশিত তথ্যে দেশের ২৯টি রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা পঞ্চম সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে। আর এই কাজটি পুলিশ প্রশাসনের সার্বিক প্রচেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে।তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মা-বোনদের নিরাপত্তা প্রদানে রাজ্যে বর্তমানে ৮টি মহিলা থানা চালু রয়েছে। প্রতিটি থানাতেই ২৪x৭ মহিলা হেল্প ডেস্ক চালু রয়েছে। ফলে রাজ্যের মা-বোনেরা দিনরাত নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা পুলিশ প্রশাসনে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। তাদের শুধু লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান প্রযোজন। ত্রিপুরার টিএসআর জওয়ানদের উৎকর্ষতার পরিচিতি সারা দেশেই রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকেই টিএসআর জওয়ানদের নিরাপত্তার কাজে লাগাতে ত্রিপুরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানিযেছে। দিল্লি সহ বেশ কযেকটি রাজ্যে টিএসআর জওয়ানরা সুনামের সঙ্গে কর্তব্য পালন করছেন।এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এই কাজে পুলিশের আন্তরিক প্রযাসের ফলে রাজ্য থেকে প্রচুর নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার থানাগুলির বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণেও সরকার আন্তরিক। পুলিশের সুখ স্বাচ্ছন্দের বিষয়টি সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে উঠবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

মানিক ভট্টাচার্য আবার জেল হেফাজতে, ছেলে ও স্ত্রীর জামিন নিয়ে শুনানি ৭ ফেব্রুয়ারি

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃপ্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি মামলায় আবারও জেল হেফাজতে পাঠান হল মানিক ভট্টাচার্যকে। শনিবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিকে আদালতে হাজির করান হয়েছিল। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে নগর দায়রা আদালত। প্রসঙ্গত, এই মামলায় শনিবারই ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজিরা দেন মানিকের স্ত্রী শতরূপা ভট্টাচার্য ও পুত্র শৌভিক ভট্টাচার্য। তাঁরা জামিনের আবেদন জানান। কিন্তু সেই জামিনের আর্জির বিরোধিতা করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি।

আবাস যোজনায় বেআইনি নাম থাকলে তা বাদ যাবে, স্পষ্ট জানালেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আবাস যোজনায় কোনওরকম বেআইনি হয়ে থাকলে নাম বাদ যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আধিকারিকদের সাফ

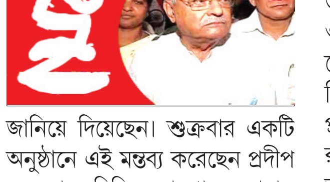

জানিয়ে দিয়েছেন। শুক্রবার একটি অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রদীপ মজুমদার। বিভিন্ন জায়গাতে আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তার প্রেক্ষিতে পঞ্চায়েত মন্ত্রী ওই মন্তব্য করেছেন।এদিকে আবাস যোজনার উপভোক্তাদের সচেতনতা শিবিরে পরামর্শ দিল কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। শুক্রবার সকালে রামনগর, কাঁথি, নন্দকুমার ব্লক হয়ে তমলুক ব্লকে আসেন ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। আবাস যোজনা দুর্নীতির তদন্তে আসা কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা উত্তর সোনামুই অঞ্চলে তমলুক ব্লকের বিডিওকে উপভোক্তাদের নথি না দেওয়ার জন্য ভৎর্সনা করেন। তাঁদেরকে তাড়াতাড়ি কাগজপত্র দেওয়ার কথা বলেছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল।

কোভিড-সংক্রমণ ২০০-র উর্ধ্বেই সক্রিয় রোগী একটু বাড়ল

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃ ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ রোজই ওঠানামা করছে, তবে এখনও ২০০-র উর্ধ্বেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২১৪ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘঃটায় কেরলে দু''জন, মহারাষ্ট্রে একজন ও উত্তর প্রদেশের একজনের মৃত্যুর পর শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭১৮ জনের। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বো২ে২ হাজার ৫০৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৬,৫৩৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। ভারতে মোট করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪,৪৬,৭৯,৭৬১ জন।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৫৬ হাজার ৯৯৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১৩-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১৩,৩৭,২০৯। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৮৮,৭৬৮ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীরে স্বাভাবিকের উর্ধ্বে তাপমাত্রা, শ্রীনগরের তাপমাত্রা বেড়ে মাইনাস ১.৪ ডিগ্রি

শ্রীনগর, ৭ জানুয়ারি ঃশীতের দাপট একটু কমল জম্মু ও কাশ্মীরে। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই স্বাভাবিকের উর্ধ্বে চলে গেল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গ, পহেলগাম থেকে জম্মু সর্বত্রই বে।ছে তাপমাত্রা। কাশ্মীরে পহেলগামে তাপমাত্রার পারদ চড়ে মাইমাস ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। শ্রীনগরের তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গের তাপমাত্রা বেড়ে পৌঁছেছে মাইনাস ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। তাপমাত্রা বেড়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখেও। লাদাখের লেহ-তে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও কার্গিলে মাইনাস ১৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জমজমাট শীত বজায় থাকলেও পারদ চা।ছে জম্মুতেও, সেখানে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে শীতের দিল্লি রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে শিমলা, মুসৌরি ও নৈনিতালকে। শনিবারও দেশের রাজধানী শহরের একাধিক জায়গার তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই নীচে। ঠান্ডায় দিল্লি

এমনিতেই কাবু, শীতের দাপটে জমে যাচ্ছে রাজধানী। কনকনে ঠান্ডার পাশাপাশি শনিবার সকালেও কুয়াশার চাদরে মোড়া ছিল দিল্লি। যার ফলে কমেছে দৃশ্যমানতা। তার প্রভাব পড়েছে যানবাহন চলাচলেও।ঘন কুয়াশার কারণে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন চলাচলও। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কুয়াশার কারণে উত্তর রেলওয়ে অঞ্চলে ৩২টি ট্রেন দেরিতে চলেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে-পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস, মালদা টাউন-দিল্লি ফারাক্কা এক্সপ্রেস, হাওড়া-নতুন দিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেস প্রভৃতি। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘন্টাও ঘন থেকে অত্যন্ত ঘন কুয়াশায় ঢাকবে দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা।শীতের দিল্লি রীতিমতো টেক্কা দিচ্ছে শিমলা, মুসৌরি ও নৈনিতালকে। শনিবারও দেশের রাজধানী শহরের একাধিক জায়গার তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই নীচে। ঠান্ডায় দিল্লি এমনিতেই কাবু, শীতের দাপটে জমে যাচ্ছে রাজধানী। শনিবার দিল্লির সফদরজং এলাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। লোধি রোডে পারদ নেমে যায় ২.০ ডিগ্রিতে। কনকনে ঠান্ডার পাশাপাশি শনিবার সকালেও কুয়াশার চাদরে মোড়া ছিল দিল্লি। যার ফলে কমেছে দৃশ্যমানতা। তার প্রভাব পড়েছে যানবাহন চলাচলেও।অন্যদিকে ঘন কুয়াশার কারণে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন চলাচলও। রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কুয়াশার কারণে উত্তর রেলওয়ে অঞ্চলে ৩২টি ট্রেন দেরিতে চলেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে-পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস, মালদা টাউন-দিল্লি ফারাক্কা এক্সপ্রেস, হাও।া-নতুন দিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেস প্রভৃতি। এছাড়াও দিল্লি বিমানবন্দর থেকে উড়ান পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়েছে। দিল্লি বিমানবন্দর সূত্রের খবর, খারাপ আবহাওয়া ও সেই সম্পর্কিত কারণে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে প্রায় ৩৪টি অভ্যন্তরীণ বিমান দেরিতে ছো।ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গন্তব্য থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে ১২টিরও বেশি বিমান বিলম্বে এসে পৌঁছেছে।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘন্টাও ঘন থেকে অত্যন্ত ঘন কুয়াশায় ঢাকবে দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান-সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা।

লোকায়ত ধর্ম-দর্শনের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল

প্রণব ভট্টাচার্য্য, উলুবেড়িয়া, হাওড়াঃ- সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত নবারুণ ভট্টাচার্যের বাবা ছিলেন তিনি। পদ্মবিভূষণ থেকে সার্ক লিটারারি অ্যাওয়ার্ড, বঙ্গ বিভূষণ, সাহিত্য আকাদেমি অ্যাওয়ার্ড বিজযী মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন তাঁরই স্ত্রী।সুরেন ডাক্তার, প্রধান সমাদ্দার ,কেদার নাটকের এইসব উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিকে মঞ্চে অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। জন্মের একশ পাঁচ বছর পরেও যিনি আজও স্মরণীয় ,বরণীয় হয়ে আছেন তিনি আর কেউই নন জতুগৃহ,নবান্ন, আজ বসন্ত,স্বর্ণকুম্ভ নাটকের রচযিতা বিজন ভট্টাচার্য ।'কবচকুণ্ডল' নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন তিনি। তবে সেটি সবার শেষে। দীর্ঘ সময় ধরে সামনের সারিতে থেকে তিনি কাজ করেছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ-এ। ইন্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (আইপিটিএ) নামেও এই সংঘের পরিচিতি আছে। একটা সময় এই সংঘের সঙ্গে তার মতান্তর হয়। চলে যান তকালীন বোম্বে শহরে। সেখানে কিছু সময় কাজ করে তিনি স্বভূমে ফিরে এসে তৈরি করেন ক্যালকাটা থিয়েটার। এই গ্রুপের ব্যানারে মঞ্চস্থ হয়েছে বহু নাটক। নাটক রচনা থেকে নির্দেশনা, অভিনয়, প্রযোজনা সর্বক্ষেত্রেই তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন পারদর্শিতার। তবে তার জীবনের রেখাচিত্র কখনোই এক সরলরেখায় চলেনি। ভেঙেছেন নিজেকে। বারবার গড়েছেন নতুনরূপে। সংস্থা নিজের হাতে তৈরি করেও সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন। লোকাযত ধর্ম -দর্শনের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছিল পরবর্তী ক্ষেত্রে।তাঁর নাট্যচর্চার প্রাথমিক স্তরে তিনি মার্কসীয় দর্শনে আস্হাশীল ছিলেন।মেহনতি মানুষের জীবন সংগ্রামের নানা দিক তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে পরিস্ফুটিত হয়েছিল। শ্রমিক, কৃষক সম্প্রদায়ের নিত্যদিনের বেঁচে থাকার লড়াইকে তিনি তুলে এনেছিলেন নাট্যচর্চার মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ছিল সেই সময়ের প্রগতিশীল মানসিকতার একটি সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠান ।এই সংস্থায় দাপটের সঙ্গে তিনি নিজের সৃষ্টিকাজ চালিয়ে গেছেন । নাটক কেন্দ্রিক একটা আন্দোলনের ব্যটন যেন তিনি ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের হাতে। পিতা ক্ষীরোদ বিহারী ভট্টাচার্যের কর্ম জীবনে বিভিন্ন জায়গায় বদলির সূত্র ধরে ছোট বয়সে বিজনের বহু জায়গায় বসবাস করার সুযোগ ঘটেছিল। সেই সুবাদে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটেছিল তাঁর ।সেই সব অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান-ই পরবর্তীকালে ফুটে উঠেছিল তাঁর সৃষ্টিতে।ক্ষীরোদবাবু পেশাগতভাবে ছিলেন একজন শিক্ষক।মাত্র পনেরো বছর তিনি মহাশ্বেতাদেবীর সঙ্গে দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছিলেন। ১৯৭৮ সালে তিনি যখন মারা যান তখন তাঁর একমাত্র সন্তান নবারুণ-এর বয়স ছিল ত্রিশ বছর। আবার মহাশ্বেতা দেবী পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার দু'বছর আগে নবারুণের জীবনাবসান ঘটে।বিজনবাবুর জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের ফরিদপুরে। কলকাতার রিপন ও আশুতোষ কলেজেতিনি পড়াশুনো করেন। কিন্তু রাজনীতির প্রতি বিশেষ আগ্রহ থাকার কারণে তিনি লেখাপড়া সম্পূর্ণ করতে পারেননি। অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি একবার কারারুদ্ধ-ও হয়েছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি লেখালেখি করতেন 'অরণি' নামে একটি ম্যাগাজিনে ।যেটি তাঁর মামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার বের করতেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আকাদেমি ,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় সংগীত নাটক আকাদেমি থেকে তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন।পদাতিক, ভোলা ময়রা, স্বপ্ন নিয়ে, কোমল গান্ধার,ছিন্নমূল ইত্যাদি প্রায় ১৪ টি চলচিত্র অক্ষয় হয়ে আছে বিজন ভট্টাচার্যের নামের সঙ্গে। যাপন করা জীবনের দর্শন দিয়েই নানা রঙের ছবি এঁকে গেছেন তিনি অভিনয় থেকে রাজনীতি-নানা ক্ষেত্রে। শিল্পভাবনার সেই সংগ্রামী মানুষটি আজীবন থেকে যাবেন মানুষের মননে।

সামাজিক ন্যায়বিচার ডিজিটাল উদ্ভাবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিতঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃভারত তখনই জ্ঞানীয় অর্থনীতিতে বিকশিত হবে, যখন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বিভাজন যথেষ্ট পরিমাণে দূর করা হবে। বললেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বিজযীদের ডিজিটাল ইন্ডিয়া পুরস্কার ২০২২ প্রদান করার পর সমাবেশে ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, ভবিষ্যতে পরিবর্তনের গতি হবে দ্রুত এবং প্রযুক্তির ব্যবহার দ্বারা চালিত হবে। এই প্রেক্ষাপটে সামাজিক ন্যায়বিচার ডিজিটাল উদ্ভাবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেছেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি সরকারকে একটি বোতামের ক্লিকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছতে সক্ষম করেছে। তিনি বলেন, ভারতের ডিজিটাল রূপান্তরের গল্প উদ্ভাবন, অন্তর্নিহিততা এবং অন্তর্ভুক্তির গল্প। রাষ্ট্রপতি আস্থা প্রকাশ করেছেন যে, সমাজের দুর্বল এবং প্রান্তিক অংশগুলির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য সঠিক উদাহরণ স্থাপন করছে ভারত। এটি ডিজিটাল অন্ত্যোদয়ের দিকে সরকারের যাত্রায় অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকারকে শক্তিশালী করছে। প্রসঙ্গত, ডিজিটাল ইন্ডিয়া পুরস্কার-২০২২ সাতটি বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ীদের দেওয়া হয়েছিল। এই পুরস্কারগুলির লক্ষ্য শুধুমাত্র সরকারী সংস্থাগুলিকেই নয়, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন পূরণে স্টার্ট-আপ এবং তৃণমূল-স্তরের ডিজিটাল উদ্যোগগুলিকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা।

ফরাসি রাষ্ট্রপতির কূটনৈতিক উপদেষ্টা ইমানুয়েল বন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন

নয়াদিল্লি,৭জানুয়ারিঃফরাসি রাষ্ট্রপতি মাননীয় শ্রী ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ-র কূটনৈতিক উপদেষ্টা শ্রী ইমানুয়েল বন আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় কৌশলগত অংশীদারিত্ব সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভারত-ফ্রান্স ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ওপর আলোকপাত করেন। ভারতের জি-২০ সভাপতিত্বের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের সমর্থনকে প্রধানমন্ত্রী স্বাগত জানিয়েছেন।শ্রী বন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে রাষ্ট্রপতি শ্রী ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ-র পক্ষ থেকে বন্ধুত্বের বার্তা জানান এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত দোভালের সঙ্গে আজ তাঁর কৌশলগত বিষয়ে বার্তালাপের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেন।শক্তি, সংস্কৃতি সহ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়।বালি-তে সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রঁ-র সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জানান এবং রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রঁ-কে ভারত সফরের আমন্ত্রণও তিনি জানান। শ্রী বন বলেন, রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রঁ যত শীঘ্র সম্ভব ভারত সফরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

তৃণমূল নেতাদেরই রক্ষাকবচ লাগবে', তোপ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ শুভেন্দু অধিকারীর পর এবার দিলীপ ঘোষের নিশানায় ' দিল্লির দূত'। তৃণমূলের এই কর্মসূচির পালটা হিসাবে ' দিদির দূত'দের কথা বললেন তিনি। ' দিল্লির দূত' হিসাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের কথা বলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি। শনিবার সকালেও ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণ সেরে বেরনোর পর ' দিদির দূত'কে নিশানা করেন দিলীপ ঘোষ। বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি বলেন, দিল্লির দূত এখন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে। ব্যাংক, বিডিও অফিসেও পৌঁছে যাচ্ছে। রাজ্যবাসী শীতে কাঁপছে। তৃণমূল নেতারা সিবিআইয়ের ভয়ে কাঁপছে। দিদির সুরক্ষা কবচ তৃণমূল নেতাদেরই লাগবে। দিলীপ ঘোষকে পালটা জবাব দিয়েছেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। তাঁর কটাক্ষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি ইকো পার্কে হাঁটার পর রোজ সকালে যা ইচ্ছা হয় তাই বলেন দিলীপবাবু। প্রচারের আলোয় থাকার জন্য এসব করেন তিনি।উল্লেখ্য, চলতি বছরেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে প্রত্যেকটি সরকারি প্রকল্প রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছনোই লক্ষ্য। তৃণমূলের তরফে 'দিদির সুরক্ষা কবচ' চালু করা হয়েছে। বাংলার ১০ কোটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছবেন ' দিদির দূত'রা। এক-একটা দলে থাকবেন ৫ জন। প্রত্যেকের হাতে থাকবে দলের নির্দিষ্ট ব্যান্ড ও বুকে থাকবে ব্যাজ। প্রতিটি পরিবারকে সময় দিতে হবে আধঘণ্টা। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তাঁরা মানুষের অভাব-অভিযোগ শুনবেন। হাতে তুলে দেবেন ' দিদির চিঠি'।

শোভন-রত্নার বিবাহ বিচ্ছেদ মামলায় সাক্ষ্যৎ দিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ শোভন চট্টোপাধ্যায় ও রত্না চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার এদিন শুনানি ছিল আলিপুর আদালতে। উভয়েই সশরীরে এসেছিলেন আদালতে। শুধু তাই নয়, শুক্রবার আলিপুর আদালতে এসেছেন শোভনের বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। আদালতে তাঁদের গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়।বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শোভনবাবু সাক্ষী হিসেবে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন। শোভন চট্টোপাধ্যায়কে এদিনের মামলার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি জানান বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে আদালতে। আগামী ৩০ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন স্থির রয়েছে।বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, আমাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য শোভন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন। আমি যা জানতাম, তা বলেছি। আমি যদি এটির সঙ্গে যুক্ত না হতাম, তাহলে শোভন চট্টোপাধ্যায় নিশ্চয়ই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমায় আনতেন না। আমারও এইটুকু পড়াশোনা আছে, আমি জানি, আমি কখন সাক্ষ্য দেওয়ার মত অবস্থায় আছি, কখন নেই। আমি যা চোখে দেখেছি, কানে শুনেছি সেগুলি আমি সামনে আনব। বিচারকের যদি মনে হয়, সেগুলি গ্রহণ করবেন। সঙ্গে তিনি আরও বলেন, আমার কাছে নিশ্চয়ই যথাযথ প্রমাণ রয়েছে। তাই আমি বিচারকের কাছে এসেছি। কারণ, একজন বিচারকের কাছে আসার আগে তো নিজের আত্মবিশ্বাস থাকতে হয়। আমার নিজের সত্যের উপর বিশ্বাস আছে, শোভনের সত্যের উপর বিশ্বাস আছে। আশা করছি আমরা ন্যায়বিচার পাব। যদিও এদিন আদালত কক্ষের ভিতরের আলোচনার বিষয়টি নিয়ে রত্না চট্টোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি। তবে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তিনি যা যা দেখেছেন সেই সব তিনি মামলার স্বার্থে আদালতকে জানিয়েছেন। আদালত এদিন দুই পক্ষের বক্তব্য শোনে এবং আগামী ৩০ তারিখ এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে প্রস্রাব কাণ্ড! বেঙ্গালুরু থেকে পাকড়াও অভিযুক্ত এস মিশ্র

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে প্রস্রাব কাণ্ডে অভিযুক্তকে পাকড়াও করল পুলিশ। গত ২৬ নভেম্বরের প্রস্রাব কাণ্ডে অভিযুক্তকে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম-শেখর মিশ্র। তার বাড়ি মুম্বইয়ে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে বেঙ্গালুরুতে গ্রেফতার করা হয়েছে শেখর মিশ্রকে, তাকে দিল্লিতে নিয়ে আসা হয়েছে। শনিবার তাকে আদালতে পেশ করা হবে।দিল্লিগামী বিমানে যৌন হেনস্থার শিকার হয়ে শেখরের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এক মহিলা। পুলিশের কাছে মহিলা অভিযোগ জানান, ২৬ নভেম্বর নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে শেখর মিশ্র নামে এক যুবক মত্ত অবস্থায় তাঁর সামনে যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করে ও তাঁর গায়ে প্রস্রাবও করেন।ঘটনাটি ঘটার পর বিমানের কর্মীরা তেমন কোনও ব্যবস্থা নেননি বলেও অভিযোগ তাঁর। বিনা বাধায় যুবককে বিমান থেকে নামতে দেওয়া হয়। তার পর টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরনকে সরাসরি চিঠি লেখেন ওই মহিলা। চিঠিতে তিনি জানান, গত ২৬ নভেম্বর নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ছিলেন তিনি। ওই মহিলার বয়স ৭০-এর উপরে। অবশেষে অভিযুক্তকে বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৮জানুয়ারি ঃরবিবার, ২৩পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮জানুয়রিঃ ২০২২, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ২৩ পৌষ, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৩ পৌষ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২২ পৌষমাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। ঝোড়ো হাওয়া সহ বৃষ্টি হতেপারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২২.০৬ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১১.০৪ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে৯৪শতকরা এবং ৪৭শতকরা। বৃষ্টিহয়নি শনিবার। জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৮মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজঃ ৫ টা -০৪মিনিটের মধ্যে হবেই আজকের দিনে আবহাওয়া।

রাশিফল

মেষ রাশিঃআজ আপনার প্রত্যয় বাড়বে এবং উন্নতি নিশ্চিত। কিছু নির্দিষ্ট কাজ হতাশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য থমকে **বৃষ রাশিঃ**কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। বিবাহের যোগ হবেই **মিথুন রাশিঃ**যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। সন্তান হতে পারে আজ **কর্কট রাশিঃ**ব্যস্ত কাজের সূচী আপনাকে খিটখিটে করে তুলতে পারে। বিদেশ যাত্রা শুভদিন হবে **সিংহ রাশিঃ**আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। আপনারা আজ রাতে আর্থিক লাভ অর্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি কারণ আগে ঋণ দেওযা কোনও টাকা তৎক্ষণাত্ ফিরে আসবে।। **কন্যা রাশিঃ**আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। **তুলা রাশিঃ**আর্থিক সঞ্চয় হতে পারে। স্বাস্থ্য ভালো যাবে আজ **বৃশ্চিক রাশিঃ**অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে রসকষহীন করে তুলতে পারে। অর্থের ব্যয় হতে পারে। **ধনু রাশিঃ**ঘৃণার অনুভূতি ব্যয়সাপেক্ষ প্রমাণিত হতে পারে। **মকর রাশিঃ**আপনার ঐক্যনাশক আবেগ এবং ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখুন। বিবাহের যোগ হবেই আজ **কুম্ভ রাশিঃ**বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। আজ, আপনি ত্রুটিযুক্ত বৈদ্যুতিন আইটেমটি ঠিক করার জন্য আপনার অর্থ ব্যয় করতে পারেন। **মীন রাশিঃ**আজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা। দিন, কারণ তিনি আপনার অর্থ

গাড়ি চালকদের সচেতন করতে

অভিনব কর্মসূচি দক্ষিণ হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭জানুয়ারি ঃ এবার অভিনব এক কর্মসূচি নিল দক্ষিণ হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেস কর্মীরা। গাড়ি চালকদের সচেতন করতে শুক্রবার মধ্যরাতে এক বিশেষ কর্মসূচি নেন তারা। সারারাত গাড়ি চালানোর পর চালকরা যাতে ক্লান্তিতে গাড়ির মধ্যেই স্টিয়ারিং হাতে ঘুমিয়ে না পড়েন বা এতে দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তারজন্যে শীতের রাতে তাদের চোখেমুখে জল দিয়ে হাতে এক ভাঁড় গরম কফি, বিস্কুট

দেওয়া হয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে। এবিষয়ে দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রীতম দাস বলেন, শহর যখন কনকনে শীতপ্রবাহে জেরবার ওঁরা তখন জীবিকা নির্বাহ করতে প্রতি দিনের মতো ট্রাক ও লরির স্টিয়ারিং ধরে নিজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে রাজপথে নেমেছেন। শুক্রবার ঠিক এমনই শীতের মধ্যরাতে গাড়ি চালকদের নিদ্রাজনিত অস্বস্তি কাটাতে কফি ও বিস্কুট সহযোগে কুয়াশা আচ্ছন্ন পথে ওনারা যাতে ধীর গতিতে সাবধানতার সাথে গাড়ি চালনা করেন তার উদ্যোগ নিই। এছাড়াও ট্রাফিক সুরক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রকল্প সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের নির্দেশিকাগুলো বুঝিয়ে দিয়ে শীতের মধ্যরাতে দক্ষিণ হাওড়ার অন্তর্গত কোনা এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন বেলেপোলে এই কর্মসূচি নিয়েছিলাম। শীতের ভোরে যাতে সড়ক দুর্ঘটনা কমানো যায় তারজন্যই গাড়ি চালকদের সচেতন করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের আশা এতে দুর্ঘটনা কমবে।

নতুন ন'টি জলযান নামছে গঙ্গায়, ৯ নদীর নামে নামকরণ মুখ্যমন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃএম ভি সরস্বতী, সংগীত, আত্রেয়ী, রঞ্জিত, সঙ্গী, শীলাবতী, চাকাচাকি, বিয়াস, মোহনচূড়া- ৯টি নদীর নামে রাখা হয়েছে ন'টি জলযানের নাম। নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। খুব তাড়াতাড়ি সেই জলযানগুলি নামতে চলেছে গঙ্গাবক্ষে। আপাতত ৯টি নামলেও মাসকয়েকের মধ্যে আরও ১৩টি জলযান নামবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। নতুন জলযানগুলি মূলত ৮০ ও ১০০ আসনের। গঙ্গা এপার ওপার করবে ভেসেলগুলি। স্থানীয় সংস্কৃতির কথা মাথায় রেখে নদীর নামে ভেসেলগুলির নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই ৯টি অত্যাধুনিক জেটিও চালু হয়েছে। সড়ক পরিবহণের পাশাপাশি জল পরিবহণকে সাজানোর উপরও জোর দিয়েছে সরকার। হচ্ছে জেটির আধুনিকীকরণ, নামছে নতুন ভেসেল। জল পরিবহণের প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতা বাড়লে রাস্তায় গাড়ির সংখ্যাও কমবে। সেক্ষেত্রে কমবে দূষণও। সেদিকে লক্ষ রেখে ভবিষ্যতে ই-ভেসেল বা বৈদ্যুতিক জলযান নামানোরও কথা দপ্তরের। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, নতুন এই ভেসেলগুলিতে থাকছে বায়ো টয়লেট। এমনভাবে এগুলি বানানো হয়েছে যে, কোনওভাবেই জল দূষিত হবে না। যাবতীয় বর্জ্য জমা হবে একটি জায়গায়। ঘাটে এসে তা পরিষ্কার করা যাবে। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় জল পরিবহণ ব্যবস্থাকে সাজাতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। এই জলযানগুলি কেনা তারই অঙ্গ। এছাড়া সাজছে জেটিও। ইতিমধ্যে গৌরহাটি, রাসমণি ঘাট, গাদিয়াড়া, আউট্রাম ঘাট, বাঁশবেড়িয়া, দেবীতলার মতো জেটিগুলো নতুনভাবে তৈরি হয়েছে। লেগেছে আলো। বসেছে স্মার্ট কার্ড গেট, বানানো হয়েছে শৌচালয়ও। দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, হুগলির ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নূরপুরের মধ্যে ভেসেলগুলি বিভিন্ন ঘাটের মধ্যে চলাচল করবে।একেকটি জলযান কিনতে খরচ পড়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। মোট ২০০ কোটি টাকা এই খাতে খরচ করা হবে বলে জানান দপ্তরের কর্তারা। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, ''নতুন এই জলযানগুলির নামকরণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। বিভিন্ন নদীর নামে নাম রেখেছেন তিনি।

সুরক্ষা কবচ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন শ্যামপুরের বিধায়ক

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া, ৭ জানুয়ারি ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল শনিবার

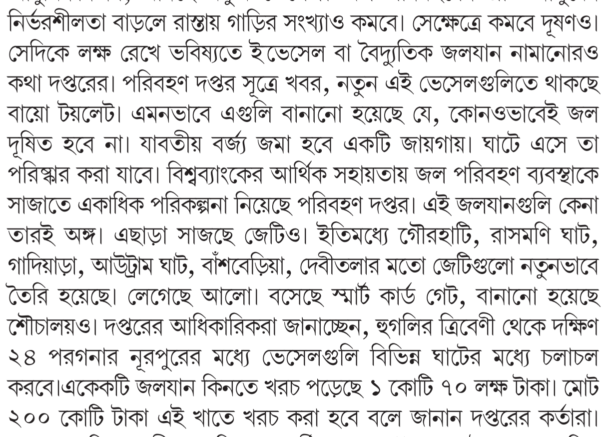

শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিক বৈঠক,বিধায়ক কালীপদ মন্ডল বলেন আগামী ২০শে জানুয়ারি থেকে প্রতিটি বাড়িতে দিদির সুরক্ষা কবচনিয়ে প্রচার চালানো হবে এবং এজন্য বুথ পিছু ৫জন করে তৃণমূল কংগ্রেসের নিয়োজিত কর্মী এই কর্মসূচি সফল করবেন।আবাস প্লাস নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বিধায়ক বলেন বর্তমান তালিকায় যাদের নাম আছে তাদের মধ্যে তাদের ছাদযুক্ত পাকা বাড়ি আছে সেগুলো তদন্ত করে বাদ দিয়ে প্রকৃত প্রাপকদের ঘর দেওয়ার আবেদন জানান ব্লক প্রশাসনের কাছে। আজকের এই সাংবাদিক বৈঠকে বিধায়ক কালীপদ মন্ডল ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ নদেবাসী জানা, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডল,শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলফিকার আলী মোল্লা প্রমুখ।

এজেসি বোস ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনা, আহত দুজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ কলকাতার এজেসি বোস ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনায় দুজন আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এসএসকেএম থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে যাচ্ছিল এক বাইক আরোহী আচমকা অন্য বাইক আরোহীকে ধাক্কা মারে। এই সময় বাইক আরোহী দুইজনই রাস্তায় পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনায় আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়। এ দুর্ঘটনার কারণে এজেসি ফ্লাইওভারে কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ কারণে গন্তব্যে পৌঁছাতে চরম সমস্যায় পড়েছেন মানুষ। পুলিশ ফ্লাইওভারে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছে।

দিদির সুরক্ষা কবজ নিয়ে সিঙ্গুর ও হরিপাল বিধানসভার যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন

বনস্পতি দে, কামারকুন্ডু, ৭ই জানয়ারি ঃ আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে সরকারি প্রকল্পগুলোকে তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নববর্ষের শুরুতে ঘোষণা করেছিলেন দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। শনিবার দুপুরে কামারকুন্ডুতে একটি লজে সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক সূচনা হল দিদির সুরক্ষা কর্মসূচির। এই বিষয়ে শনিবার দুপুরে কামারকুন্ডুতে লজে অতিথি আবাস সভা কক্ষে সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও ডাঃ করবি মান্না, বিধায়ক, হরিপাল বিধানসভা, উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব, রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক ডাঃ করবি মান্না,দেবাশীষ পাঠক, যুব সভানেত্রী প্রমূখ। বেচারাম মান্না বলেন ১১ ই জানুয়ারি থেকে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি প্রচার শুরু হবে হুগলি জেলা জুড়ে। সাংসদ বিধায়ক সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ প্রকল্পের প্রচার চালানো হবে। ছয়টি স্তরে প্রকল্পের প্রচার চালানো হবে। স্বাস্থ্য সাথী,

খাদ্য সুরক্ষা, লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ ছয়টি প্রকল্পের প্রচার চালানো হবে। কোনো মানুষ যাতে কোনো প্রকল্প থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সরকারি প্রকল্পের সমস্ত সুযোগসুবিধা পায় তাই সাধারণ মানুষ তা খতিয়ে দেখতে দিদির দূতেরা খতিয়ে দেখবেন বিভিন্ন এলাকায়। মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না বলেন প্রথমে গ্রামে ঘুরে ঘুরে আশীর্বাদ প্রার্থনা তারপর সরকারি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ পঞ্চায়েত সদস্যদের সঙ্গে আলাপচারিতা এবং জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে জনসংযোগ সভা দিয়ে শেষ হবে বুথ পর্যায়ের দলীয় কর্মীদের বৈঠকের মাধ্যমে সেখানে তারা প্রচার কর্মের পরবর্তী কর্মসূচি দুয়ারে দিদির দুত এর জন্য প্রশিক্ষিত হবেন। সবশেষে নেতা নৈশ ভোজ করবেন এবং স্থানীয় দলীয় কর্মীদের বাড়িতে রাত কাটাবেন সুরক্ষা কবচের আওতায় থাকা বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বাসিন্দাদের অবহিত করা হবে। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত কর্মসূচি দিদিকে বল এবং দয়ারে সরকার ঘোষিত হওয়ায় মানুষ যেমন উপকৃত হয়েছেন তেমনি সরকারের অবস্থান ও মজবুত হয়েছে ফলে দলের প্রতি মানুষের আস্থা বেড়েছে। সেই সব কর্মসূচিকে সামনে রেখে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে গত ২রা জানুয়ারি কলকাতার নজরুল মঞ্চে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি যৌথভাবে ঘোষণা করেন দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য উত্তরপাড়া স্টেশনে লিফট বসানোর কাজ শুরু হয়েছে

দুরন্তাবার্তা,,উত্তরপাড়া, ৭ জানুয়ারি ঃ পূর্ব রেলের হাওড়া ব্যান্ডেল শাখায় উত্তরপাড়া স্টেশনে যাত্রীদের দাবি মত অবশেষে লিফট বসতে চলেছে ইতিমধ্যে কাজও শুরু হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শেষ হওয়ার কথা। প্রতিদিন উত্তরপাড়া স্টেশন দিয়ে কয়েক হাজার যাত্রী যাওয়া আসা করেন দিনে দিনে যাত্রী সংখ্যা অনেক বাড়ছে। সেই সব মনে রেখে এবং সেই কারণে উত্তরপাড়া স্টেশনের মূল টিকিট ঘর ছাড়াও রেল লাইনের পূর্ব দিকে কাঠালবাগান বাজার ও পশ্চিম দিকে মাখলা বাজারের কাছে রেলওয়ে টিকিট কাউন্টার আছে অবশ্য মাখলার টিকিট কাউন্টার মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে অভিযোগ যাত্রীদের। তাদের বক্তব্য স্টেশন ম্যানেজারকে বলে কোনো লাভ হয়নি শনিবার উত্তরপাড়া স্টেশনের কাছে গিয়ে দেখা গেল লিফট বসানোর কাজ চলছে। এখানে বসানোর জন্য ডাউন এবং আপ প্ল্যাটফর্মের ফুট ওভার ব্রিজের নিচে লিফট বসানোর জন্য গর্ত করে ঢালাই এর কাজ চলছে। এর আগে পূর্ব রেলের হাওড়া ব্যান্ডেল শাখার লিলুয়া,

শেওড়াফুলি এবং ব্যান্ডেল স্টেশনে লিফট বসেছে। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ অফিসার একলব্য চক্রবর্তীর বক্তব্য যাত্রীদের সুবিধার জন্য রেলের তরফে নানা কাজ হচ্ছে উত্তরপাড়া স্টেশনে লিফট বসানো সেই জাতীয় একটি প্রজেক্ট এর ফলে যাত্রীদের যাওয়া আসার ও সুবিধা হবে। লিফট বসানোর কাজ দ্রুত করা হচ্ছে। জানা গেল তারপর সেটা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এইসঙ্গে রেললাইনের পাশ দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে সেই রাস্তা অনেকদিন সংস্কার হয় না ভাঙাচোরা যাত্রীদের বক্তব্য রাস্তা নিয়ে অনেক বলা হয়েছে। রেলকে কিন্তু কিছু হয়নি। এবার সেই রাস্তাও সংস্কার করা হবে।

খাদে গাড়ি, গুরুতর আহত তিন

তেলিয়ামুড়া, ৭ জানুয়ারি ঃ গভীর খাদে পড়ে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন। শুক্রবার মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন কাকরাছড়া এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোলেরো গাড়িতে তাঁরা ছিলেন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ এবং তেলিয়ামুড়া থেকে দমকল বাহিনী। দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্বার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ জানিয়েছেন, শুক্রবার রাত ৮ টা নাগাদ মুঙ্গিয়াকামি থানাধীন কাকরাছড়া এলাকায় প্রায় ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় বোলেরো গাড়ি। গন্ডাছড়া থেকে কাঁকড়াছড়া গঙ্গানগর পাহাড়ি রাস্তা ধরে খোয়াইয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। গাড়িতে থাকা চয়ন দাস, হরেকৃষ্ণ ভৌমিক এবং আশোক দে গুরুতর আহত হয়েছেন।

বাইকের সঙ্গে অটোর ধাক্কায় আহত বাবা-ছেলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ সল্টলেকে একটি অটোর ধাক্কায় আহত হয়েছেন এক বৃদ্ধ ও তাঁর ছেলে।শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় করুণাময়ীর দিকে যাওয়ার সময় সিকে ব্লকের একটি পার্কের কাছে ঘটনাটি ঘটে। এদিন এক বাইক আরোহী তার বাবাকে নিয়ে সল্টলেকের সিকে ব্লকের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ই পেছন থেকে আসা একটি অটো হঠাৎ বাইকে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে বাবাছেলে দুজনেই বাইক থেকে পড়ে যান। স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায়। তবে যে অটোটি ধাক্কা মেরেছিল সেটাকে শনাক্ত করা যায়নি। পুলিশ দ্রুত আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। বাইক চালক বলেন, আমি রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন পেছন থেকে অটোটি এসে ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার পর অটো চালক পালিয়ে যায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

নেতাজির জন্মদিনে শহিদ মিনারে বিশেষ সমাবেশ সংঘের, কলকাতায় আসছেন মোহন ভাগবত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করা নিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরেই বিতর্কে জড়িয়েছে একাধিক রাজনৈতিক দল। এবার সেখানে জড়িয়ে পড়ল আরএসএস। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, নেতাজির জন্মদিনে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা জানাতে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ। আগামী ২৩ তারিখ কলকাতায় আসছেন সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। শহিদ মিনারে এই সমাবেশ হবে। আর সেই কারণেই ৫ দিনের কলকাতা সফরে আসছেন তিনি। আগামী ১৮ তারিখ রাতে তিনি শহরে পা রাখবেন। রয়েছে একাধিক কর্মসূচি। নতুন বছরে সংঘের একাধিক কর্মসূচি নিয়ে বঙ্গে আসছেন মোহন ভাগবত। মূল কর্মসূচি অবশ্যই ২৩ জানুয়ারি, নেতাজির জন্মদিনে প্রকাশ্য সমাবেশের মাধ্যমে তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। ওই দিন শহিদ মিনারে সমাবেশের আয়োজন করছে সংঘ। সমাবেশে আমন্ত্রিত মহানগরের বিশিষ্টজনরা। থাকবেন সংঘের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের সদস্যরা। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত বঙ্গে এসে যে সব

বিশিষ্টজনের সঙ্গে দেখা করেছেন মোহন ভাগবত, তাঁরা সকলে আমন্ত্রিত শহিদ মিনারের সমাবেশে। জানতে পারা গিয়েছে, ১৯ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত টানা কর্মসূচি রয়েছে সংঘ প্রধানের। এর মাঝে ১৯ এবং ২০ তারিখ তিনি বিশিষ্টজনদের আলোচনায় ডেকেছেন। তাঁদের মত বিনিময় করার কথা। কলকাতার বড় কোনও প্রেক্ষাগৃহে হবে এই সেমিনার। ইজেডসিসি বা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তা হতে পারে। এছাড়া সংঘের একাধিক শাখা সংগঠনের সঙ্গে ভাগবতের বৈঠকের সূচিও রয়েছে। তবে বঙ্গ বিজেপির সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করবেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি। ২৩ তারিখের অনুষ্ঠান সেরে তিনি ফিরে যাবেন, এমনই কথা রয়েছে। এর আগেও বঙ্গ সফরে এসে এখানকার বিশিষ্টজনদের সঙ্গে দেখা করেছেন মোহন ভাগবত। এবার নিজে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে তাঁদেরই একযোগে ডেকেছেন আলোচনা সভায়। এবছর নেতাজির জন্মদিন নিয়ে আরএসএসের এই উদ্যোগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

শিলচর জাতীয় সড়কে পুলিশি অভিযান

হাফলং, ৭ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে ড্রাগসের বিরুদ্ধে অসম পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অসম পুলিশ অভিযান চালিয়ে ড্রাগস সহ পাচারকারীদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হচ্ছে। ডিমা হাসাও জেলায় পুলিশ এক অভিযান চালিয়ে সন্দেহযুক্ত ড্রাগস সহ তিন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। তাদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। ডিমা হাসাও পুলিশের ডিএসপি বরকরি তেরাংয়ের নেতৃত্বে হাফলং থানার ওসি রঞ্জিত শইকিয়া, টিএসআই লক্ষ্মীন্দর শইকিয়া, ট্রাফিক আইসি ঋতুপল শইকিয়া আজ শিলচরহাফলং ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা ও হারাঙ্গাজাওয়ের মধ্যবর্তী স্থানে শিলচর থেকে এএস ১১ ৮০৮৩ নম্বরের একটি অল্টো গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪২টি ছোট কন্টেইনারে ২০ গ্রাম সন্দেহযুক্ত হেরোইন উদ্ধার হয়েছে।

উত্তর পূর্ব রেলে আধুনিক সুরক্ষামূলক এবং ট্র্যাকিং সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে

গোরখপুর, ৭ জানয়ারী ঃ শীতকালে সুরক্ষিত, নিরাপদ রেল ভ্রমণ নিশ্চিত করতে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের শীতকালীন টহল দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিপিএস ট্র্যাকার এবং সরঞ্জামগুলির মতো আধুনিক সুরক্ষামূলক এবং ট্র্যাকিং সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে।রেললাইনে কর্মরত কর্মচারীদের গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে পেট্রোলম্যানদের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। জিপিএস ট্র্যাকারের সাহায্যে পেট্রোলম্যানদের মনিটরিং সহজ হয়েছে। এই ডিভাইসে শর্টকাট বোতাম, রেলওয়ে নিয়ন্ত্রণ, P.W.I. আর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বার্তা পান। যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এই ডিভাইসে কল করে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। পেট্রোলম্যানদের মনিটরিং ip3.rilapp.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে করা হয়। এই অনলাইন মনিটরিং থেকে পেট্রোলম্যানের রিয়েল টাইম অবস্থান, টহল গতি

ইত্যাদি বের করা যাবে। এই সিস্টেমটি উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের তিনটি বিভাগে কাজ করছে, লখনউ, বারাণসী এবং ইজ্জাতনগর, যার মধ্যে লখনউ বিভাগে ৭৭১টি জিপিএস এবং ইজ্জতনগর বিভাগে ৬৪৬টি এবং বারাণসী বিভাগে ৯৩৩টি মোট ২৩৫০টি জিপিএস সহ রয়েছে। টহলদারদের ট্র্যাকার দিয়ে নজরদারি করা হচ্ছে। শীতকালীন টহল দেওয়ার জন্য সমস্ত পেট্রোলম্যানকে পিপিই। সেফটি হেলমেট, মাইনার লাইট, সেফটি জুতা, হাই ভিজিবিলিটি উইন্টার জ্যাকেট, লোমিনাস ভেস্ট, টুল কিট ব্যাগ (১০ ফগ সিগন্যাল, ট্রাই কালার টর্চ, লাল ও সবুজ দুটি পতাকা, তিনটি সেল ইলেকট্রিক টর্চ, নম্বর প্লেট, স্প্যানার, পেট্রোল চার্ট সহ কিট।) ইত্যাদি শীতকালীন টহল কর্মীদের দেওয়া হয়। এই ডিভাইসগুলির সাহায্যে, টহল চলাকালীন ট্র্যাক সম্পর্কিত কোনও ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

৯ জানুয়ারি আলিপুরে 'মাল্টিলেভেল কার পার্কিং'-এর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ পার্কিংয়ের সমস্যা মেটাতে আগামী সোমবার, ৯ জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে ''মাল্টিলেভেল কার পার্কিং''-এর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর অত্যন্ত ব্যস্ততম একটি জায়গা, এখানে গাড়ি রাখার সমস্যা দীর্ঘ দিনের। তাই এই বিষয়টিকে নজরে রেখেই পরিবহণ দফতর এই নতুন গাড়ি পার্কিংয়ের সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হয়। তার পরেই 'মাল্টিলেভেল কার পার্কিং' তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রী এই নতুন 'মাল্টিলেভেল কার পার্কিং'য়ের উদ্বোধন করলেই আলিপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার গাড়ির রাখার সমস্যা ও যানজটের সমস্যাও অনেকটাই মিটে যাবে। কারণ যত্রতত্র গাড়ি পার্কিংয়ের ফলে দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় যানজটের সমস্যা দেখা দিত। তাই আশা করা হচ্ছে, 'মাল্টিলেভেল কার পার্কিং'-এর উদ্বোধন হলেই সেই সমস্যারও সমাধান হবে।
পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গেছে, প্রথম ধাপে এক হাজার গাড়িকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের পরিবহন দফতর একটি নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে যাত্রী পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত সব ধরনের বাণিজ্যিক গাড়িতে আগামী ৩১ মার্চের মধ্যে এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। নাহলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নির্ধারিত সময়ের পরে যে সব গাড়িতে এই যন্ত্রবসানো হবে না সেসব গাড়িকে ফিট শংসাপত্র দেওয়া হবে না। উপরন্তু বিলম্বের জন্য দিনপ্রতি ৫০ টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হবে।

ধান সমেত নৌকা ডুবে গেল রায়দীঘির মনি নদীতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,রায়দীঘি, ৭ জানুয়ারি ঃ এবার শীতের সকালে ঘন কুয়াশায় সুন্দরবনে নৌকাডুবির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো সুন্দরবনের

রায়দীঘিতে।তবে বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচলো সুন্দরবনের মানুষ।তবে কোনো রকমে প্রাণে বাঁচলেন সবাই। দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু হওয়ায় নৌকায় থাকা সকলেই প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। সুন্দরবন এলাকার রায়দিঘির মনি নদীর ঘটনা। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রায়দীঘি থানার পুলিশ। শনিবার সকালে রায়দিঘির সূর্যপুর ঘাটের কাছে এই নৌকাডুবির ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা এলাকা থেকে ধান নিয়ে আসছিল নৌকাটি। তাতে ৩৫০ বস্তা ধানের পাশাপাশি বেশ কিছু মানুষও ছিলেন। চাষিরা এই ধান রায়দিঘি বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসছিল। হঠাৎই রায়দীঘির মনি নদীর সূর্যপুর খেয়াঘাটের কাছে নৌকাটি উলটে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে রায়দীঘি থানার আই সি অমিয় কুমার ঘোষ সহ পুলিশের বিশেষ টিম ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা উদ্ধার কাজে নেমে উদ্ধার করেন সঞ্জয় মল্লিক, কৃষ্ণ মান্না সহ একাধিক মানুষকে। তবে এদিন সন্ধ্য অবধি উদ্ধার কাজ চললেও ডুবে যাওয়া নৌকাটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

হারিয়ে যাওয়া খেলনা উদ্ধার করে ছোট্ট ছেলের মুখে হাসি ফোটালো রেল

মালিগাঁও, ০৭ জানুয়ারি ঃ মিষ্টি একটি বাচ্চা ছেলের হারিয়ে যাওয়া খেলনা খুঁজে দিয়ে তার মুখে হাসি ফোটাল ভারতীয় রেল। ছেলেটি সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ট্রেনে সফর করার সময় নিজের প্রিয় খেলনা হারিয়ে ফেলেছিল। রেল মদদ এর মাধ্যমে এই খবর পেয়ে রেলের আধিকারিকরা ওই ট্রেন থেকে খেলনা খুঁজে বের করে ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে তার হাতে তার খেলনাটি তুলে দেন।
১৯ মাসের একটি বাচ্চাকে নিয়ে তার বাবা মা ০৭০৩০ নম্বর সেকেন্দ্রাবাদ আগরতলা স্পেশাল ট্রেনে যাচ্ছিলেন এবং তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে নিজেদের গন্তব্য স্থানে নামার সময় খেলনাটি হারিয়ে যায়। তাঁদের সহযাত্রী শ্রী ভুসিন পাটনায়েক গোটা সফরে খেয়াল করেছিলেন যে খেলনাটি ওই বাচ্চার কতখানি প্রিয় ছিল। ৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ওই ব্যক্তি ১৩৯ নম্বরে ফোন করে রেল মদদ এর মাধ্যমে জানান যে একটি ছোট্ট বাচ্চা তার প্রিয় খেলনা ট্রাক ভুল করে ট্রেনে ফেলে চলে গেছে। ওই যাত্রী এ কথাও উল্লেখ করেছিলেন যে রেল যদি খেলনাটি ওই বাচ্চাটির পরিবারের

হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে তাহলে খুব ভাল হয়।
রেলের টিম খবর পেয়েই অবিলম্বে ট্রেনটির লোকেশন এবং সেটি পরবর্তী কোন স্টেশনের দিকে পৌঁছচ্ছে তা খুঁজে বের করে। ট্রেনটি তখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের দিকে এগোচ্ছিল। রেল টিম তাই যথা সময়ে স্টেশনে পৌঁছে যিনি খেলনার খবর দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর থেকে খেলনাটি নেয়।
যে বাচ্চাটির খেলনা হারিয়েছিল তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা কঠিন ছিন। কেননা তারা টিকিট কেটেছিল সেকেন্দ্রাবাদের রিজার্ভেশন কাউঃটার থেকে। খোঁজখবর চালিয়ে সেই ফর্মটি খুঁজে বের করা হল, যেটি ওই পরিবার পূরণ করেছিল রিজার্ভেশন টিকিট কাটার জন্য। সেখান থেকেই সব তথ্য বের করা হয়। অবশেষে জানা যায়, বাচ্চাটির বাবার নাম মোহিত রাজা ও মায়ের নাম নাসরিন বেগম। তাঁদের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার কাজিগাও গ্রামে, যা আলুয়াবাড়ি রেল স্টেশন থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। রেল টিম তাঁদের বাড়িতে পৌঁছে বাচ্চাটির হাতে তার খেলনাটি তুলে দেয়।
বাচ্চার বাবা আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন। রেলের টিম যেভাবে তাঁর বাচ্চার মুখে হাসি ফুটিয়েছিল, তা দেখে তিনি রেল মন্ত্রকের দফতরকে নিজের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। খেলনার খবর যিনি দিয়েছিলেন, তিনিও রেলের এই প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৩৯ সংখ্যা, রবিবার, ২৩ পৌষ ১৪২৯

মোদির নোটবন্দি খেলায় কার লাভ হল

সম্পাদকীয়

নোটবন্দি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট নরেন্দ্র মোদিকে স্বস্তি দিয়েছে। পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ ৪-১ রায় দিয়েছে, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর রাতে এক ঘোষণায় ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল বৈধ ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাইরে গিয়ে বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এই নোটবাতিলকে অবৈধ বলেছেন। চারজনের থেকে বেসুরো বেজে বিচারপতি নাগরত্ন মন্তব্য করেছেন, নোটবন্দি ছিল আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার, আর তাই বেআইনি। যে যে লক্ষ্য সামনে রেখে নোটবন্দি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূরণ করা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিভি নাগরত্ন। তাঁর স্পষ্ট কথা, কালোটাকা উদ্ধার, সন্ত্রাসবাদে কালোটাকার ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের জন্যই নোটবন্দির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইনগত দিক থেকে দেখতে গেলে এই সিদ্ধান্ত অবৈধ। আদালত কোনও সিদ্ধান্তর লক্ষ্যের দিকটি মাথায় রেখে নয়, আইনগত দিকটিকে পর্যালোচনা করেই রায় দিয়ে থাকে। এর পাশাপাশি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন। ‘প্রভু, দণ্ডিতের সাথে / দণ্ডদাতা যবে কাঁদে সমান আঘাতে / সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। / যার তরে প্রাণ কোনো ব্যথা নাহি পায় / তার দণ্ডদান প্রবলের অত্যাচার।’ -রবি ঠাকুরে আস্থা রেখে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার বিবেচনা করি, তবে বলতে হবে নোটবন্দি নিয়ে শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ যেটা করেছে, সেটা সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। ধর্মাবতার, আমি হলফ করে বলতে পারি, মোদি সরকার নিজেও ভাবতে পারেনি, তাদের নভেম্বর ২০১৬-র সেই আকস্মিক অবিমৃষ্যকারিতা থেকে এভাবে তারা পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। মারাত্মক ছিল ৮ নভেম্বরের খেলা! মাত্র চার ঘণ্টার নোটিশে যাবতীয় ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট সরকার বাতিল করল। মোদিয় ভাষ্যে বলা হল, এতে নাকি দেশের যত কালো টাকা আছে তা ধরা পড়বে। বাস্তবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসেবেই তা হল না। হবার কথাও নয়। একজন নবিশও জানেন, কালোটাকা নগদে রাখার মতো আহাম্মক আমাদের দেশে নেই। কালোটাকা রাখার জন্য সোনা আছে, সুইস ব্যাঙ্ক আছে, রিয়েল এস্টেট আছে। কেবল আমার-আপনার মতো মাস মাইনের বা ছোটখাটো ব্যবসায়ীর মতো সাধারণ মানুষের অশেষ দুর্ভোগ হল। যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রে (যা আমাদের অর্থনীতিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবেরদের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছিল বহুদিন) কাজ করতেন তাঁরা রাতারাতি কাজ হারালেন। তাঁরা নগদ টাকায় সংসার চালাতেন। নগদ টাকার ব্যবহার কমল। বাড়ল পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। কাজ হারিয়ে, টাকা না পেয়ে তাঁরা হাঁটা দিলেন নিজ নিজ গৃহের দিকে। কিছু মানুষ নোটবদলানোর কাজ নিয়ে দাঁড়ালেন ব্যাঙ্কের সুদীর্ঘলাইনে। ব্যাঙ্কগুলিরও, বিশেষত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, রাতারাতি টাকা ছাপানো, টাকা ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে পৌঁছে দেওয়ার খরচ বাড়ল। আর্থিক ক্ষতি হল দেশের। ভারতীয় অর্থনীতি দুর্বল হল। এটিএমগুলো আগে থেকে উপযুক্ত না করার ফলে নতুন ছাপা টাকা মেশিনে পোরা গেল না। লম্বা লম্বা লাইন পড়ল ব্যাঙ্কের সামনে। বহু মানুষ, বিশেষত বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ মানুষ প্রাণ হারালেন। একটা অরাজকতা, একটা নৈরাজ্য তৈরি হল। আমাদের ট্রাজেডি এটা, শীর্ষ আদালত এই দিকগুলোকে বিবেচনাতেই আনল না। এমনকী, মোদি বড় মুখ করে বলেছিলেন, এসে গেছে নগদহীন অর্থনীতির যুগ। অথচ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ সালের তুলনায় এখন বাজারে নগদের উপস্থিতি প্রায় ৮৩ শতাংশ বেড়েছে। তথ্য দেখাচ্ছে, মার্চ ২০১৭’এ যেখানে বাজারে নগদের পরিমাণ ছিল ১৩.১ লাখ কোটি টাকা, তা ২০২২’এর মার্চে এসে দাঁড়িয়েছে ৩১.৯২ লাখ কোটি টাকায়। আর গত ২৩ ডিসেম্বর তা বেড়ে হয়েছে ৩২.৪২ লাখ কোটি টাকা। তাহলে, নোটবন্দির এই মোদিয় খেলায় কার ঠিক কার লাভ হল ধর্মাবতার? আর সেকারণেই রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করে বলছি, এট একটা বিচার বটে তবে শ্রেষ্ঠ বিচার নয়। কেন বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন ছাড়া অন্য চার পুরুষ বিচারপতির নোটবন্দির ব্যর্থতার দিকটি বিবেচনায় এল না, তা নিয়ে এখনই কিছু বলা সমীচীন হবে না। ভবিষ্যতই বলবে। কেন না, কে কোথায় অবসরের পরে রঞ্জন হয়ে কোন কক্ষে ঢুকে পড়বেন, তা তো এখনই বলা সম্ভব নয়। তবে মান বাঁচিয়েছেন বিচারপতি বি ভি নাগরত্ন। শুধু নোটবন্দির মামলাতেই নয়, ৩ জানুয়ারি মঙ্গলবার নেতা-নেত্রী-সাংসদদের মতো জনপ্রতিনিধিদের কথায় লাগাম টানা নিয়ে মামলাতেও বিরুদ্ধ মত প্রকাশে দ্বিধা করেননি নাগরত্ন। তিনি বলেন, কোনও আইন প্রণেতা তাঁর পদাধিকারের ক্ষমতায় যদি কিছু বলে থাকেন সেজন্য সরকারকে দায় করা যায়। একই সঙ্গে একথাও বলেন, তবে যদি সেই মন্তব্য সরকারের অবস্থানের বিপরীতে যায় সেজন্য সরকারের দায় থাকবে না। বিচারপতি নাগরত্ন মনে করেন, ঘৃণা ছড়ানো মন্তব্য সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে মানুষের মূল্যবোধে আঘাত করে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা ভারতীয়দের কর্তব্য। এই মামলার রায়ে নিজের মন্তব্যে নাগরত্ন সেলিব্রিটিদেরও টেনে আনেন।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ সাধক হলেন বামাক্ষ্যাপা (১৮৪৩-১৯১১) তিনি মন্দিরে পূজা করতেন এবং শ্মশানে সাধনা করতেন। তিনি ছিলেন উনিশ শতকের অপর প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসের সমসাময়িক। অল্প বয়সেই তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং কৈলাসপতি বাবার সান্নিধ্যে তন্ত্রসাধনা শুরু করেন। পরে তিনি সমগ্র তারাপীঠের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। ভক্তেরা তাঁর কাছে আশীর্বাদ বা আরোগ্য প্রার্থনা করতে আসত। কেউ কেউ আবার শুধুই তাঁকে দর্শন করতে আসত। তিনি মন্দিরের নিয়ম মানতেন না। একবার নৈবেদ্য নিবেদনের পূর্বে খেয়ে ফেলে তিনি পুরোহিতদের রোষ দৃষ্টিতে পড়েছিলেন। শোনা যায়, এরপর তারাদেবী নাটোরের মহারানিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে দেবীর পুত্র বামাক্ষ্যাপাকে প্রথমে ভোজন করাতে আদেশ দেন। এরপর থেকে মন্দিরে দেবীকে নৈবেদ্য নিবেদনের পূর্বে বামাক্ষ্যাপাকে ভোজন করানো হত এবং কেউ তাঁকে বাধা দিতেন না।

পেলে সবসময় রাজাই থাকবেন

বিশেষ প্রতিনিধি

ফুটবল বিশ্বের সবচে জনপ্রিয় খেলা। এত মাতামাতি আর কোনো খেলা নিয়ে হয় না। মাত্র ক’দিন আগে কাতার বিশ্বকাপ শেষ হলো। এর আনন্দের রেশ এখনো রয়ে গেছে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ শুধু আর্জেন্টিনাতেই নয়, ভারতও ছিল মাতোয়ারা। ফুটবল নিয়ে এই যে উন্মাদনা সেটি এমনি এমনি হয়নি। এক সময় ফুটবল নিছক একটা খেলাই ছিল। কিন্তু একে অসাধারণ করেছেন পেলে। তার পায়ের জাদুকরী ছোঁয়ায় বদলে যায় ফুটবল। এই ফুটবল কিংবদন্তি পেলের কারণেই ব্রাজিল আজ বিখ্যাত। ব্রাজিলে তিনি ‘কালো মানিক’ হিসেবে খ্যাত। ফুটবলের রাজা পেলে আর নেই। মর্ত্যলোক থেকে তিনি বিদায় নিয়েছেন। বিদায়ী বছরের ২৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সাও পাওলোর আলবার্ট আইনস্টাইন হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন এই ফুটবল কিংবদন্তি। তার মৃত্যুতে ফুটবল দুনিয়া শোকাভিভত। ফুটবলারই শুধু নয়, সাধারণ মানুষ এবং সর্বপর্যায়ের তারকারাও শোক পালন করছেন পেলের জন্য। পেলে সমাহিত হন জন্মস্থান সাও পাওলোয়। তার শেষ ইচ্ছা ছিল তাকে যেন প্রিয় ক্লাব সান্তোসের প্রাঙ্গণে ঘরের স্টেডিয়ামে নেয়া হয়। তার সেই ইচ্ছাটাই পূরণ করেছে ব্রাজিল কর্তৃপক্ষ। আলবার্ট হাসপাতাল থেকে তার মরদেহ সোমবার ও মঙ্গলবার সর্বস্তরের মানুষের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রাখা হয় সান্তোসের ভিলা বেলমিরো স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামেই গোলের পর গোল করেছেন পেলে। এরপর শবযাত্রা করে পেলে সমাহিত হন ১৪ তলাবিশিষ্ট মেমোরিয়াল নেকরোপোল একিউমেনিকাতে। পেলে সর্বকালের সেরা ফুটবলার। এ নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই। মারাদোনাও বলে গেছেন ফুটবলে পেলেই সর্বকালের সেরা। সাও পাওলোর এক দারিদ্র্যপীড়িত বস্তিতে তার জন্ম। একটি ফুটবল কেনার সামর্থ্যও ছিল না। সেখানকার রাস্তায় মোজা মুড়িয়ে বল বানিয়ে কিংবা জাম্বুরা দিয়ে ফুটবল খেলতেন তিনি। কিন্তু ১৫ বছর বয়সে এই কিশোরই সান্তোসের মূল দলে গোলের পর গোল করেছেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ব্রাজিলের জাতীয় দলে স্থান করে নিয়েছেন। আর ১৭ বছর বয়সে ১৯৫৮ বিশ্বকাপে চার ম্যাচে ৬ গোল করে ব্রাজিলকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ। তিনিই বিশ্বকাপজয়ী সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। ব্রাজিলের কোচ সালাদানাকে এক ক্রীড়ালেখক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ব্রাজিলের সেরা গোলকিপার কে? সালাদানা বলেছিলেন, ‘পেলে’। ক্রীড়া লেখকের আবার প্রশ্ন, সেরা রাইটব্যাক কে? এবারো উত্তর ‘পেলে’। মোটামুটি দলের অর্ধেক পজিশনে পেলের নাম বলার পর সালাদানা খানিক হেসে বলে ফেলেন, ‘পেলে যেকেনো পজিশনেই বিশ্বের সেরা ফুটবলার।’ এখন পর্যন্ত তিনবার বিশ্বকাপজয়ী একমাত্র ফুটবলার পেলে। তার প্রতি সম্মান জানিয়ে সান্তোস জানিয়েছে ১০ নম্বর জার্সি তারা পেলের নামে রেখে দেয়ার চিন্তা করছেন। এটা পেলের জার্সি হিসেবেই সংরক্ষিত থাকবে। যদিও ব্রাজিলের সাদা পেলে হিসেবে

পরিচিত ফুটবলার জিকোর মতে এটা করা ঠিক হবে না। কারণ যেসব খেলোয়াড় ১০ নম্বর জার্সি গায়ে জড়িয়ে খেলবেন, তারা সবাই পেলে হতে চাইবেন। এটাও তো তার প্রতি সম্মান। কী সিদ্ধান্ত নেয় সান্তোস ক্লাব এটাই এখন দেখার বিষয়। পেলের মা এখন হাসপাতালে শয্যাশায়ী। পেলের মৃত্যুর খবর এখনো তাকে জানানো হয়নি। পেলের নাম মা দিয়েছিলেন ‘ডিকো’। এই নামেই পরিবার এবং প্রতিবেশীরা ডাকতেন তাকে। পেলে নামটা এসেছে স্কুলের বন্ধুদের কাছ থেকে। ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ভাস্কো দা-গামার গোলরক্ষক ‘বিলে’ ছিলেন পেলের প্রিয় খেলোয়াড়। কিন্তু মুখের জড়তার কারণে ‘বিলেকে’ ‘পেলে’ বলতেন। বন্ধুরা এ থেকেই তাকে ‘পেলে’ ডাকতে শুরু করেন। সেই থেকে তিনি পেলে। সেই পেলেই বিশ্বে গড়েছেন ফুটবলের অসাধারণ সব কীর্তি। অশ্রুজলে বিশ্ব তাকে জানিয়েছে শেষ বিদায়। বিদায় ফুটবলের রাজা পেলে। রাশিয়া বিশ্বকাপে ফ্রান্সের ১৯ বছর বয়সী কিলিয়ান এমবাপে পেলের অনেক রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন। পেলে তাকে আরো উৎসাহিত করতে আদর করে টুইট করেন ‘কিলিয়ান যদি এভাবে আমার একের পর এক রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলতে শুরু করে তাহলে আমাকে হয়তো আবার বুটজোরার ধুলো মুছে নামতে হবে।’ এমবাপে পেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ফিরতি টুইট করেন, ‘রাজা সব সময় রাজাই থাকবেন।’ খুব সত্য কথা। ফুটবলে পেলে সব সময় রাজাই থাকবেন। মারাদোনার মৃত্যুর পর পেলে বলেছিলেন, ‘স্বর্গে আমরা একসাথে ফুটবল খেলবো।’ সেই সুদূরে মারাদোনার কাছেই চলে গেলেন পেলে। ব্রাজিলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের সাথে যে ব্রাজিলীয় খেলোয়াড়ের পক্ষে ‘বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার’ হওয়ার গৌরব জোটে তার নাম পেলে। টিমের সবচেয়ে কম বয়সি ও সবচেয়ে আন্ডার রেটের খেলোয়াড় পেলের ভাগ্যে তখন এ সম্মান ছিল অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত। চিতা বাঘের মতো তেজোদীপ্ত শরীরের অধিকারী পেলের আসল নামল এডসন অ্যারান্টেস দো নাসিমেন্টো। সেবার বিশ্বকাপে প্রথম দু’ম্যাচে বসে থাকার পর সতীর্থ মাজালোর স্থানে খেলতে নেমে পেলে সে সময়ে বিশ্বকাপের সবচেয়ে কম বয়সী গোলদাতা ও হ্যাটট্রিক অর্জনকারী খেলোয়াড় ছাড়াও ফাইনালে দলের ৫-২ গোলে জয়লাভ করেন। ফাইনালে তার দু’টি গোল পেলেকে এই অভাবিত সম্মানের অধিকারী করে। আয়োজক সুইডেনের বিরুদ্ধে তার দু’টি গোলের প্রথমটি অনিন্দ্য সুন্দর ও শিল্পের ছাপ থাকায় তা ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড মিলারকে মোহাবিষ্ট ও চমৎকৃত করে। তার রিপোর্টেই পেলেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার হিসাবে অভিহিত করা হয় যা পরে সারা বিশ্ব মেনে নিতে দ্বিধা করেনি। পেলে মোট চারটি বিশ্বকাপ খেলে তিনটিতে জয়ী হয়ে জুলে রিমে বিশ্বকাপ নিজেদের করে নেন। আসলে প্রতি চার বছর অন্তর বিশ্বকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট জয় তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। ১৯৫০ সালে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল পাগল দেশ ব্রাজিল টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠে। তাদের ছন্দ ও আনন্দময় খেলা ব্রাজিলের ফাইনাল জয় আনুষ্ঠানিক হিসাবে মনে করা হয়। অথচ নিজ মাঠ (মারকানা স্টেডিয়াম) ও নিজ দেশের রেকর্ড সমর্থকদের সামনে ১৯৫০ সালে প্রতিবেশী উরুগুয়ের কাছে ফাইনালের ০-১ গোলের অপ্রত্যাশিত ও নাটকীয় হার ব্রাজিলকে শোকসাগরে ডুবিয়ে দেয়। নিজের দেশ ও দর্শককের সামনে তারা যা পারেনি, ভিনদেশ সুইডেনের মাটিতে স্বাগতিক দেশকে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত করে ব্রাজিলের প্রথম বিশ্বকাপ জয় ছিল অনেক আশার প্রতিফলনও বটে। গ্যারিঞ্চা, ভিডি, ভাভা, পেলে ও জাগালো-ব্রাজিলের এই পাঁচ ফরোয়ার্ডের মধ্যে পেলে সবচেয়ে কম বয়সীই শুধু নয়, কম খ্যাত হয়ে হঠাৎ করে বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের পাওয়া সম্মান তাকে এমনভাবে প্রদীপ্ত করে তোলে, ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনীয় দিয়েগো মারাদোনার আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত তা অক্ষুণ্ণ থাকে। ফরোয়ার্ডে লেফট-ইনের খেলোয়াড় পেলের অসামান্য প্রতিভা ও সামর্থ্যের ছাপ দেখা গিয়েছিল ’৫৮ বিশ্বকাপের ফাইনালে। সতীর্থ নিলটন স্যান্টোসের কাছ থেকে পাওয়া বল প্রতিপক্ষ পার্লিংয়ের মাথার ওপর দিয়ে লব করে তা মাটিতে পড়ার আগেই দুরন্ত ভলিতে দর্শনীয় গোল পেলেকে হঠাৎ করেই এক ‘ফুটবল জাদুকরে’ পরিণত করে। ১৯৫৮-র পর চিলিতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ব্রাজিলের টানা বিশ্বকাপ জয়েও পেলের সৌকর্যময় নৈপুণ্য ও গোল করার সাবলীলতা দীপ্যমান হয়ে ওঠে-যদিও ইনজুরির জন্য ফাইনাল সবশেষ দু’টি ম্যাচে তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ব্রাজিল দল তেমন শক্তিশালী না থাকায় পেলে বা ব্রাজিল কারো ঔজ্জ্বল্য তেমন প্রতিভাত হয়নি। মেক্সিকোয় ১৯৭০ সালে ব্রাজিল তাদের বিশ্বকাপের সেরা দল পাঠিয়ে যে ফুটবল পরাক্রম দেখায় তা শুধু ঐতিহাসিকই নয়, নৈপুণ্যের ঝলকে ভুবন মোহিনীও বটে। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ টিম ইতালিকে ফাইনালে ৪-১ গোলে হারিয়ে যে সৌকর্যের ছাপ ফেলে তাতে সাম্বা নাচিয়ে ব্রাজিলীয় দলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কারো দ্বিমত থাকে না। ফুটবলের দেশ ব্রাজিল ও তার খেলোয়াড় পেলেকে ফুটবলের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন হিসেবে মেনে নিতে কেউ কসুর করেনি। তার সুদীর্ঘ ও বর্ণিল খেলোয়াড়ি জীবনে কত অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা জিতেছেন-যার মধ্যে রয়েছে বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের ‘গোল্ডেন বল-১৯৭০’, ওয়ার্ল্ড সকারে বিংশ শতকের সেরা খেলোয়াড়-১৯৯৯ ও তার মনোনীত সর্বকালের সেরা একাদশের খেলোয়াড় সম্মাননা। বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেরা খেলোয়াড়ের সিলভার বল-১৯৫৮। বিংশ শতাব্দীর সেরা দল-১৯৯৮। বিশ্ব খেলাধুলার সবচেয়ে বড় পুরস্কার-লরীয়াস ক্রীড়া পুরস্কারের আজীবন সম্মাননা-২০০০। ফিফার শতাব্দী সেরা ফুটবলার (মারাদোনার সাথে যুগ্মভাবে)-২০০০ সালে। ফিফা অর্ডার অফ মেরিট ১৯৮৪। বিবিসির বর্ষসেরা ক্রীড়া ব্যক্তির আজীবন সম্মাননা-২০০৫। সাথে পেয়েছেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (১৯৯৯), রয়টার্স (১৯৯৯), ইউনিসেফ (১৯৯৯) ও লেইকুইপের শতাব্দী সেরা (১৯৮১) পুরস্কার। ব্রাজিলের হয়ে চারটি (১৯৫৮-৭০) বিশ্বকাপে খেলে তিনটিতে (৫৮,৬২,৭০) শিরোপা জয় ছাড়াও আরো বহু কাপ ট্রফি বা সম্মাননা লাভ করেন।

চিন-আরব বিশ্ব বাইডেন-শি

বিশেষ প্রতিনিধি

সৌদি আরব প্রথম আরব-চিন শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করল গত ৯ ডিসেম্বর ২০২২, যা মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের জন্য বেইজিংয়ের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিও একটি বিরল ঘটনা। এই শীর্ষ সম্মেলন সমস্ত আরব রাষ্ট্র ও চিনকে একত্রিত করেছে। অনেক পর্যবেক্ষকই চিনের শি জিনপিংয়ের সাফল্যের কথা বলেছেন ও ছয় মাস আগে বাইডেনের মধ্যপ্রাচ্য, রিয়াদ সফরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তখন বাইডেন ইসরাইলের পক্ষে লবিং করে সৌদি আরব সফর করেছিলেন। দীর্ঘ দিন ধরে পশ্চিমী বিশ্লেষকরা বলে আসছেন, চিনা কূটনীতি কেবল মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সফল হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্যের কথা বলতে গেলে, বেইজিংয়ের এই অঞ্চলে তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। পশ্চিমীরা শত বছর ধরে তথ্য-উপাত্ত ও রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে যে ছক ও পরিকল্পনা করেছে বেইজিং তা পারবে কেন? তারা মনে করেন, আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্কোন্নয়নও চিনের পক্ষে সম্ভব নয়, কৌশলগত বন্ধনের সম্ভাবনাও নেই। এমন একটি কাটছাঁট সিদ্ধান্ত ইদানীং সমাপ্ত হয়েছে। চিনের বিষয়ে জো বাইডেন ট্রাম্পের চেয়েও আরো বেশি বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন বলে মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মহম্মদ বলেছিলেন। ড. মাহাথির যুক্তরাষ্ট্রের একজন বড় সমালোচক। বিশেষত ইসরাইলকে সহায়তা করার জন্য তার এই সমালোচনা। তবে তিনি বাইডেনের প্রশংসা করে বলেন, তার সময় অনেক সম্পর্কের উন্নতি হবে যা ট্রাম্পের আমলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ১২ বছর আগে, জো বাইডেন যখন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি তার নাতনী নাওমিকে নিয়ে দুপুরের খাবারের জন্যে ‘চাওগান’ রেস্টুরেন্টে ঢোকেন। চিনের এই রেস্টুরেন্টটি পর্যটকদের কাছে প্রিয়। শি জিনপিং তখন চিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। বলতে গেলে তিনি সর্বক্ষণ বাইডেনকে সঙ্গ দিয়েছেন, বাইডেনের হাসিমাখা ছবি অনেকবার চিনা পত্রিকায় ছাপা হয়। বাইডেন ২০১১ সালে ছয় দিনের চিন সফরে ছিলেন। ওবামা প্রশাসন লম্বা সফরের ব্যবস্থা করে যাতে শি’র সাথে বাইডেন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে পারেন। এই সফরে দু’ব্যক্তিত্ব ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটান বলে পত্রিকায় খবর

প্রকাশিত হয়। ছয় দিনের সফরে তিন দিন জো বাইডেন রাজধানীতে কাটান এবং শি’র সাথে দফায় দফায় কথা বলেন। পুরো সফরেই শি জিনপিং কাউন্টারপার্ট হিসেবে বাইডেনকে সময় দিয়েছিলেন। চিনের পত্র-পত্রিকায় তাদেরকে ‘দুই বন্ধু’ উল্লেখ করেও নিবন্ধ ও ছবি ছাপা হয়। আজ সময়ের পরিবর্তনে দু’জন দুপ্রান্তে। এখন কেউ কাউকে বন্ধু বলেন না। শি জিনপিংয়ের মধ্যপ্রাচ্যে সফর ও সৌদি আরবের নেতৃত্বের সাথে খোলাখুলি বৈঠক অনেক বিস্মিত প্রতিফলনকে মুছে দিয়েছে। আরব বিশ্বের অবিসংবাদিত আঞ্চলিক নেতা, সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সৌদের আমন্ত্রণে চিন-আরব রাষ্ট্র শীর্ষ সম্মেলন ও চিন-উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ ফোরামে অংশগ্রহণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি রিয়াদ ভ্রমণ করেন। ধনী আরব বিশ্বে প্রভাব সম্প্রসারণ ও প্রতিযোগিতামূলক সংগ্রামের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেও পশ্চিমীদের বিশাল প্রাচীর ভেঙে চিন প্রবেশ করতে পারছিল না। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে প্রথম বিদেশ সফরে সৌদি আরব গিয়েছিলেন। মহম্মদ বিন সালমানের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল। বাইডেনও গুরুত্বপূর্ণ সফরে সৌদি আরব ও মধ্যপ্রাচ্য সফর করেন কিন্তু প্রিন্স সালমানের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়। বিশ্বের বড় মাথাদের প্রচুর কালো সোনা দরকার। তাই সৌদি আরব ও তেল সংস্থাগুলোর সাথে বন্ধুত্ব করা পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষ দিক। কিছু অমিল হলেই সবাই এই সোনায় হাত দেয় ফলে এই অঞ্চল বহু দশক ধরে বিরোধ ও সশস্ত্র সঙ্ঘাতের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়ে আছে। কিছু কিছু বিশ্লেষক অনেক দিন ধরে বলে আসছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অপরিশোধিত তেল দখলের লড়াই। এমনকি ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর পার্ল হারবারে আমেরিকান নৌঘাঁটিতে জাপানি বিমানের ব্যাপক আক্রমণ, যে প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের সূচনা করেছিল, সেটিও তেলের কারণের সাথে যুক্ত। ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের তেলসমৃদ্ধ দ্বীপগুলো দখল করার জাপানের আকাঙ্ক্ষা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশকে যুদ্ধ বলয়ে টেনে আনে। এটি আশ্চর্যজনক নয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে তার সম্প্রসারণকে এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করার চেষ্টা করেছিল যে, তেল যেকোনো দেশের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এই মূল্যবান সম্পদ যথেষ্ট ছিল না। ২০১০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র বিদেশী বাজারে তার তেলের প্রায় ৬০ শতাংশ কিনেছিল। মার্কিন তেল ও গ্যাস শিল্পে শেল এই ইস্যুতে গুরুতর সমন্বয় সাধন করেছে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই বিশ্ব বাজারে তেলের বৃহত্তম সরবরাহকারী হয়ে ওঠার পরে বা পারস্য উপসাগরে মার্কিন নির্ভরতা হ্রাসের পরে। ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ও এই অঞ্চলের দেশগুলোর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমর্থন হ্রাস করতে শুরু করেন। এর ফলে ধীরে ধীরে প্রথমে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে এবং পরে জো বাইডেনের আমলে পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক কমতে শুরু করে। চিনা দক্ষতার সাথে এই পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। বিশেষ করে ডিসেম্বরের শুরুর দিকে চিনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত ‘নতুন যুগে চিন-আরব সহযোগিতা’ শীর্ষক বিশাল প্রতিবেদনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে জোর দেয়া হয়েছে, চিন ও আরব রাষ্ট্রগুলো ইতিমধ্যে সার্বভৌমত্বের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা, অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা ও ক্ষমতার রাজনীতি এবং আধিপত্যবাদ প্রতিরোধের অনুরূপ অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে কার্যত কৌশলগত পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করা গেছে। এটি উল্লেখ করা উচিত, চিন বেশ দীর্ঘ সময় নিয়ে আস্তেধীরে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যবাদ ধারণার বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আর তাই, আরব দেশগুলোর সাথে একত্রে আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রতিহত করার ওপর বেজিংয়ের বিশেষ জোর আরব বিশ্বের সাথে সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে চিনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করেছে। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চিনের ওপর সাম্প্রতিক তীব্র আক্রমণ এবং আরব দেশগুলোর বিরুদ্ধে ওয়াশিংটনের নানাবিধ নির্দেশনায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর উন্মুক্ত প্রত্যাখ্যান, চিনের এগিয়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। *ক্রমশ...*

অধ্যাপকের সাসপেনশন প্রত্যাহার করে, পুনঃযোগদানের নির্দেশ দিতে বাধ্য হলো বিশ্বভারতী

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৭ জানুয়ারি ঃ এক অধ্যাপকের সাসপেনশন প্রত্যাহার করে, পুনঃযোগদানের নির্দেশ দিতে বাধ্য হল বিশ্বভারতী। আদালতের নির্দেশ মেনে রবীন্দ্র সঙ্গীত নৃত্য ও নাটক বিভাগের অধ্যাপক রাজেশ বেনুগোপালকে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিশ্বভারতী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। নিজের খাম খেয়ালিপনায় একের পর এক মামলায় বিশ্বভারতীর অর্থ শ্রাদ্ধ করতে কর্তৃপক্ষ ডিভিশন বেঞ্চে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানেও কিছু দিন আগেই মুখ পোড়ে। এরপর বিশ্বভারতী সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে, এই আশঙ্কা থেকেই চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টে ক্যাভিয়েট করেন অধ্যাপক রাজেশ বেনুগোপাল। এর ফলে কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি অধ্যাপক বেনুগোপালের সাসপেনশন প্রত্যাহার এবং সাথে সাথে কাজে যোগদানের নির্দেশ দিতে বাধ্য হন বর্তমান উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। ইতিমধ্যে সিঙ্গেল বেঞ্চে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছেন অধ্যাপক বেনুগোপাল। এরপর ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়কে কার্যত বহাল রাখায় মামলাবাজ উপাচার্য সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারতেন। কিন্তু অধ্যাপক বেনুগোপাল ক্যাভিয়েট করায়, সে রাস্তা বন্ধ। তাছাড়া ফের আদালত অবমাননার কেস খেতে পারেন, সেই কারনে পিঠ বাঁচাতে উপাচার্যর বর্তমান নির্দেশ, বলে মনে করছেন অধ্যাপকদের একাংশ। অধ্যাপক বেনুগোপালের আইনজীবী পুস্পল চক্রবর্তী এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেন। উল্লেখ্য, বিগত বছরের তিরিশে মার্চ কলকাতা উচ্চ আদালতের সিঙ্গেল বেঞ্চ রায়দানে পরিষ্কার বলে যে অধ্যাপক বেনুগোপালের বিরুদ্ধে শৃংঙ্খলা ভঙ্গের বিচার কর্মসমিতি দেখতে পারে। কর্মসচিব উপাচার্যর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এমন নির্দেশ দিতেই পারেন না এবং বিশ্বভারতীর স্ট্যাটুয়েটের সঙ্গে তার কোনো সঙ্গতি নেই। তারপর সিঙ্গেল বেঞ্চের নির্দেশে বিশ্বভারতী যোগ দিতে গেলেও, তাঁকে যোগ দিতে না দেওয়ায়, তিনি আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেন। এদিকে বিশ্বভারতী সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আপীল করেন সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়ের উপর স্থিতাবস্থা চেয়ে। যদিও বিগত বছরের ২৯ নভেম্বর ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গেল বেঞ্চের রায়ে স্থিতাবস্থা না দিয়ে তা কার্যকর করতে নির্দেশ দেয়। উল্লেখ্য, কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে ২০২১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারিতে শোকজ নোটিশ ধরানো হয় সঙ্গীত ভবনের নাটক বিভাগের অধ্যাপক রাজেশকে বেনুগোপালকে। সেই বৎসর ২৭ ফেব্রুয়ারি চার্জশিট দেওয়া হয় অধ্যাপকের বিরুদ্ধে। ২০২১ সালের ১৩ মার্চ তাঁকে সাসপেন্ড করে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তার প্রেক্ষিতে অধ্যাপক ন্যায়বিচার চেয়ে কলকাতা উচ্চ আদালতে মামলা করেন। তারপর বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনে অধ্যাপক রাজেশ (কে) বেনুগোপালকে কাজে কাজে যোগ দেওয়া সহ সমস্ত সুযোগ সুবিধা এবং বকেয়া মেটাতে হবে বলে বিশ্বভারতীকে নির্দেশ দেন কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারক মৌসুমী ভট্টাচার্য্য। অধ্যাপক বেনুগোপাল নিজে গিয়ে কাজে পুনরায় যোগদানের জন্য চিঠি জমা দেন কর্তৃপক্ষের কাছে। বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপক রাজেশ (কে) বেনুগোপালকে কাজে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোনো সদিচ্ছা চোখে পড়ে নি। ২০২১ সালের ১১ এপ্রিল তারিখে সাসপেন্ডেড কর্মী হিসেবে বিবেচিত বলে জানাতে পত্র পাঠান অধ্যাপক বেনুগোপাল। এক বিশেষ প্রয়োজনে আবেদনের ভিত্তিতে স্টাডি লিভ চাইতেই ২০২১, ৪ মে তা না মঞ্জুর করে বিশ্ববিদ্যালয় এই যুক্তিতে যে যেহেতু অধ্যাপক বেনুগোপাল সাসপেন্ডেড, তাই তাঁকে স্টাডি লিভ দেওয়া যাবে না। কাজে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে উচ্চ আদালতের নির্দেশ বহাল থাকা সত্ত্বেও, বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক বেনুগোপালকে কাজে যোগ দিতে দেয় নি। সেক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্তি ছিল যে আদালতের ঊর্ধ্বতন বেঞ্চে এই রায়ের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাজেশ কে বেনুগোপাল বিশ্বভারতী এবং অন্যান্য মামলায় কলকাতা উচ্চ আদালতে অধ্যাপকের বিরুদ্ধে চার্জশিট এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিবের সমস্ত পদক্ষেপ বাতিল করে দেয় আদালত।

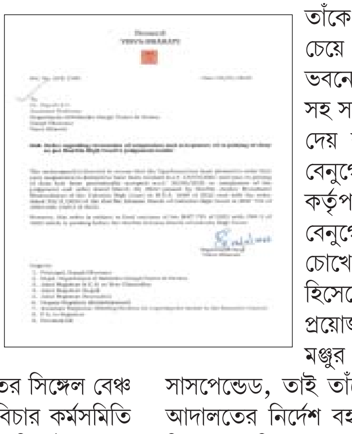

বইছে শৈত্যপ্রবাহ, জবুথবু অবস্থা ডুয়ার্স সহ জলপাইগুড়িবাসীর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ জানুয়ারি ঃ গত চারদিন ধরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ -১০ ডিগ্রির সেলসিয়াসের নিচে ঘোরাফেরা করছে। শুক্রবার ভোরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ ছিল অনেকটাই কম। আজও ঠান্ডার প্রকোপ যথেষ্টই। এদিন ভোর থেকেই বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। ভোর তিনটে থেকেই হিমেল হাওয়ার কাঁধে চেপে কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন গ্রামের পাশাপাশি গোটা ডুয়ার্স এলাকা জুড়ে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। ডুয়ার্সের বানাঞ্চলের চিত্রও একইরকম রয়েছে। জানা গেছে এদিন তাপমাত্রার পারদ ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে। তাপমাত্রার পারদ নিচে নামার সঙ্গে এবার পৌষের শীতও যেন জাঁকিয়ে বসেছে। এই শীতের মধ্যেই জীবন জীবিকার টানে পথে নেমেছেন অনেকে।

বেলাকোবা বনদপ্তরের অভিযানে উদ্ধার প্রায় লক্ষ টাকার বার্মাটিক কাঠ, গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি ঃ গৌহাটি থেকে কলকাতায় পাচারের সময় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শনিবার সকালে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের পানিকৌড়ি এলাকা থেকে একটি ১৪ চাকার লরি আটক করে বেলাকোবা বনদপ্তর। সেই গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার বার্মাটিক কাঠ। জানা গেছে গৌহাটি থেকে কলকাতায় পাচার করা হচ্ছিল কাঠগুলি। এই ঘটনায় গাড়ির চালক রিতেশ কুমার জহুরী কে গ্রেপ্তার করেছে বনদফতর। সে রায়পুর ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা। ধৃতকে রবিবার জলপাইগুড়ির আদালতে পাঠানো হবে।

চোর সন্দেহে রাতভর গণপিটুনিতে মৃত ব্যক্তি, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ জানুয়ারি ঃ চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে মৃত্যু এক ব্যক্তির। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের জরুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশি পদক্ষেপের প্রতিবাদে রাজ্য সড়ক অবরোধ স্থানীয়দের। নিহত ভরত টুডু। বছর তিপ্পান্নর ওই ব্যক্তি মুর্শিদাবাদের লালবাগের নবগ্রামের পলসন্ডা মোড়ের জলুখার বাসিন্দা। রঘুনাথগঞ্জের জরুরের বাসিন্দা আবেদা বিবির অভিযোগ, শুক্রবার রাতে ভরত তাঁর দোতলায় ওঠে। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। বেশ কিছু মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে বলেও অভিযোগ। রাতেই চিৎকার শুরু করেন আবেদা বিবি। তা কানে যায় স্থানীয়দের। আবেদা বিবির বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে যান সকলে। অভিযোগ, এরপর ভরতকে ঘিরে ধরে চলে বেধড়ক মারধর। এরপর জরুর মোড়ে রাজ্যসড়কের কাছে ভরতের দেহ ফেলে রেখে দেওয়া হয়। শনিবার সকালে পুলিশ রাজ্যসড়কের পাশে দেহ পড়ে রয়েছে বলে খবর পায়। পুলিশ তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২ জনকে আটক করেছে পুলিশ। এদিকে, পুলিশি পদক্ষেপের প্রতিবাদে সরব এলাকার মানুষজন। রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। তার ফলে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ভোগান্তির শিকার হন যাতায়াতকারীরা।

হাতির তাণ্ডব আলু ক্ষেতে, জাতীয় সড়ক অবরোধ চাষীদের

দুরন্ত বার্তা, গড়বেতা, ৭ জানুয়ারি ঃ আলু জমিতে অবাঞ্ছিত হাতির উপদ্রবে নষ্ট হয়েছে ফসল। এর প্রতিবাদে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতার রূপনারায়ণ ডিভিশন এলাকার চাষীরা ক্ষোভে শনিবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন। চাষীদের অভিযোগ, বন দফতর দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন দিনের বেশি সময় ধরে একটি হাতির দল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রূপনারায়ণ ডিভিশনে তাণ্ডব চালাচ্ছে। ওই তিন দিনে কয়েকশো বিঘা আলু চাষের জমি নষ্ট করেছে হাতির দলটি। তাছাড়া বাড়ি ভাঙচুর করা, গবাদি পশু মেরে ফেলেছে। শনিবার সকাল থেকে এই অবরোধ চলে। যার জেরে গড়বেতার ধাদিকা এলাকায় ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে শুরু হয়েছে তীব্র যানজট । এদিন সকালে গড়বেতার ধাদিকা এলাকায় আলুর জমিতে ৪০ টির বেশি হাতি তাণ্ডব চালিয়েছে বলে দাবি স্থানীয় কৃষকদের। সারা রাত ধরে সেই হাতির পালকে আলু জমি থেকে তাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কৃষক ও হুলা পার্টির সদস্যরা। সকালে দেখা যায় নতুন করে কয়েকশো বিঘা আলুর জমির তছনছ হয়ে গেছে। হাতির পালও এলাকা ছাড়েনি। গ্রামবাসীর দাবি, বন দফতর কৃষকদের এই বিপদ থেকে উদ্ধারের উদ্যোগ নেয়নি।

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে শুরু হলো ওয়ার্ড উৎসব গীত অঞ্জলি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি ঃ শনিবার থেকে শুরু হল পুরনিগমের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসব গীত অঞ্জলি। এদিন ওয়ার্ডের মিত্র সম্মেলনী হলের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শুভযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঞ্জুশ্রী পাল, প্রাক্তন কাউন্সিলর নান্টু পাল, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, পুরসভার বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। এদিন শোভাযাত্রাটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। একাধিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আগামী ২২ জানুয়ারি এই ওয়ার্ড উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে।

নন্দীগ্রাম দিবসে ভাঙাবেড়া এলাকাজুড়ে তৃণমূলের মোমবাতি মিছিল

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ৭ জানুয়ারি ঃ নন্দীগ্রাম দিবসে মোমবাতি মিছিল করে ভোরবেলা ভাঙাবেড়ায় শহিদ বেদিতে মাল্যদান তৃণমূলের। শনিবার ভোর সাড়ে চারটেয় মিছিল করে শ্রদ্ধা জানান হয় শহিদ বেদিতে । কুয়াশার চাদরে ঢাকা চতুর্দিক। হাড়হিম করা ঠান্ডা। ঘড়ির কাঁটায় ভোর সাড়ে চারটে হবে। নন্দীগ্রাম দিবসে কাকভোরে ভাঙাবেড়া এলাকাজুড়ে মোমবাতি মিছিল তৃণমূলের। শহিদ বেদিতে মাল্যদানও করা হয়। ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, মন্ত্রী অখিল গিরি-সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। গ্রামবাসীদের মনে এখনও টাটকা ২০০৭ সালে জমি আন্দোলনের ক্ষত। তাই ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে শহিদ স্মরণে অনুষ্ঠানে শামিল হন গ্রামবাসীরাও। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি লালগড়ের নেতাই গ্রামে সিপিএম নেতা রথীন দণ্ডপাটের বাড়ি থেকে নির্বিচারে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। তাতে নয়জনের মৃত্যু হয়। জখম হন ২৪ জন। তারপর থেকে এই দিনটি শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে তৃণমূল।

আগামী ৯ তারিখ থেকে দার্জিলিং জেলা সমতলে শুরু হচ্ছে হাম-রুবেলা টিকাকরণ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি ঃ হাম-রুবেলার দূরীকরণে পদযাত্রা। আগামী ৯ তারিখ থেকে হাম-রুবেলাকে দূরীকরণ করতে দার্জিলিং জেলা সমতলে শুরু হচ্ছে টিকাকরণ। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে এদিন এক পদযাত্রা আয়োজন করা হয়। শিলিগুড়ি পুরনিগম উদ্যোগে ও শহরের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে পুর নিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য ও পড়ুয়ারা। শনিবার পদযাত্রাতে অংশগ্রহণ করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, স্বাস্থ্যবিভাগের মেয়র পরিষদ দুলাল দত্ত, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ পুর নিগম ও প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। পদযাত্রাটি শিলিগুড়ি বাঘাযতীন ময়দান থেকে শুরু হয় শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। উল্লেখ আগামী ৯ তারিখ থেকে সমতলে টিকাকরণ শুরু হলেও পাহাড়ের স্কুল বন্ধ থাকায় চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে পাহাড়ের টিকাকরণ শুরু হবে বললে জানা যায়। জেলা প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ১২১৫ টি স্কুলে টিকাকরণ প্রক্রিয়া চলবে। স্কুল ভিত্তিক টিকাকরণ প্রক্রিয়া শেষে স্থানীয় কমিউনিটি হলগুলিতে টিকাকরণ করা হবে। একইসঙ্গে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল সহ ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতেও মিলবে টিকা। তবে গিয়ে বাড়ি বাড়ি টিকাকরণ হবে না বলেই স্পষ্ট জানিয়েছেন জেলাশাসক এস পুন্নমবালম। তিনি জানান, শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকাজুড়ে প্রায় ২ লক্ষ ৬৩ হাজার শিশুকে এই টিকাকরণের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্য মাত্রা রয়েছে।

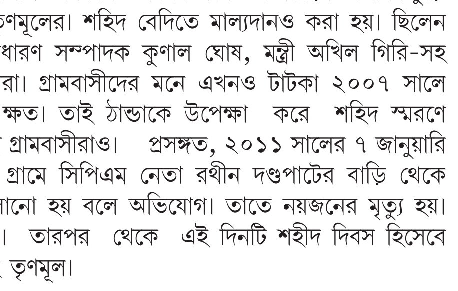

পঞ্চায়েত ভোটের আগে গোষ্ঠী কোন দলের কথা স্বীকার করে নিয়ে রীতিমতো হুঁশিয়ারি তৃণমূল কর্মীদের - জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন দল নতুন কথা নয় বারংবার ঘন ঘন দলের জেলা সভাপতির পরিবর্তন করেও এই রোগের শুরু হাওয়া হয়নি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাই গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে নির্দল প্রার্থী নিয়ে রীতিমত চিন্তিত। এমতাবস্থায় গোষ্ঠী কোন্দলের কথা স্বীকার করে নিয়ে হুঁশিয়ারি সিতাই কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের দিকে তাকিয়ে দিনহাটায় কর্মীসভা শুরু করেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। সম্প্রতি দিনহাটয় ১ নম্বর ব্লকের বাঁশতলা বাজারে কর্মী সভা করল তৃণমূল বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। দিনহাটা এক নম্বর ব্লক সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভূক্ত। জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন - তেইশের পঞ্চায়েত ভোট গত পঞ্চায়েত ভোটের পুনরাবৃত্তি হবে না। চায়ের দোকানে প্রার্থী ঠিক করার ক্ষমতা কারো নেই। প্রতিটি বুথ থেকে পাঁচজন করে রাজ্য পার্টিতে নাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামের মানুষ প্রার্থী ঠিক করবেন। আর ওই পাঁচজন প্রতিনিধি খতিয়ে দেখবেন প্রার্থী ঠিক হয়েছে কিনা। যদি তিনি অসৎ হন তাহলে তার নাম বাদ পড়বে। দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে বিধায়ক বলেন - যিনি তৃণমূলের প্রতিকে দাঁড়াবেন তাকেই দলের সকলকে মেনে নিতে হবে। যদি কেউ দলের সঙ্গে বেইমানি করেন তাহলে তাদের ছেড়ে কথা বলা হবে না। উদয়ন গুহর পর জগদীশচন্দ্র বসুনিয়া। একের পর এক তৃণমূল নেতৃত্বের গলায় কর্মীদের উদ্দেশ্যেই এই বার্তা। পাশাপাশি গোষ্ঠীকোন্দল এড়াতেও তৎপর তারা। এমত অবস্থায় তা নিয়ে কটাক্ষ বিরোধীদের। তাহলে কি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হবে প্রশ্নই এখন তাড়া করে বেড়াচ্ছে সর্বত্র।

মাটিগাড়া থানার পুলিশ মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের এই ক্যাচ লাইন সমাজকে বাঁচানোর লক্ষ্যে। শিলিগুড়ির প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শহরকে ড্রাগসমুক্ত করতে প্রতিটি থানার পুলিশের পাশাপাশি ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে দিয়ে লাগাতার অভিযান চালাতেন তিনি। মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান লাগাতার চালিয়ে যেতে তিনি তৈরি করেন স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। এরপর থেকে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন থানা এলাকায় স্পেশাল অপারেশন শুরু করে এসওজি। বিশেষ করে মাদকবিরোধী অভিযানে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপকে কাজে লাগায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। এখনো অব্যাহত সেই কর্মকাণ্ড। বর্তমানে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। তিনিও ড্রাগসের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এবং প্রতিটি থানাকে। শুক্রবার রাতে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং মাটিগাড়া থানার পুলিশ মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেলো। মাটিগাড়া থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩৮২ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ অজয় শর্মা নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। অভিযুক্ত ডালখোলা সংলগ্ন বিহারের বাসিন্দা। শুক্রবার রাতে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে অভিযুক্ত অজয় শর্মা ব্রাউন সুগার নিয়ে মাটিগাড়া থানা এলাকার খাপরাইল মোরে অপেক্ষা করছে। এই খবর পাওয়া মাত্র মাটিগাড়া থানার পুলিশ এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ অভিযান চালায় এবং অভিযুক্ত কে বামাল গ্রেফতার করে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। শনিবার অভিযুক্তকে শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

বর্ধমানে শুরু হ'ল অভিযান গোষ্ঠীর ৪৫ তম বর্ধমান বইমেলা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৭ জানুয়ারি ঃ বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী উদ্যোগে শুরু হল ৪৫ তম বর্ধমান বইমেলা। শুক্রবার সন্ধ্যায় বর্ধমানের শাঁখারীপুকুর উৎসব ময়দানে এই বইমেলার শুভ উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব তথা সঙ্গীত শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার প্রতুল মুখোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার সভাপতি, সাহিত্যিক ও প্রকাশক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, এছাড়া ছিলেন কবি প্রসূন ভৌমিক, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও বিধায়ক শম্পা ধাড়া, সহ-সভাধিপতি দেব টুডু, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সুপ্রিয় অধিকারী, বর্ধমান পৌরসভার পৌরপতি পরেশচন্দ্র সরকার, সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। বর্ধমান বইমেলা ৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এই বছর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের ২৫০ বছর উপলক্ষ্যে বইমেলার মূল মঞ্চ 'রামমোহন মঞ্চ' হিসেবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। বইমেলার মঞ্চ থেকে সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য 'স্পীড' সংস্থাকে 'দেবপ্রসন্ন পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। এই সংস্থাটি বিগত ১৮ বছর ধরে আর্থিক ও সামাজিকভাবে গরীব, পিছিয়ে পরা মানুষের জন্য সেবামূলক কাজ করে আসছে। এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক প্রতুল মুখোপাধ্যায় বলেন, একমাত্র বাঙালী জাতির মধ্যেই বাংলা ভাষা কে অবহেলা করার প্রবনতা দেখা যায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা এবং বিদেশেও তাদের নিজস্ব ভাষাকে প্রাধান্য দেয় ওই ভাষাভাষীর মানুষেরা। বাংলা ভাষার সাথে সাথে বাংলা বই পড়ার অভ্যাসও ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালী মানুষের মধ্যে থেকে। তিনি আরো বলেন, একটি বই কেনা মানে ঘরে একটি নতুন সদ্যস আসার সামিল। সব শেষে দর্শকদের অনুরোধে তার জনপ্রিয় গান 'আমি বাংলায় গান গাই' এই গান টি গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। দীর্ঘদিন ধরে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও বইমেলার নিয়মিত আয়োজন করার জন্য জেলা সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, সহকারি জেলা সভাপতি দেবু টুডু ও বিধায়ক খোকন দাস বইমেলার উদ্যোক্তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাদের সাধুবাদ জানান। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার তার বক্তব্যে বলেন, ছোটবেলা থেকেই তার বই এর প্রতি আসক্তি রয়েছে। বর্তমানে কাজের চাপে বই পড়ার বেশী সময় পাওয়া যায় না। তিনি বইমেলার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করার সাথে সাথে বর্ধমানের মানুষকে বইমেলায় আসার আবেদন জানান। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সুচারু রুপে সঞ্চালনা করেন বইমেলা কমিটির সহ সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক নিরুপম চৌধুরী। উল্লেখ্য, বর্ধমান বইমেলার প্রাণ পুরুষ প্রয়াত সমীরণ চৌধুরীর হাত ধরেই ৪৫ বছর আগে বর্ধমানে বইমেলার সূচনা হয়। সরকারের উদ্যোগে বইমেলা কিম্বা পুস্তক মেলা মাঝে মাঝে আয়োজিত হলেও বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী আয়োজিত 'বর্ধমান বইমেলা'ই বর্ধমানবাসীর কাছে সবথেকে বেশী জনপ্রিয়।

দার্জিলিং যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় দুই পর্যটকের মৃত্যু, জখম পাঁচ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি ঃ দার্জিলিং যাওয়ার পথে শিলিগুড়ির রাস্তায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল দু'জন পর্যটকের। শনিবারের এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৫ জন। পুলিশ সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিধাননগরের সহিদাবাদ চা বাগানের কাছে পর্যটকবোঝাই একটি গাড়ির দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে গণেশ সরকার (৪৪) এবং রানা চক্রবর্তী (৩২)-র। দু'জনই নদীয়া জেলার বাসিন্দা। সহিদাবাদ এলাকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি লরির গায়ে গিয়ে পিছন থেকে ধাক্কা মারে পর্যটকদের গাড়ি। ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয়। আহতদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নদীয়া থেকে চালক-সহ ৭ জনের পর্যটকের দল একটি চার চাকার ছোট গাড়িতে দার্জিলিং ঘুরতে যাচ্ছিল। শনিবার সহিদাবাদে একটি মালবোঝাই লরির চাকা ফেটে যাওয়ায় রাস্তায় দাঁড়া করিয়ে লরিটির চাকা বদল করা হচ্ছিল। তখনই দ্রুত গতিতে থাকা পর্যটকদের গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লরির পিছনে সজোরে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনার জেরে পর্যটকদের গাড়িটি দুমড়েমুচড়ে যায়।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ জানুয়ারি ঃ আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল কালচিনি থানার পুলিশ । গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কালচিনি পুলিশ কালচিনি ট্রলি লাইন এলাকা থেকে কার্তিক গুহ নামক এক যুবককে গ্রেফতার করে তার থেকে একটি দেশি পিস্তল ও কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । ধৃত যুবককে শনিবার আলিপুরদুয়ার কোর্টে পাঠানো হয়েছে।

হাতির হানায় লন্ডভন্ড প্রাথমিক স্কুল

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ৭ জানুয়ারি ঃ হাতির হানায় লন্ডভন্ড হয়ে গেল জলপাইগুড়ির বামনডাঙ্গা চা বাগানের টন্ডু টিজি থ্রি প্রাথমিক স্কুলে। শুক্রবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার জেরে শনিবার বন্ধ স্কুলের পঠনপাঠন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ডায়না লাইনে অবস্থিত স্কুলটিতে শুক্রবার গভীর রাতে হাতিটি স্কুলের ভেতরে ঢুকে তান্ডব চালায়। প্রতিটি ক্লাসরুমের দরজা-জানালা, মিড ডে মিলের রান্নাঘর, অফিস, শৌচালয় ক্ষতিগ্রস্ত করে। চতুর্থ শ্রেণির ক্লাসরুমের ভেতরের যাবতীয় আসবাব, বইপত্র রাখার আলমারি ভেঙে দেয় হাতিটি। স্কুলের মিড ডে মিলের রান্নাঘর আগে থেকেই হাতির হামলায় ভাঙা ছিল বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এদিন সেই ভাঙা রান্নাঘরেই ফের হামলা চালায় হাতি। এরপর রাত তিনটা নাগাদ ফিরে যায়। স্কুলের টিআইসি সুভাষ সার্কি জানান, এই বিপর্যয় সামলানোর জন্য স্কুল ভবন মেরামতি বাবদ যে তহবিলের প্রয়োজন তা তাঁদের নেই। প্রশাসন, বন দপ্তর ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে সব কিছু জানানো হয়েছে। কিভাবে পঠনপাঠন চালু রাখা যাবে তা নিয়ে কুলকিনারা পাচ্ছেন না স্কুল কর্তৃপক্ষ। বনদফতর হাতিটির গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন।

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এলএমজি/ইএনজিজি/০১ অফ ২০২৩; তারিখ: ০৪-০১-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডারের আহ্বান করা হয়েছে। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বদরপুর মালবাহী পরীক্ষার সুবিধা ভিশন ২০২৪ এর সাথে সম্পর্কিত ওয়াগন পরীক্ষার ডিপো নির্মাণের সঙ্গে কভার শেড সহ সিক লাইন, সার্ভিস বিল্ডিং, পার্কিং শেড, অ্যাপ্রোচ রোড, কংক্রিটের রাস্তা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজগুলি। টেন্ডার মূল্য: ২৩,৪০,৪৫,২২৪/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৩,২০,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ০৬-০২-২০২৩ তারিখে দুপুর ৩টে এবং খোলা ০৭-০২-২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-০২-২০২৩ তারিখ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দুপুর ৩টে পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ইঞ্জি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

গুয়াহাটিতে মেরামতীর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ০২ অফ ২০২৩ তারিখ: ০৪-০১-২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. জিএইচওয়াই-০১ -২০২২। কাজের নাম: গুয়াহাটিতে-স্টেশনের সমীপবর্তী পথ, পার্কিং এরিয়ার মেরামতী, প্লাটফর্ম মেরামতী এবং স্টেশন ভবনের পেইন্টিং সহিত অন্যান্য বিভিন্ন কাজ। টেন্ডার রাশি: ১৯,৪৮,৬৬৬.৩২/- টাকা। বায়না রাশি: ১,১৯,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৫-০১-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ২৫-০১-২০২৩ তারিখের ১৩.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ মণ্ডল অভিযন্তা/কো-অর্ড, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

স্টীল চ্যানেল স্লীপারের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইএনজিজি/০২ অফ ২০২৩ তারিখ: ০৫.০১.২০২৩। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে আইটেম নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) তিনসুকিয়া মণ্ডলে: মকুমটি জংশন-ডিব্রুগড় গতি খণ্ডের মধ্যে সেতু নং. ৩৭৯, ৪১০, ৪১৬, ৪০৩, ৪১২ এবং ৫২৬ এ এইচ-বীম স্লীপারের দ্বারা স্টীল চ্যানেল স্লীপারের প্রতিস্থাপন। সর্বমোট - ৫৬৮ টি স্লীপার। (২) তিনসুকিয়া মণ্ডলে: শিমলুগুড়ি জংশন- মরানহাট খণ্ডের মধ্যে সেতু নং. ৩০ এ এইচ-বীম স্লীপারের দ্বারা স্টীল চ্যানেল স্লীপারের প্রতিস্থাপন। সর্বমোট- ২৮৩ টি স্লীপার। টেন্ডার রাশি: ২,৫৮,৮১,১৮৭/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৭৪,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ৩০-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ৩০-০১-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ৩০-০১-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইঞ্জি), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

OFFICE OF THE SARENGA GRAM PANCHAYAT
Sarenga;P.S.-Sankrail;Dist.-Howrah
ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

(1) SGP/06/NIT-08/SBM/2023, Dated:-04/01/2023
(2) SGP/07/NIT-09/15 th FC/2023, Dated:-05/01/2023

Pradhan, OFFICE OF THE SARENGA GRAM PANCHAYAT; Sarenga; P.S.-Sankrail; Dist.-Howrah, invites e- tender for following Work related to Civil Development Work, vide following Tender ID – 2023_ZPHD_441899_1. Is The last date of submission of the tenders is 11.01.2023 at 10:00 am & Tender ID- 2023_ZPHD_442365_1 is The last date of online submission of the tenders is 21.01.2023 at 12:00 PM. Intending bidders are requested to visit the website http://wbtenders.gov.in for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Sarenga Gram Panchayat

লামডিং মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

লামডিং মণ্ডলের অন্তর্গত পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ঠিকার পরিচালন এবং ব্যবস্থাপনার অধিকার প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিট: বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/৬ পর্যন্ত ফ্রিপস/দিন: ১০৯৬ এবং এসইকিউ নং. এবি/১ থেকে এবি/২ পর্যন্ত ফ্রিপস/দিন: ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. পিএনইউ-এলএমজি-০১-২৩		
এসইকিউ সংখ্যা	এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এলএমজি-এইচবিএন-টিওআই-৪০-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	হয়বরগাঁও স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট (পিএফ নং. ০১)
এএ/২	পিএনইউ-এলএমজি-সিপিকে-টিওআই-৪৯-২৩-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	চাপরমুখ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ. ১ এ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতীক্ষা হল (নবনির্মিত ভবন) এবং পে এণ্ড ইউজ টয়লেট ব্লকের ঠিকা।
এএ/৩	পিএনইউ-এলএমজি-জেআরএনএ-টিওআই-২১-২২-২ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	জিরানিয়া স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট
এএ/৪	পিএনইউ-এলএমজি-কেইউজিটি-টিওআই-২৫-২২-২ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	কুমারঘাট স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট
এএ/৫	পিএনইউ-এলএমজি-মানু-টিওআই-২২-২২-২ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	মানু স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট
এএ/৬	পিএনইউ-এলএমজি-এনজিএএন-টিওআই-৩১-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	নগাঁও স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট
এবি/১	পিএনইউ-এলএমজি-এসসিএল-ডব্লিউআরএল-৪৮-২৩-১ (পে এণ্ড ইউজ - লাউঞ্জেস/ ওয়েটিং/ রিটায়রিং/ ক্লোক রুম)	শিলচর রেলওয়ে স্টেশনের ক্লোক রুমে পে এণ্ড ইউজ টয়লেট (পিএফ নং./০১)
এবি/২	পিএনইউ-এলএমজি-ডিএমভি-ডব্লিউআরএল-৪৭-২৩-১ (পে এণ্ড ইউজ - লাউঞ্জেস/ ওয়েটিং/ রিটায়রিং/ ক্লোক রুম)	লামডিং মণ্ডলের অধীনের ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনে টুলিতি কিয়স্ক এবং মাল্টিপারপাস স্টল ধরণের আধুনিক সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য সহিত এসি প্রতীক্ষা কক্ষের আধুনিকীকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং মানব নিযুক্তি

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৯-০১-২০২৩ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ১৯-০১-২০২৩ তারিখে ১১.৪০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত টেন্ডারকর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্যে অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মানুষের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, যোশীমঠে গিয়ে বললেন পুষ্কর ধামি

যোশীমঠ, ৭ জানুয়ারি ঃ এই মুহূর্তে আতঙ্কের আর এক নাম উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠ। ফাটল ধরেছে বহু বাড়িতে, অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানকার মানুষজনকে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি আকাশপথে জোশীমঠ অঞ্চল ঘুরে দেখেন। পরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের সঙ্গে দেখাও করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, মানুষের সুরক্ষাকেই তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এদিন বলেছেন, এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া মানুষজনের পুনর্বাসনের প্রয়োজন আছে কিনা তাও আমরা ভাবছি। আমরা এ জন্য একটি স্থানও খুঁজে বের করছি। এখন শীতকোল। সুতরাং, আমরা অবিলম্বে মোকাবেলা করা প্রয়োজন যে সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখছি। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের প্রচেষ্টা সবাইকে নিরাপদ রাখা। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আমাদের প্রথম কাজ হল মানুষকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কাজ করছেন ভূ বিজ্ঞানীরা। গুয়াহাটি ইনস্টিটিউট, আইআইটি রুরকিও ইসরোর সঙ্গে আলোচনা করছে। সবাই কারণ খুঁজে বের করছে।

ত্রিপুরায় পুলিশ সপ্তাহ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার প্রদান

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরায় শান্তি শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি রক্ষায় পুলিশ কর্মীদের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পুলিশ সপ্তাহ অনুষ্ঠানে ২০২২ সালের জন্য বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এরমধ্যে লাইফ টাইম অ্যাচিভার, ২০২২ পুরস্কার পান প্রাক্তন টিপিএস আধিকারিক প্রদ্যুৎ ভৌমিক, টিএসআর ব্যাটেলিয়নের মধ্যে সেরা ক্লারিকেল স্টাফ পুরস্কার পান সুবেদার অঞ্জন মজুমদার, সিভিল পুলিশ ইউনিটের মধ্যে সেরা ক্লারিকেল স্টাফ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে এলডি ক্লার্ক রাজীব সিংহকে। ২০২২ সালের সেরা ইনভেস্টিগেটররের পুরস্কার পান খোয়াই থানার টিপিএস আধিকারিক রাজীব সূত্রধর, পুলিশম্যান অব দ্য ইয়ার পুরস্কার প্রদান করা হয় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ডেপুটি পুলিশ সুপার দুলাল চন্দ্র দত্তকে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সেরা থানার পুরস্কার প্রদান করা হয় খোয়াই থানাকে, বিট ব্যবস্থার জন্য সেরা থানার পুরস্কার দেওয়া হয় গোমতী জেলার বীরগঞ্জ থানাকে, ২০২২ সালের সেরা থানা হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হয় নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স (এনসিসি) থানাকে। বিট ব্যবস্থার জন্য সেরা জেলা হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হয় ঊনকোটি জেলাকে, প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পুলিশের সেরা ইউনিট হিসেবে সাইবার ক্রাইম ইউনিটকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। টিএসআর ব্যাটেলিয়নের মধ্যে সেরা পুরস্কার পায় দ্বাদশ ব্যাটেলিয়ন এবং ২০২২ সালের সেরা জেলা হিসেবে পুরস্কার প্রদান করা হয় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাকে। পুরস্কার প্রাপক প্রত্যেকের হাতে পুরস্কারগুলি তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। পুলিশ সপ্তাহ অনুষ্ঠানে টিএসআরের প্রথম, দ্বিতীয়, সপ্তম, দশম, একাদশ ব্যাটেলিয়নের জওয়ান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ, মহিলা পুলিশ এবং হোমগার্ডের জওয়ানরা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেন।

কোকরাঝাড়ে বিধায়কের বাড়ি থেকে উদ্ধার একে-৪৭ ও এম-১৬ রাইফেল

কোকরাঝাড় (অসম), ৭ জানুয়ারি ঃ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিপিএফ নেতা হিতেশ বসুমতারিকে। কোকরাঝাড়ে তাঁর বাড়িতে তালাশি চালিয়ে বিপুল সংখ্যার সক্রিয় বুলেট সহ লাইসেন্সবিহীন দুটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র একে৪৭ ও এম১৬ রাইফেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ছাড়া আরও দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদেরও অবৈধ অস্ত্র আইনে পুলিশ গ্রেফতার বলে জানা গেছে। গতকাল শুক্রবার মধ্যরাতে বাকসার পুলিশ সুপার রাজেন সিং এবং ডিএসপি সদর শেখরজ্যোতি রায়ের নেতৃত্বে মুসলপুর পুলিশের এক বিশাল দল অভিযান চালায় কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত মুসলপুরের বেলগুড়িতে চাপাগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক তথা

বিটিসির প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য তথা বড়োল্যান্ড পিপলস ফংট্রের নেতা হিতেশ বসুমতারিকে আটক করেছিল। এর পর গোটা রাত তার বাড়িতে তালাশি চালিয়ে বহু সক্রিয় বুলেট সহ দুটি একে৪৭ ও এম১৬ রাইফেল উদ্ধার করে পুলিশের অভিযানকারী দল। হিতেশ বসুমতারি ছাড়াও আরও দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারা বডোল্যান্ড জাতীয় সুরক্ষা মঞ্চের কার্যনির্বাহী সভাপতি দাওরাও দেশরেব নার্জারি এবং বোডোল্যান্ড কনট্রেক্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিক্রম দৈমারি। এই দুজনের বিরুদ্ধেও কোকরাঝাড় সদর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এদিকে দেশরেব নার্জারির পরিবারের অভিযোগ, বড়ো রাজনৈতিক নেতা তাঁদের বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে কোকরাঝাড় পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তবে কেন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে সে সম্পর্কে এখনও তাঁদের জানানো হয়নি বলে অভিযোগ পরিবারের। বিপিএফ নেতা হিতেশ বসুমতারি কী কারণে এত সক্রিয় বুলেট সহ দুটি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র তাঁর বাড়িতে মজুত রেখেছিলেন, সে সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও চাঞ্চল্য। একটি সূত্রের খবর, হিতেশ বসুমতারি একটি নয়া দল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। তবে ওই দল গঠনের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র মজুতের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিয়মিতকরণের দাবি নিয়ে কৃষি মন্ত্রীর দরজায় বাগিচা কর্মীরা, মিলেছে আশ্বাস

আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ঃ নিয়মিতকরণের দাবি নিয়ে আজ কৃষিমন্ত্রীর দরজায় হাজির হন বাগিচা কর্মীরা। কৃষি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মন্ত্রিসভার বৈঠকে তাঁদের দাবি নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন যাবৎ অনিয়মিত কর্মী হিসেবে ১৭৫ জন বাগিচা কর্মী নিযুক্ত আছেন। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত তাঁদের নিয়মিত করার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না সরকার। পরিশ্রমের যর্থাথ মজুরি না পাওয়ার ফলে তাঁরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাতে নানা সমস্যা সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিতকরণের দাবি জানিয়ে আসলেও তাদের দাবি পুরন করা হচ্ছে না। এদিন তাঁরা কৃষিমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় কাছে নিয়মিতকরণের প্রদক্ষেপ গ্রহণে অনুরোধ জানিয়েছেন। কৃষি মন্ত্রী তাঁদের দাবি শুনেছেন এবং বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

রাজস্থানের বহু জায়গায় শূন্যে নামল তাপমাত্রা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি ঃ ভয়ানক ঠান্ডায় কাঁপছে গোটা উত্তর ভারত। কোথাও তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে পৌঁছেছে, কোথাও আবার হিমাঙ্কের কাছাকাছি। উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে ঘন কুয়াশার দাপট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। স্বাভাবিক জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে। ট্রেন, বাস, বিমান পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি, অন্য দিকে, রাজস্থানের বহু জায়গায় শূন্যে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা। মাউঃট আবুতে তো তাপমাত্রা নেমেছে হিমাঙ্কের ৬ ডিগ্রি নীচে। শনিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ পালমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবারের থেকে ২ ডিগ্রি কম। অন্যদিকে, সফদরজং এর তাপমাত্রা ২ ডিগ্রিতে নেমেছে। দিল্লি রিজ এবং লোধি রোডে শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১.৫ এবং ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পালমে শনিবার দৃশ্যমানতা ছিল ৫০ মিটারের নীচে। ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দিল্লি বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা নেমে গিয়েছিল ২৫ মিটার। ফলে বিমান চলাচলও ব্যাহত হয়েছে। ৩৪টি অভ্যন্তরীণ (ডোমেস্টিক) উড়ান দেরিতে ছেড়েছে। আবার ১২টি বিমান দেরিতে নেমেছে বিমানবন্দরে। কুয়াশার কারণে উত্তর রেলের ৩২টি ট্রেন দেরিতে চলছে।

গুয়াহটির উপকণ্ঠ পুড়ে ছাই ২০টি দোকান

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি ঃ গুয়াহটির উপকণ্ঠ নয়মাইলের জোড়াবাট মার্কেটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ২০টি দোকান। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চারটি ইঞ্জিন নিয়ে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী ছুটে গিয়ে জোড়াবাট বাজারের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যাযনি। তাছাড়া ঘটনায় কোনও হতাহতের খবরও নেই।

মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার হলেন কেভিন ম্যাকার্থি

ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি ঃ মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হলেন কেভিন ম্যাকার্থি। শনিবার ১৫তম বারের ভোটাভুটিতে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হলেন কেভিন ম্যাকার্থি । প্রদত্ত ৪২৮ ভোটের মধ্যে ম্যাককার্থি পেয়েছে ২১৬টি। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাটদের হেকিম জেফরিস পেয়েছেন ২১২ ভোট। এর আগে ১৪তম বারের ভোটাভুটিতে ব্যর্থ হন ম্যাকার্থি। টানা চতুর্থ দিনও স্পিকার নির্বাচন করতে পারেননি আইনপ্রণেতারা। শুক্রবার স্পিকার নির্বাচনে চতুর্থ দিনের অধিবেশন শুরুর আগে বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে সাংবাদিকদের কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করে ম্যাকার্থি। বলেছিলেন, 'কিছু অগ্রগতি হয়েছে। আমরা সদস্যরা কথা বলেছি। নতুন কিছু হতে পারে।

শনিবার ফলাফল হাতে পাওয়ান পর হাউস ক্লার্ক শেরিল জনসন বলেন, অতএব, মাননীয় কেভিন ম্যাককার্থি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেয়ে প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন। এ সময় রিপাবলিকান পক্ষ ম্যাককার্থিকে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানায়। তারা একযোগে 'ইউএসএ, ইউএসএ' বলে স্লোগান দিতে থাকেন। কিন্তু এ সময় ম্যাট গেটজ এবং লরেন বোয়েবার্ট উঠে দাঁড়াননি, হাততালিও দেননি। ডেমোক্র্যাট শিবিরে ছিল সম্পূর্ণ শান্ত। তাদের কেউই হাততালি দেননি। যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নতুন রিপাবলিকান স্পিকার ম্যাকার্থিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমেরিকার জনগণ আশা করে যে তাদের নেতারা এমনভাবে শাসন করবে যা তাদের চাহিদাকে অন্য সব কিছুর উপরে রাখে এবং এটিই আমাদের এখন করা দরকার। যেমনটা আমি মধ্যবর্তী মেয়াদের পরে বলেছিলাম। আমি সর্বদা রিপাবলিকানদের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত। (আজ) ভোটাররা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারা আশা করছে যে রিপাবলিকানরাও আমার সঙ্গে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। এখন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভের নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে প্রক্রিয়াটি শুরু করার সময় এসেছে।

ঝড়ের তাণ্ডব, ক্যালিফোর্নিয়ার ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটেছে

ক্যালিফোর্নিয়া, ৭ জানুয়ারি ঃ প্রবল ঝড়ে ভয়াবহ বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া শহর। ঝড়ের দুই দিন পেরিয়ে গেলেও ৬০ হাজারেরও বেশি বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিদ্যুত্বিহীন অবস্থায় রয়েছে। গত বুধবার প্রশান্ত মহাসাগরে এক নিম্নচাপ তৈরি হয়। এতে ঝড়ো বাতাস ও মুষলধারে বৃষ্টির সঙ্গে প্রবল তুষারপাত হয় যুক্তরাষ্ট্রের ওই শহরে। ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সেখানকার জনজীবন। যার প্রভাব এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি ক্যালিফোর্নিয়া। ঝড়ে বুধবার ১০ হাজারের বেশি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাস্তায় পানি জমে যায় এবং গাছ পড়ে যাওয়ার কারণে যানবাহন চলাচলও বন্ধ হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ জানায়, ক্যালিফোর্নিয়ার ওপর দিয়ে যে বিদ্যুৎ লাইন গেছে তাতেই মূলত সমস্যা হয়েছে। তবে, প্যাসিফিক গ্যাস অ্যান্ড ইলেকট্রিক কোম্পানি (পিজি অ্যান্ড ই) জানিয়েছে, ইতিমধ্যে তারা ৪ লক্ষ গ্রাহকের বিদ্যুৎপরিষেবা পুনঃস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু তারপরও স্থানীয় শুক্রবার পর্যন্ত ৫৫ হাজার গ্রাহককে বিদ্যুৎপরিষেবা দেওয়া বাকি।

Name Change

I, CHITTA BAIDYA(old name) S/O LATE GANGA CHARAN BAIDYA resident of 2No. Rail Gate Colony, KabiMukunda Das Road, PS-Dum-dum, Dist-24 Parganas(North), Pin-700065WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)CHITTARANJAN BAIDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. CHITTA BAIDYA and CHITTARANJAN BAIDYAall are same and one identical person.

Name Change

I, SHRABONI NAG CHAUDHURY(old name) D/O LATE SANAT KUMAR NAG resident of NoaparaBuroBattala, PO-Sonarpur, Dist- South 24 Pgs, Pin-700150WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SHRABONI NAG, vide an affidavit sworn before the Ld.1st Class Judicial Magistrate at Alipore on 22/10/2019. SHRABONI NAG CHAUDHURY and SHRABONI NAGall are same and one identical person.

Name Change

I, ZAMIR AHMED alias ZAMIR AHMED MALLICK(old name) S/O Abdul Hakim resident of Musalman Para, Bara Mallikpur, Gurap, Sankarpur, Hooghly-712303WEST BENGAL, India I have changed my-name to (shall henceforth be known as)JAMIR AHAMMED MALLIK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. ZAMIR AHMED, ZAMIR AHMED MALLICK and JAMIR AHAMMED MALLIKall are same and one identical person.

Name Change

I,SAKSHAM GARG(old name) S/O BINOD KR AGARWAL resident of Maruti apartment, SP Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri Bazar, Dar-jeeling, Pin-734005 WEST BEN-GAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SAKSHAM GARG AGARWAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2022.SAKSHAM GARG and SAKSHAM GARG AGARWALboth are same and one identical person.

Name Change

I, PRITI PRADHAN(old name) D/O RAM KUMAR CHETTRI resi-dent of Office Gaon, Dooteriah Tea Estate Kalej Valley, Darjee-ling-734121WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)PRITY CHETTRI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. PRITI PRADHAN and PRITY CHETTRI-both are same and one identical person.

Name Change

I, SADDAM HOSSAIN(old name) S/O LIYAKAT ALI SHEK resident ofVill-Tola, PO-Baidyapur, PS-Kalna, Dist-PurbaBardhaman, Pin-713122WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SADDAM HOSSAN SHEK(DOB-19.10.1999), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. SADDAM HOS-SAINand SADDAM HOSSAN SHEKboth are same and one iden-tical person.

Name Change

I, AZIMUL RAHAMAN(old name) S/O SK AZIM resident of VILL-TAJPUR, PO-MORAH, PS-HARI-PAL, DIST-HOOGHLY, PIN-712403WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)SK AZ-IZUL(DOB-10.02.2001), vide an af-fidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. AZIMUL RAHAMAN and SK AZIZU-Lall are same and one identical per-son.

Name Change

I, UNUS ALI SADHUKHAN(old name) S/O MOSLEM SAD-HUKHAN resident of Pathantala-Mathurapur, PO-Dighari, PS-Gopal Nagar, Dist-(N) 24 Pgs, Pin-743262WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)INUCH ALI SADHUKHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. UNUS ALI SADHUKHAN and INUCH ALI SADHUKHANall are same and one identical person.

Name Change

I, AYUB LASKAR(old name) S/O LATE DANESH LASKAR resident of Vill-Tilpi, PO-TIlpi, PS-Joyna-gar, Dist-24 Parganas(South), Pin-743337WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as)AYUB ALI LASKAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/01/2023. AYUB LASKAR and AYUB ALI LASKAR-all are same and one identical per-son.

খাওয়া-দাওয়া

চেখে দেখুন কাতলা মাছের দো পেঁয়াজা

বাঙালির প্রিয় খাবার হল মাছ। সেই মাছের তালিকায় কাতলা মাছের স্থান ওপরেই। সপ্তাহে একবার প্রায় সব বাঙালি বাড়িতেই কাতলা মাছের ঝোল হবেই হবে। ঝাল, কালিয়া হয়েই থাকে। তবে কাতলার দো পেঁয়াজা বানিয়ে খাওয়াটা হয়ত হয়ে ওঠেনি। মাছ প্রিয় বাঙালির জন্য আজ আমরা নিয়ে এসেছি কাতলা মাছের অসাধারণ এই রেসিপি। বানিয়ে ফেলুন আর গরম গরম ভাতের সঙ্গে জমিয়ে খান কাতলা মাছের দো পেঁয়াজা।

কাতলা মাছের দো পেঁয়াজা তৈরির উপকরণ- ৫ পিস কাতলা মাছ,২টো মাঝারি সাইজের পেঁয়াজ কুচি,১ টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা,১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো,সামান্য হলুদ গুঁড়ো,১ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো,স্বাদ অনুযায়ী লবণ,কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা,পরিমাণ মতো সর্ষের তেল।

কাতলা মাছের দো পেঁয়াজা তৈরির পদ্ধতি- ১) মাছের পিসগুলো ভালো করে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে রাখুন। ২) কড়াইতে সর্ষে তেল গরম করে সবকটা মাছের পিস ভেজে নিন। ৩) ওই তেলেই পেয়াজ কুচি দিয়ে দিন। পেঁয়াজ হালকা ভাজা হলে দিয়ে দিন আদা ও রসুন বাটা। কিছুক্ষণ ভাজার পর জিরে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, নুন ও সামান্য জল দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষান। ৪) মশলা কষাতে কষাতে তা থেকে তেল ছেড়ে এলে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দিন। এর পর অল্প জল দিতে হবে। কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ঢাকা দিন কিছুক্ষণ। ৫) একটু পরে আঁচ বন্ধ করে নামিয়ে নিন। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন কাতলা মাছের দো পেঁয়াজা।

ভিন্ন স্বাদের পেরি পেরি চিকেন স্টিক, রইল প্রণালী

বাঙালির কাছে চিকেন খুবই প্রিয়। স্টার্টার থেকে মেন কোর্স, সবেতেই চিকেনের স্থান সবার উপরে। প্রতি সপ্তাহে এক দু'দিন বাঙালি বাড়িতে চিকেন হয়ে থাকে। সাধারণত চিকেন কষা, ঝোলই হয়,তবে হাতে একটু সময় থাকলে চিকেন নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে বাঙালিরা পিছপা হয় না। আজ আপনাদের জন্য রইল চিকেনের একেবারে অন্য স্বাদের একটি রেসিপি, পেরি পেরি চিকেন স্টিক। বাড়িতে অতিথি এলে খুব কম সময়েই বানিয়ে ফেলতে পারেন এটি। পেরি পেরি চিকেন স্টিক তৈরির উপকরণ-কাঁচা লঙ্কা কয়েকটা ১ টি লাল ক্যাপসিকাম ১ টেবিল চামচ টম্যাটো বাটা কেমন যাবে আজকের দিন? ১ টেবিল চামচ ভিনেগার ১ টেবিল চামচ রেড চিলি সস ১ টেবিল চামচ লেবুর রস চিলি ফ্লেক্স অরিগ্যানো পরিমাণমতো সাদা তেল গোলমরিচ গুঁড়ো স্বাদ মতো নুন রইল প্রণালী- পেরি পেরি চিকেন স্টিক তৈরির প্রণালী ১) প্রথমে মাংসের টুকরোগুলো ভালো ভাবে ধুয়ে ফেলুন। ২) ক্যাপসিকাম কিছুক্ষণ আগুনে হালকা পুড়িয়ে নিন। ৩) মিক্সিতে পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, ক্যাপসিকাম, টম্যাটো পিউরি, ভিনেগার, লেবুর রস, রেড চিলি সস ও সব রকম গুঁড়ো মশলা একসঙ্গে দিয়ে পেস্ট তৈরি করে নিন। ৪) বাটিতে মশলার পেস্টের সঙ্গে মাংসের টুকরোগুলি ভালো করে মিশিয়ে নিন। এতে পরিমাণমতো তেলও দেবেন। ৩ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন। ৫) এর পর কাবাবের মতো কাঠিতে মাংসগুলি গেঁথে অল্প তেলে ভেজে নিন ভালো করে। ৬) এবার সস ও মেয়োনিজের সঙ্গে পরিবেশন করুন গরমাগরম পেরি পেরি চিকেন স্টিক।

সেনা হিসেবে আফগানিস্তানে ২৫ জনকে হত্যা করে ছিলেন, আত্মজীবনীতে প্রিন্স হ্যারি

নয়াদিল্লি,৭ জানুয়ারি ঃ সেনা হিসেবে আফগানিস্তানে যুদ্ধক্ষেত্রে ২৫ জনকে হত্যা করেছিলেন প্রিন্স হ্যারি । এমনই স্বীকারোক্তি প্রকাশ্যে এসেছে তার আত্মজীবনীতে। সেখানে তিনি জানিয়েছেন, আফগানিস্তানে অ্যাপাচে হেলিকপ্টার পাইলট হিসেবে কাজ করার সময় ২৫ জনকে হত্যা করেছিলেন তিনি। হ্যারি, ডিউক অব সাসেক্স, যিনি ২০০৭-২০০৮ সালে আফগানিস্তানে ফরোয়ার্ড এয়ার কন্ট্রোলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১২-১৩ সালে তিনি আক্রমণকারী হেলিকপ্টার ওড়ান। ৩৮ বছর বয়সী হ্যারি স্পেয়ার নামক আত্মজীবনী প্রকাশ করতে চলেছেন আগামী সপ্তাহে। এতে তার পাইলট জীবনের ছয়টি মিশনের কথা উল্লেখ করেছেন। হ্যারি বলেন, এই কৃতকর্মের জন্য তিনি লজ্জিত বা গর্বিত কোনওটিই নন। লক্ষ্যকে শেষ করে দেওয়া দাবার ছক থেকে গুটি সরানোর মতই । হ্যারি লিখেছেন, আমার সংখ্যা ২৫। এতে সন্তুষ্ট হওয়ার কিছু নেই। তবে এটি আমাকে লজ্জিত করেন না। গার্ডিয়ান তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, প্রিন্স হ্যারির স্ত্রী মেগানকে নিয়ে এই দম্পতির দ্বন্দ্ব এই বইয়ে উঠে এসেছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের জন্য বিশেষ পরিষেবা চালাবে মেট্রো

৭জানুয়ারি ঃ মেট্রো রেলওয়ে ১২.০১.২০২৩ (বৃহস্পতিবার) ইডেন গার্ডেনে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে ২য় একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের পর ক্রিকেটপ্রেমীদের সুবিধার্থে বিশেষ রাতের পরিষেবা চালাবে। এই দিনে, এক জোড়া অতিরিক্ত পরিষেবা ২২,৩০ টায় চলবে। ম্যাচের পর এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে দক্ষিণেশ্বর ও কবি সুভাষ স্টেশনের দিকে। বুকিং কাউন্টার শুধুমাত্র স্মার্ট কার্ড এবং টোকেন বিক্রির জন্য এসপ্ল্যানেড স্টেশনে খোলা থাকবে। উভয় দিকের এই বিশেষ ট্রেনগুলি পথে সমস্ত স্টেশনে থামবে। এসপ্ল্যানেড থেকে২২.৩০ টায় দক্ষিণেশ্বরের দিকে।এসপ্ল্যানেড থেকে কবি সুভাষের দিকে ২২.৩০ টায়। আপ এবং ডাউন টার্মিনাল স্টেশনে ২৩.০৩ টায় আগমন।

বাঁকুড়ায় জল পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্ল্যান্টের উদ্বোধন করছেন শ্রীমতী অর্চনা জোশী, জেনারেল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে।

বিকেলে চায়ের সাথে বানিয়ে ফেলুন ব্রেড রোল, রইল রেসিপি

তেলেভাজা খেতে সকলেরই ভালো লাগে! বিশেষ করে, শীতের বিকেলে। এক কাপ চায়ের সঙ্গে তেলেভাজা হলে মন্দ কি। তবে সব সময় তো আর দোকান থেকে কিনে আনা সম্ভব কি। বাইরের খাবার বেশি খাওয়াও উচিত নয়। আপনি বাড়িতেই বানিয়ে ফেলতে পারেন হরেক রকমের তেলেভাজা। আজ আপনাদের জন্য রইলসেই রেসিপি।

ব্রেড রোল তৈরির উপকরণ- কয়েকটা পাউরুটি, মাঝারি মাপের ২টি আলু সেদ্ধ, ১টা পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচানো, গাজর কুচানো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচানো, আদারসুন বাটা, স্বাদমতো নুন, আধা চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আধা চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, আধা চা চামচ চাট মশলা, ব্রেড ক্রাম্বস, সাদা তেল

ব্রেড রোল তৈরির পদ্ধতি-১) প্রথমে পাউরুটির ধারগুলো কেটে বাদ দিয়ে দিন। ২) এবার হাত দিয়ে পাউরুটি ভালো করে গুঁড়িয়ে নিয়ে, তাতে সেদ্ধ আলু, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, গাজর, কাঁচা লঙ্কা, নুন, চাট মশলা, গোলমরিচ, লঙ্কার গুঁড়ো, আদারসুন বাটা, ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিন। হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিন। ৩) এবার পাউরুটির মিশ্রণ থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে চপের আকারে গড়ে ফেলুন। ৪) প্রতিটা চপ ব্রেডক্রাম্ব দিয়ে কোটিং করে নিন। ৫) কড়াইতে তেল গরম করে ব্রেড রোলগুলো দিয়ে সোনালি করে ভেজে নিন। ৬) সবকটা ভাজা হয়ে গেলে সস, কাসুন্দি আর স্যালাডের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন। চিংড়ির যে কোনও পদই ভোজন রসিক বাঙালির বড় প্রিয়। বাজারে গেলেই হয় বাগদা নয় গলদা, আর না হলে কুচো চিংড়ি তো থাকবেই বাঙালির থলিতে। মালাইকারি হোক কিংবা সর্ষে দিয়ে, পাতে চিংড়ি পড়লেই মুখে চলে আসে এক গাল হাসি। আজ আমরা আপনাদের জন্য চিংড়ির একেবারে অন্য রকম একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। একঘেয়ে পদ ছেড়ে এবার ট্রাই করে ফেলুন চিংড়ির ককটেল।

উপকরণ-২৫০ গ্রাম মাঝারি সাইজের চিংড়ি,২০০ গ্রাম জল ঝরানো টক দই, ১ চা চামচ টোবাস্কো সস, ১ চা চামচ প্যাপরিকা সস,গোলমরিচ গুঁড়ো,১ চামচ মধু,১ চামচ মাখন,৫০ গ্রাম গ্রেট করা চিজ,১ চা চামচ পাতিলেবুর রস,৪ চামচ ফ্রেশ ক্রিম,১ চা চামচ অলিভ অয়েল,স্বাদ মতো নুন।তৈরির পদ্ধতি-১) চিংড়ি মাছগুলোর খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। তাতে সামান্য নুন, লেবুর রস ও গোলমরিচ মাখিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। ২) ফ্রাইং প্যানে মাখন গরম করে চিংড়িগুলো একটু নেড়ে নিন। ৩) বাটিতে জল ঝরানো টক দই, অলিভ অয়েল, গোলমরিচ গুঁড়ো ও সামান্য মধু দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এতে গ্রেট করে রাখা চিজ ও সব রকম সস মিশিয়ে নিন ভালো ভাবে। অন্য একটি পাত্রে ফ্রেশ ক্রিম ফেটিয়ে নিয়ে দইয়ের মিশ্রণে মিশিয়ে দিন। ৪) এর মধ্যে ভেজে রাখা চিংড়ি দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিন। স্বাদমতো নুন মিশিয়ে দেবেন। ৫) এবার এই মিশ্রণটি ফ্রিজে রেখে দিন। ঘণ্টা দুয়েক পরে ঠান্ডা হয়ে গেলে ককটেল গ্লাসে পরিবেশন করুন চিংড়ির ককটেল।

ভেজাল হলুদের কারখানাতে প্রশাসনিক অভিযান, তিনটি হলুদের কারখানাকে নোটিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জানুয়ারি ঃ দেরিতে হলেও টনক নড়লো প্রশাসনের, পুলিশকে সাথে নিয়ে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর এবং ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের যৌথ অভিযান ভেজাল হলুদ তৈরির কারখানাতে, রাসায়নিক দ্রব্য থেকে চক্ষুচড়ক গাছ আধিকারিকদের, এই ভেজাল হলুদ খেলে হার্টের অসুখ থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে জানালেন আধিকারিকরা, উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী। খবরের জেরে দেরিতে হলেও টনক নড়লো প্রশাসনের। ভেজাল হলুদের কারখানাতে প্রশাসনিক অভিযান। পুলিশকে সাথে নিয়ে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর এবং ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান। হলুদ প্রস্তুতির প্রক্রিয়া দেখে চক্ষু চড়কগাছ আধিকারিকদের। সন্ধান মিলল একাধিক রাসায়নিক দ্রব্যের। যে রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত হলুদ খেলে হতে পারে হার্ট ব্লক থেকে ক্যান্সারের মতো মারন রোগ। এতদিন এই ভেজাল হলুদেই ছেয়েছিল বাজার। তবে কতটা ক্ষতি হয়ে গেছে মানুষের শরীরে? উদ্বিগ্ন এলাকাবাসী। সরকারের তরফ থেকে নোটিশ দেওয়া হলো এলাকার তিনটি ভেজাল হলুদ তৈরীর কারখানাকে। শনিবার মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর এলাকার হলুদ এবং রান্নার মশলা তৈরির কারখানা গুলিতে হাজির হন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এর আগেই এই কারখানা গুলোর বিরুদ্ধে ভেজাল হলুদ তৈরীর অভিযোগ উঠেছিল। সেই খবর প্রচারিত হয় সংবাদ মাধ্যমে। খবরের জেরেই অবশেষে নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর, ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তর এবং পুলিশের যৌথ অভিযান চলে শনিবার। উপস্থিত ছিলেন চাঁচল মহকুমার খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক ডক্টর রাহুল কুমার মন্ডল। চাঁচল মহকুমার খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক রাহুল মন্ডল বলেন, আমাদের কাছে খবর ছিলই। পরিকল্পনা মাফিক আমরা পুলিশ এবং ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরকে নিয়ে অভিযান চালাচ্ছি। তিনটি হলুদের কারখানা কে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখে পরবর্তীতে প্রশাসনিক ভাবে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সাথে মানুষকেও সচেতন করব।

হাম ও রুবেলা টিকাকরণ নিয়ে সচেতনতা প্রচারে নামলো কালিয়াগঞ্জ পুরসভা

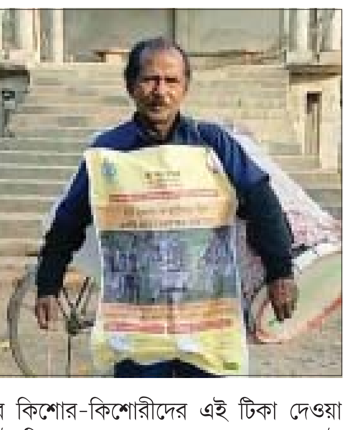

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৭ জানুয়ারি ঃ ঢ্যাঁরা পিটিয়ে হাম ও রুবেলা টিকাকরণ নিয়ে সচেতনতা প্রচারে নামলো কালিয়াগঞ্জ পুরসভা। শনিবার কালিয়াগঞ্জ পুরসভা নিয়োজিত ঢাকি শহরের অলিগলিতে ঢাক পিটিয়ে হাম ও রুবেলা টিকাকরণ নিয়ে সচেতনতা প্রচার চালায়। আগামী সোমবার ৯ জানুয়ারি থেকে পশ্চিমবাংলায় হাম ও রুবেলা টিকাকরণ শুরু হচ্ছে। ৯ মাসের শিশু থেকে ১৫ বছরের কিশোর-কিশোরীদের এই টিকা দেওয়া হবে। আগে যদি কোন শিশুর এই টিকা নেওয়া থাকে, তাহলেও ফের এই টিকা নিতে অনুরোধ জানাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এদিন পুরসভার ঢাক বাদক রবীন্দ্রনাথ বৈশ্য অভিভাবকদের বার্তা দেন, হাম ও রুবেলা একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ এবং ভাইরাসের মাধ্যমে তা ছড়ায়। তাই নিজের সন্তানের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য হাম ও রুবেলা টিকা গ্রহণ সুনিশ্চিত করুন। সমস্ত স্কুল এবং পুর সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারে হেরিটেজ ট্রেজার হান্টের আয়োজন

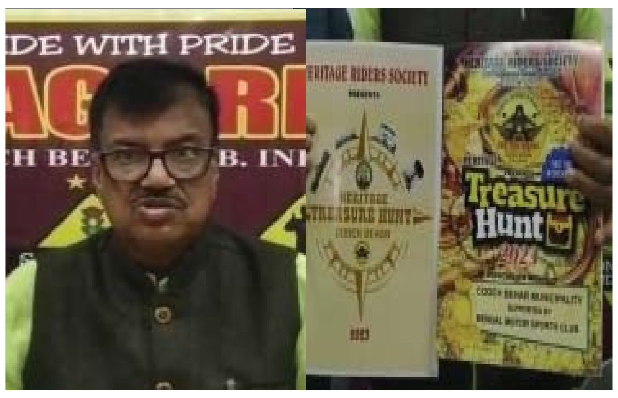

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি ঃ কোচবিহার হেরিটেজ শহরের স্বীকৃতি পেয়েছে। মানুষের কাছে এই হেরিটেজ ধারণা পরিষ্কার করবার জন্য এক অভিনব খেলার আয়োজন করছে হেরিটেজ রাইডার ক্লাব। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তার পাশাপাশি এই হেরিটেজ রাইডার ক্লাবের লোগো তিনি উদ্বোধন করেন। টু হুইলার ব্যবহৃত এই খেলার নাম দেওয়া হয়েছে হেরিটেজ ট্রেজার হান্ট। জনসাধারণের মধ্যে হেরিটেজ সম্বন্ধে আরো পরিষ্কার ধারণা তৈরি করতে এবং কোচবিহার জেলার ভাবমূর্তি পরিষ্কার করতে এই খেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান পৌরপিতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কোচবিহার শহরের ১৫৫ টি স্থানকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেরিটেজ ঘোষণা করেছেন। হেরিটেজ ঘোষণা হওয়ার পর কোচবিহার পুলিশের পক্ষ থেকে একটি হেরিটেজ ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হয়েছে কিছুদিন আগে। এবার নতুন করে এই খেলার আয়োজন করা হচ্ছে। কোচবিহার জেলা তথা গোটা উত্তরবঙ্গে এই প্রথম টু হুইলারের এই খেলা অনুষ্ঠিত হবে। যারা কোচবিহার সম্বন্ধে জানতে চায় বা এই সম্বন্ধে জানে, তারা আগ্রহী হয়ে এই খেলায় অংশগ্রহণ করবে বলে আশাবাদী ক্লাব কর্তৃপক্ষ। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়াম থেকে এই খেলার সূচনা করা হবে। পুরস্কার স্বরূপ সোনা, রুপোর কয়েন এবং অর্থ থাকবে বলে জানান ক্লাব সদস্য।

জলপাইগুড়ি স্টেশনে খেলনা গাড়ির কামড়া দিয়ে তৈরী হবে কোচ রেস্টুরেন্ট

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি ঃ পাহাড়ি খেলনা গাড়িকে সুদূর প্রসারিত করার লক্ষ্যে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে খেলনা গাড়ির কামড়া দিয়ে কোচ রেস্টুরেন্ট বানাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ভারতীয় রেল এই কথা জানান সিপিআরও সব্যসাচী দে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন কে আধুনিকতার সাথে পাল্লা দিয়ে নুতন ভাবে তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। তাঁর ফলস্বরূপ নতুন প্ল্যাটফম তৈরী ও রেল লাইন নুতন ভাবে বসানো সব কাজ চলছে দ্রুততার সাথে। এরই অঙ্গ হিসাবে ঐতিহ্যবাহী ট্রয়ট্রেন এর ইতিহাস কে ছড়িয়ে দিতে এবং এর সুদূর প্রসার ঘটাতে রেল দপ্তর ট্রয়ট্রেন এর কামড়া দিয়ে আধুনিক মানের কোচ রেষ্টুরেন্ট বানাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রেল। ইতিমধ্যে তাঁর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। এই পুরো বিষয়টি নিয়ে CPRO সব্যসাচী দে জানান যে, এর আগে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের বাইরে যে উদ্দেশ্যে কোচ রেষ্টুরেন্ট বানানো হয়েছে সেটি সার্থক রূপ দিয়েছে। সেই কারনে এবার স্টেশনের ভেতরে এই ধরনে কোচ রেষ্টুরেন্ট বানাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এই কোচ রেষ্টুরেন্টের ফলে যেমন একটা আয়ের দিক হবে তেমনি ঐতিহাসিক DHR - এর ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে টয়ট্রেনের বগি দিয়ে এবার রেষ্টুরেন্ট তৈরির ভাবনা নেওয়া হয়েছে।

ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত হতেই আদালত থেকে পালাতক আসামি, পরে আত্মসমর্পণ

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ৭ জানুয়ারি ঃ ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে অভিযুক্ত। আর আদালতের সেই রায় শোনার পরেই একবারে ফিল্মি কায়দায় আদালত থেকে চম্পট দিয়েছিল আসামি। রাতভর তল্লাশি চালিয়েও কোথাও খোঁজ পায়নি পুলিশ। শেষে আসামি নিজেই শনিবার সকালে থানায় গিয়ে আদালতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করল। এমনটি ঘটেছে কাটোয়া মহকুমা আদালতে। ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত ওই আসামির নাম জিতেন মাঝি। এদিন আদালত ধর্ষণের মামলায় ওই আসামির ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। এদিন এজলাসে উঠতেই বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী কারণে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে?' তার উত্তরে জিতেন জানায়, 'আমি কিছু বুঝতে পারিনি। তাই আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। তাই পালিয়ে গিয়েছিলাম।' এদিন এজলাসে ওঠার পর ওই আসামি বিচারকের কাছে শৌচালয়ে যাওয়ার অনুমতি চাই। তখন বিচারক মজার ছলে আসামির উদ্দেশ্যে বলেন, 'এবার তুমি আর যেন পালিয়ে যেও না!' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাটোয়া মহকুমা আদালত চত্বরে শোরগোল পড়ে যায়। আসামির আইনজীবী জানান, 'ও সাজার মানে বুঝতে পারেনি তাই আদালত থেকে চলে গিয়েছিল। পালায়নি। পরে যখন বুঝতে পারে তখন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং আমি আদালতে আসতে বলি। ও তখন আদালতে এসে আত্মসমর্পণ করে।'

অবৈধ মাটি ভর্তি ট্রাক্টর সহ চালক আটক, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জানুয়ারি ঃ অবৈধভাবে জলাশয় ভরাটের অভিযোগে মাটি ভরাট ট্রাক্টর সহ চালককে আটক করলো ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ইংরেজবাজার পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনির ঘটনা। শনিবার সকালে সেই এলাকায় চাত্রা বিল জলাশয় অবৈধভাবে কুয়াশার সুযোগ নিয়ে মাটি ভরাটের চেষ্টা করে জমি মাফিয়ারা। কাউন্সিলরের নজরে ঘটনা আসতেই তার কর্মীদের পাঠিয়ে গাড়িকে ধরে ফেলে এবং ইংরেজবাজার থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ গাড়ি সহ চালককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। গাড়ি চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেও ঘটনায় যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের নাম বলতে চাননি বলে জানান ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনীষা সাহা মন্ডল। তবে কে বা কারা অবৈধভাবে জলাশয় ভরাট করায় যুক্ত রয়েছে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

৩০ লক্ষ ব্যয়ে ৪৫০ মিটার রাস্তা তৈরি হবে, শিলান্যাস করলেন বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জানুয়ারি ঃ দীর্ঘ দিনের দাবি পূরণ। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হল শনিবার। আনন্দিত হলেন মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের শোভানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্ডিপুর এলাকার জন সাধারণ। রাস্তার শিলান্যাস হয়ে গেল চন্ডিপুরে। এদিন শনিবার বিকাল নাগাদ আনুষ্ঠানিক ভাবে পাকা রাস্তার কাজের সূচনা হল। মালদার মানিকচক বিধানসভার বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, চন্ডীপুরে প্রায় সাড়ে চারশো মিটার রাস্তার শিলান্যাস হল আজ। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে এই রাস্তা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের তহবিল থেকে এই রাস্তা তৈরি হবে বলে জানা গেছে। এতে এলাকাবাসীর খুব সুবিধা হবে বলে জানালেন বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র। ইংলিশ বাজার ব্লকের শোভানগর অঞ্চলের সভাপতি মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক ওরফে ভোলা দা বলেন, এই রাস্তা কাঁচা ছিল। এদিকে স্কুল যেতে ছাত্র- ছাত্রীদের বেশ সমস্যার মুখে পড়তে হতো। আমরা মানিকচক বিধানসভার বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রকে বলতেই তিনি ভরসা দিয়েছিলেন। শনিবার করে দিলেন। তাঁকে সমগ্র এলাকাবাসী ধন্যবাদ জানিয়েছে।

বালুরঘাটে আইনজীবীর ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৭ জানুয়ারি ঃ অল ইন্ডিয়া লইয়ারস ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সভাপতি তথা বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য্যের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল আইনজীবীরা। শনিবার বালুরঘাট জেলা আদালতের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হন অল ইন্ডিয়া লইয়ারস ইউনিয়নের বালুরঘাট আদালত শাখার আইনজীবীরা। যারা বিকাশ ভট্টাচার্য্যের উপর আক্রমণ চালিয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আগামীদিনে তাঁরা আরও বড় আন্দোলনে নামবে বলে সাফ জানিয়েছেন তাঁরা। অল ইন্ডিয়া লইয়ারস ইউনিয়নের রাজ্য সহ সম্পাদক শিবতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিকাশ রঞ্জনের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটিয়েছে তৃণমূলের মদতপুষ্ট ব্যক্তিরা। বাড়িতে হামলা চালান হয় গত ৩ জানুয়ারি। এই ঘটনার প্রতিবাদেই এদিন বালুরঘাটে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।'

উত্তর মধ্য রেলপথ

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিশ

নং.ঃ ঝাঁসি / ডাবলু / টি/ টেন্ডার জেনারাল, তারিখঃ ০৫.০১.২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির হয়ে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার(ওয়ার্কস), উত্তর মধ্য রেলপথ, ঝাঁসি, নিম্নলিখিত কাজের জন্য 'ওপেন টেন্ডার' আহ্বান জানাচ্ছে অনলাইনের(ই-টেন্ডারিং) মাধ্যমে।

কাজের বিবরণ	ই-টেন্ডার নম্বর	আনুমানিক দর	অগ্রিম মূল্য	টেন্ডার জমা বন্ধ হওয়ার তারিখ
ঝাঁসি ডিভিশনঃ অতিরিক্ত কভার ওভার শেড নির্মাণ চিত্রকূটধাম করভী স্টেশনে	জে এইচ এস-ইঞ্জিনিয়ারিং-ই-২০২৩-০৩	২০০৭৭০৯২.৭০	২৫০৪০০.০০	৩০.০১.২০২৩ তারিখ বিকাল ৩টে

কাজ পরিপূরণের তারিখ / সীমা দরপত্র গ্রহণ করার পরেঃ ১২ মাস। ৩০.০১.২০২৩ তারিখ বিকাল ৩টে পর্যন্ত অনলাইনে টেন্ডার জমা করা হবে। উপরের টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখতে এবং বিড জমা করতে ভারতীয় রেলের ওয়েবসাইটে https://www.ireps.gov.in দেখুন।

21/23(AN)

northcentralrailways | North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in | @CPRONCR

আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলায় আহত চার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭ জানুয়ারি ঃ ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানদের ওপর হামলার ঘটনায় চার জওয়ান আহত হয়েছেন। শনিবার বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের সীমান্ত চৌকি মামাভাগিনা এলাকায়। জানা গেছে, জওয়ানরা তল্লাশি অভিযানের সময় এলাকার কুখ্যাত পাচারকারী আলমগীর মন্ডলকে গ্রেফতার করে এবং তার বাড়ি থেকে মোট ৪৩ কেজি গাঁজা এবং ৩৭১ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে। ঘটনাটি বাগদহ থানার অন্তর্গত নওয়াদাপাদা গ্রামের। সূত্রের খবর, বিএসএফ জওয়ানরা যখন আলমগীর মণ্ডলকে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তার সহযোগী চোরাকারবারীরা লাঠি ও পাথর নিয়ে জওয়ানদের ওপর হামলা চালায়। কিন্তু বিএসএফ জওয়ানরা সেখান থেকে আলমগীরকে পালাতে দেয়নি। এরপরেই, জওয়ানরা আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বাজেয়াপ্ত সামগ্রী সহ আটক চোরাকারবারীকে সীমান্ত পোস্ট মামাভাগিনে নিয়ে আসে। ধৃত চোরাকারবারীর সহযোগী সহদেব রাই, কালকমান দফাদার, টোটাল মন্ডল, লাল্টু মন্ডল, রাজাক মন্ডল, হুসেন মন্ডল, জাহিদুল দফাদার, জাহান আলী মন্ডল এবং মিজানুর মন্ডল প্রথমে বিএসএফ জওয়ানদের উপর হামলা চালায়, তারপর সিসিটিভি ক্যামেরা, রেকর্ডার, কম্পিউটার ভ্যান ভাংচুর করে । চোরাকারবারীদের হামলার খবর পেয়ে বিএসএফ এবং বাগদাদ পুলিশের অতিরিক্ত দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেখান থেকে দুস্কৃতীদের ধাওয়া করে এবং আহত জওয়ানদের ঘটনাস্থল থেকে তুলে নিয়ে বাগদাদের হাসপাতালে পাঠায়। যেখানে আহত জওয়ানের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছে।

নদীতে ঝাঁপ যুবকের

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ৭ জানুয়ারি ঃ হুগলি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা এক যুবকের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ডায়মন্ড হারবার জেটিঘাট এলাকায়। জানা যায়, শনিবার সকালে ডায়মন্ড হারবার সার্কিট হাউসের সামনে থেকে হুগলি নদীতে ঝাঁপ দেন এক যুবক। পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পুলিশ এসে হুগলি নদী থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে। যুবক মানসিক ভারসাম্যহীন।

আরও এক জোড়া রানাঘাট–বনগাঁ–রানাঘাট লোকাল ট্রেনের প্রবর্তন

যাত্রীসাধারণের সুবিধার্থে, এক জোড়া রানাঘাট-বনগাঁ-রানাঘাট লোকাল ট্রেন চালু করা হবে। রানাঘাট-বনগাঁ উদ্বোধনী স্পেশাল ট্রেনটি ০৯.০১.২০২৩ তারিখ (সোমবার) বেলা ১২.১০ মিনিটে রানাঘাট থেকে ছেড়ে দুপুর ১.০২ মিনিটে বনগাঁ-তে পৌঁছবে এবং এই ট্রেনটি রানাঘাট ও বনগাঁ-র মধ্যে সকল স্টেশনে থামবে।

৩৩৭৪৩/৩৩৭৪২ রানাঘাট–বনগাঁ–রানাঘাট ট্রেনের নিয়মিত পরিষেবা ১০.০১.২০২৩ তারিখ থেকে নিম্নলিখিত স্টপেজ এবং সময়সূচী অনুযায়ী শুরু হবে ঃ

৩৩৭৪৩ আপ রানাঘাট–বনগাঁ		স্টেশন	৩৩৭৪২ ডাউন বনগাঁ–রানাঘাট	
পৌঁছবে	ছাড়বে		পৌঁছবে	ছাড়বে
—	২২.১০	রানাঘাট জংশন	২২.৪৮	—
থামবে	২২.১৪	কুপার্স হল্ট	থামবে	২২.৪০
থামবে	২২.১৭	নব রায়নগর হল্ট	থামবে	২২.৩৭
থামবে	২২.২১	গাংনাপুর	থামবে	২২.৩৩
২২.২৬	২২.৩০	মাঝেরগ্রাম	২২.২৭	২২.২৮
থামবে	২২.৩৩½	আকাইপুর হল্ট	থামবে	২২.২০½
থামবে	২২.৩৮	গোপালনগর	থামবে	২২.১৬
থামবে	২২.৪৩	সাতবেড়িয়া হল্ট	থামবে	২২.১১
২২.৫৩	—	বনগাঁ জংশন	—	২২.০৫

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

নন্দীগ্রামে শহিদ স্মরণ মঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র আক্রমণ কুণাল ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ৭ জানুয়ারি ঃ শনিবার নন্দীগ্রামে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে শহিদ স্মরণ মঞ্চ থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে তুলোধনা করলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। শনিবার নন্দীগ্রাম দিবসে কাকভোরে মোমবাতি মিছিল করে ভাঙাবেড়ায় শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। এরপর ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে শহিদ স্মরণ মঞ্চ থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে তুলোধনা করলেন কুণাল ঘোষ । তিনি বলেন, ঠিক সিপিএমের মতই বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর রাজনীতি করছেন। তিনি বলেন, আগে সিপিএম সকলকে মিথ্যা মামলা দিয়েছে একের পর এক। সেই রাজনীতি আবার ফিরছে। বেইমান, গদ্দার শুভেন্দু সিবিআই, এনআইএ দেখিয়ে নিরাপরাধ তৃণমূল কর্মীদের, নিরাপরাধ নন্দীগ্রামবাসীকে জেলে ভরছে। ভগবান, আল্লাহ থাকলে একদিন কলার ধরে শুভেন্দুকে জেলে ভরব। নারদা কাণ্ডের প্রসঙ্গ তুলে আরও একবার শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেপ্তারির দাবিও তোলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। গ্রেফতারি এড়াতে তৃণমূল ছেড়ে শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন বলেই খোঁচা তাঁর। এদিন শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে বিজেপিও। এই কর্মসূচি নিয়েও শুভেন্দু অধিকারীকে খোঁচা দেন কুণাল। তাঁর মতে, নন্দীগ্রামে শহিদদের রক্ত দিয়ে কেরিয়ার গড়েছেন শুভেন্দু। তাই তাঁর শ্রদ্ধা জানানোর কোনও অধিকার নেই। এদিকে, শহিদ স্মরণ মঞ্চ থেকে নন্দীগ্রামবাসীকে সুখবর দেন কুণাল ঘোষ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তিনি জানান, খুব শীঘ্রই হলদিয়া এবং নন্দীগ্রাম সংযোগকারী সেতু তৈরি হবে। সেতু তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে বলেই জানান তিনি। একথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার মানুষজন।

মাধ্যমিকে প্রশ্ন ফাঁস রুখতে সমস্ত স্কুলে সিসিটিভি, পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নিয়ম চালু পর্ষদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জানুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে কড়া পদক্ষেপ নিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। রাজ্যের সমস্ত পরীক্ষাকেন্দ্রে অন্তত তিনটি সিসিটিভি বসানর নির্দেশ দিয়েছে পর্ষদ। নিয়ম মানা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে ফেব্রুয়ারি মাসে দল পাঠাবে পর্ষদ। পড়ুয়াদের জন্যও কড়া নিয়ম চালু করেছে পর্ষদ। গত কয়েক বছর ধরে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রশ্নফাঁস রুখতে ইতিমধ্যে কড়া পদক্ষেপ করেছে পর্ষদ। পরীক্ষা চলাকালীন কখনও স্পর্শকাতর এলাকায় ইন্টারনেট বন্ধ রাখা হয়েছে। কখনও আবার স্পর্শকাতর স্কুলে বসানো হয়েছে সিসিটিভি। এবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, সমস্ত স্কুলে সিসিটিভি বসাতে হবে। সিসিটিভি বসাতে হবে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ঘরে, পড়ুয়ারা যে পথে ঢুকবে এবং যেখানে প্রশ্নপত্র রাখা হবে। সূত্রের খবর, সিসিটিভি বসানো না হলে পরীক্ষাকেন্দ্র সরিয়ে আনা হতে পারে। এদিকে রাজ্যের বহু স্কুলে সিসিটিভি বসানোর পরিকাঠামো নেই। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে খুব বেশি সময়ও হাতে নেই। ফলে কীভাবে সমস্ত স্কুলকে নজরবন্দি করা হবে, তা নিয়ে চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। এদিকে শুধুমাত্র সিসিটিভি নয়, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্নের ছবি ঘুরে বেড়ানো রুখতেও পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ নিয়ম জারি করেছে পর্ষদ। বলা হয়েছে, পুরো পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে কেউ প্রশ্নপত্র বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না। আর কোনও পরীক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ের আগে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র ছেড়ে বেরতে চায় তাকে প্রশ্নপত্র পরীক্ষকের কাছে জমা দিয়ে যেতে হবে।

দীঘা মোহনায় দেখা মিলল বিরল প্রজাতির কচ্ছপের

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭ জানুয়ারি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় গত কয়েকদিন ধরে দীঘার সমুদ্র সৈকতে মৃত অবস্থায় ভেসে আসছে এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। যা দেখে পর্যটকরা যেমন ছুটে যাচ্ছেন তেমনি কেউ কেউ আবার সেলফি তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। তবে কি কারনে এই কচ্ছপগুলি ভেসে আসছে তা কেউই বলতে পারছেন না। গত কয়েকদিন আগে নিউ দীঘার সমুদ্রের মৃত অবস্থায় জলে ভেসে এসেছিল এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। আবার ঠিক কয়েকদিন পরে দীঘা মোহনা সমুদ্র সৈকতে উঠে এলো বিশালাকৃতির এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপ। স্থানীয়দের কথায় এই সমস্ত কচ্ছপ গুলি সাধারণত মাঝ সমুদ্রে থাকে। ডিম পাড়ার সময় হলে তারা নদীর পাড়ের দিকে চলে আসে। তখনই জেলেদের জালে জড়িয়ে যায়। অনেক সময় চোরাচালানকারীরা, নিজেরাই এগুলিকে এনে বিক্রি করে দেয়। আবার কোন কোন সময় সরকারের কোপে পড়ার ভয়ে মাঝ সমুদ্রেই অনেকেই ফেলে দেন এই কচ্ছপগুলোকে। পরে তারা ভেসে এসে সমুদ্রে তীরে সেই লাগে। যদিও বা মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই বিরল প্রজাতির কচ্ছপকে ধরা নিষিদ্ধ রয়েছে।

দর্শকদের সুবিধার্থে চলবে বিশেষ মেট্রো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ঃ আগামী বৃহস্পতিবার রাতে অতিরিক্ত মেট্রো চালাবে অর্থাৎ ১২ জানুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম শ্রীলঙ্কার দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ। আর সেই ম্যাচের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। জানা গিয়েছে, ম্যাচ উপলক্ষ্যে ইডেনে বিশেষ লেজার শোয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমন্ত্রিত থাকবেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও। শহরের সব রাস্তা যে সেদিন ইডেনে মিশবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খেলা দেখতে আসা দর্শকদের যাতে বাড়ি ফিরতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে ফেলেছে কলকাতা মেট্রো । শীতের সন্ধ্যেয় রোহিত-বিরাটদের দাপুটে ব্যাটিং দেখতে ইডেনে ভিড় জমাবেন অন্তত হাজার পঞ্চাশেক দর্শক। ম্যাচ শেষ হতে হতে রাত সাড়ে দশটা। রাতে যাতে ক্রিকেটপ্রেমীদের বাড়ি ফিরতে সমস্যা না হয়, তার জন্য আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, ১২ জানুয়ারি রাত সাড়ে দশটায় এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে দু'টি মেট্রো ছাড়বে। একটি যাবে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত, অন্য মেট্রোটি যাবে কবি সুভাষ। রাত সাড়ে দশটায় ছেড়ে গন্তব্যে পৌঁছাবে ১১টা ৩ মিনিটে। খোলা থাকবে টিকিট কাউন্টার। সেখান থেকে টোকেনের পাশাপাশি স্মার্ট কার্ডও মিলবে। ইডেনের ম্যাচে বিশেষ লেজার শোয়ের বন্দোবস্ত করা হতে পারে বলে খবর। ইতিমধ্যে একবার সেই শোয়ের মহড়া হয়ে গিয়েছে। তবে লেজার শোয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি বলেই খবর। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ক্রিকেটারদেরও আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে। কারা আমন্ত্রণ পাবেন, তা আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। বাকি বিষয়গুলিও দিন কয়েক মধ্যে চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে অনলাইনে ম্যাচের টিকিট বিক্রি শুরু হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, এখনও খুব বেশি টিকিট বিক্রি হয়নি। সিএবির কাউন্টার থেকেও টিকিট বিক্রি করা হবে বলে খবর। তবে শীতের শহরে ক্রিকেট ম্যাচ ঘিরে যতটা উত্তেজনা চোখে পড়ার কথা, ততটা উত্তাপ নেই বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

লামডিং ডিভিশনে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনী সম্পদের জন্য ই-নিলাম

লামডিং ডিভিশনের উপর নির্দিষ্ট প্রচলন এলাকায় বিজ্ঞাপনের অধিকার প্রদানের জন্য ই-নিলাম। নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ এডিভিটি-এলএমজি-০১-২৩, তারিখঃ ০৫-০১-২০২৩২। নিলাম শুরু (সমস্ত লট)ঃ ১৯-০১-২০২৩ তারিখে সকাল ১০টা; একক দরঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; মাত্রা/দিনঃ ১০৯৬;

ক্রম নং.	লট নং./ শ্রেণী	স্টেশন
এএ/১	এডিভিটি-এলএমজি-ডিসিএ-ওএইচ-২৭৬-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	দামচারা স্টেশন
এএ/২	এডিভিটি-এলএমজি-এসকিউএফ-ওএইচ-৩০৪-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	সুকৃতিপুর স্টেশন
এএ/৩	এডিভিটি-এলএমজি-এমএক্সআর-ওএইচ-২৯৩-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	মাঞ্জর স্টেশন
এএ/৪	এডিভিটি-এলএমজি-এমবিজি-ওএইচ-২৮৯-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	মাইবাং স্টেশন
এএ/৫	এডিভিটি-এলএমজি-এইচটিএল-ওএইচ-২৮০-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	হাতিখালি স্টেশন
এএ/৬	এডিভিটি-এলএমজি-এইচএলএক্স-ওএইচ-৩০২-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	হিলারা স্টেশন
এএ/৭	এডিভিটি-এলএমজি-সিএনই-ওএইচ-২৯৮-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	চন্দ্রনাথপুর স্টেশন
এএ/৮	এডিভিটি-এলএমজি-জেজিএলপি-ওএইচ-২৯৬-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	জাতিঙ্গা লুমপুর স্টেশন
এএ/৯	এডিভিটি-এলএমজি-ডিকেই-ওএইচ-২৮৫-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	দিহাখো স্টেশন
এএ/১০	এডিভিটি-এলএমজি-এনএইচজিজে-ওএইচ-২৭২-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশন
এএ/১১	এডিভিটি-এলএমজি-এলজিটি-ওএইচ-২৮৩-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	ল্যাংটিং স্টেশন
এএ/১২	এডিভিটি-এলএমজি-এমওয়াইডি-ওএইচ-২৭৮-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	মানসেরডিসা স্টেশন
এএ/১৩	এডিভিটি-এলএমজি-বিএইচজেড-ওএইচ-৩০০-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	বিহারা স্টেশন
এএ/১৪	এডিভিটি-এলএমজি-এমইউপিএ-ওএইচ-২৮৭-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - বাড়ির বাইরে)	মুপা স্টেশন
এবি/১	এডিভিটি-এলএমজি-এমজিই-ওএসএন-২৯৪-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	মিগ্রেনডিসা স্টেশন (ভিতরে)
এবি/২	এডিভিটি-এলএমজি-এনএইচজিজে-ওএসএন-২৭১-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশন (ভিতরে)
এবি/৩	এডিভিটি-এলএমজি-এমওয়াইডি-ওএসএন-২৭৭-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	মিগ্রেনডিসা স্টেশন (ভিতরে)
এবি/৪	এডিভিটি-এলএমজি-এমএক্সআর-ওএসএন-২৯২-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	মাঞ্জর স্টেশন (ভিতরে)
এবি/৫	এডিভিটি-এলএমজি-পিডিজে-ওএসএন-২৯১-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	ফিডিং স্টেশন (ভিতরে)
এবি/৬	এডিভিটি-এলএমজি-ডিজিএ-ওএসএন-২৯০-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	দাওটুহাজা স্টেশন (ভিতরে)
এবি/৭	এডিভিটি-এলএমজি-ডিকেই-ওএসএন-২৮৪-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	দিহাখো স্টেশন (ভিতরে)
এবি/৮	এডিভিটি-এলএমজি-এমবিজি-ওএসএন-২৮৮-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	মাইবাং স্টেশন (ভিতরে)
এবি/৯	এডিভিটি-এলএমজি-ডিবিএলজি-ওএসএন-২৮১-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	দিবলং স্টেশন (ভিতরে)
এবি/১০	এডিভিটি-এলএমজি-ডিটিসি-ওএসএন-২৭৩-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	ডিটকছেড়া স্টেশন (ভিতরে)
এবি/১১	এডিভিটি-এলএমজি-সিএনই-ওএসএন-২৯৭-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	চন্দ্রনাথপুর স্টেশন (ভিতরে)
এবি/১২	এডিভিটি-এলএমজি-এলজিটি-ওএসএন-২৮২-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	ল্যাংটিং স্টেশন (ভিতরে)
এবি/১৩	এডিভিটি-এলএমজি-এইচটিএল-ওএসএন-২৭৯-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	হাতিখালি স্টেশন (ভিতরে)
এবি/১৪	এডিভিটি-এলএমজি-জেজিএলপি-ওএসএন-২৯৫-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	জাতিঙ্গা লুমপুর স্টেশন (ভিতরে)
এবি/১৫	এডিভিটি-এলএমজি-বিএইচজেড-ওএসএন-২৯৯-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	বিহারা স্টেশন (ভিতরে)
এবি/১৬	এডিভিটি-এলএমজি-এমইউপিএ-ওএসএন-২৮৬-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	মুপা স্টেশন (ভিতরে)
এবি/১৭	এডিভিটি-এলএমজি-এসকিউএফ-ওএসএন-৩০৩-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	সুকৃতিপুর স্টেশন (ভিতরে)
এবি/১৮	এডিভিটি-এলএমজি-এইচএলএক্স-ওএসএন-৩০১-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	হিলারা স্টেশন (ভিতরে)
এবি/১৯	এডিভিটি-এলএমজি-বিএক্সকে-ওএসএন-২৭৪-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	বান্দরখাল স্টেশন (ভিতরে)
এবি/২০	এডিভিটি-এলএমজি-ডিসিএ-ওএসএন-২৭৫-২৩-১ (বিজ্ঞাপন - স্টেশন চত্বরে) (নন-ডিজিটাল)	দামচারা স্টেশন (ভিতরে)

বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ ১৯-০১-২০২৩ বিকাল ৪টে। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। আইআরইপিএস-এর ই-নিলাম মডিউলে লট ভিত্তিক বন্ধের সময় দেখা যেতে পারে। টিকাঃ সম্ভাব্য দরদাতাদের আরো বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর ই-নিলাম মডিউলে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম(সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সিদ্ধান্ত পছন্দ না হওয়ায় আম্পায়ারকে গালিগালাজ

বিতর্কে দীপক হুডা

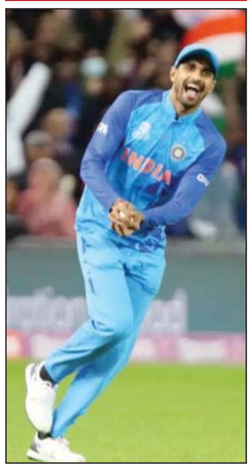

মুম্বই, ৭ জানুয়ারিঃ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজ বর্তমানে ১-১ এ ড্র রয়েছে। প্রথম ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ভারত জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ১৬ রানের বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে সবথেকে বেশি ভুগিয়েছে বোলিং। ৭টা নো বল করার খেসারত দিতে হয়েছে ভারতকে। শ্রীলঙ্কা যেখানে ২১ ওভার ব্যাট করতে পেরেছে সেখানে ভারত ব্যাট করতে পেরেছে ২০ ওভার। আর স্বল্প ওভারের ক্রিকেটে প্রতিটা বলের গুরুত্ব কতটা তা প্রায় সকলেরই জানা। তারই খেসারত দিতে হয়েছে। দ্বিতীয় ম্যাচে বোলাররা ভোগালেও ব্যাটাররা চেষ্টা করেছেন দলকে জেতানোর। একটা সময় ভারত জয়ের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সবথেকে বেশি হাড্ডাহাড্ডি হয়েছিল প্রথম ম্যাচ। এই ম্যাচে বাকি ওপেনিং যেখানে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে লোয়ার অর্ডার মান রেখেছে। যেমন দীপক হুডা ও অক্ষর প্যাটেল নজর কেড়েছেন। সূর্যকুমার যাদব কড়া লড়াই দিয়েছেন। এই ম্যাচের মধ্যেই দীপক হুডাকে মাথা গরম করতে দেখা গেল। মাথা গরম করে তিনি আম্পায়ারকে আপত্তিকর শব্দও বলেন বলে অভিযোগ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে দীপক হুডা ২৩ বলে ৪১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। তাঁ দুর্দান্ত ইনিংসের জন্যই দল ২ রানে জিততে পেরেছে। প্রথম ম্যাচের সেরাও হন তিনি। তবে হাড্ডাহাড্ডির ম্যাচে আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত পছন্দ না হওয়ায় তিনি মাথা গরম করে ফেলেন। গালিগালাজও করেন বলে অভিযোগ। তাঁর সেই ভিডিয়ো বর্তমানে ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায়। যদিও এই ঘটনাটি নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। ঘটনাটা হল, ১৮ তম ওভারে ব্যাটিং করছিলেন দীপক হুডা। সেই সময় কাসুন রাজিথার একটি বল তিনি ছেড়ে দেন। বলটি তাঁর শরীর থেকে বেশ কিছুটা দূর দিয়ে গেলেও আম্পায়ার সেটিকে হোয়াইড দেননি। কারণ হিসেবে আম্পায়ার জানান, হুডা নিজে স্টাম্পের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর হুডা রেগে যান ও আপত্তিকর কথা বলেন। এরপরের বলে তিনি এই বিষয়ে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। ৪১ রান করে আউট হন দীপক হুডা। তিনি ও অক্ষর প্যাটেল ৬৮ রানের দুর্দান্ত পার্টনারশিপ তৈরি করেন। ৫ উইকেট হারিয়ে ৯৪ রান থেকে তিনি দলকে টেনে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যান। দ্বিতীয় ম্যাচেও তাঁর উপর ভরসা করেছিল। ৬ নম্বরে নেমে দীপক যেই ইনিংসটা খেলেছেন তাতে তাঁকে নিয়ে ভবিষ্যতে ভাবতে পারে বোর্ড।

চাকরি হারিয়েও ফিরলেন চেতন

বহুদিন পর নির্বাচন কমিটিতে এক বাঙালি

মুম্বই, ৭ জানুয়ারিঃ শারজায় জাভেদ মিয়াদাঁদের কাছে শেষ বলে ৬ খাওয়ার পর কেরিয়ারে ঝড় উঠেছিল চেতন শর্মার। সে সব সামলে ভারতীয় টিমে ফিরেছিলেন, সাফল্যও পেয়েছিলেন। ক্রিকেটার চেতন শর্মা আর নির্বাচক চেতন শর্মার মধ্যে মিল কোথায়? নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে এমনই শেষ বলের ছয়ে ছিটকেই যাচ্ছিলেন তিনি। কী আশ্চর্য সেই ঝড় সামলে তিনি বহাল থাকলেন নির্বাচক মণ্ডলীর মাথা হিসেবে। এশিয়া কাপ ও ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের পরপর ব্যর্থতার জেরে পুরো নির্বাচক কমিটিকেই বরখাস্ত করা হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যান পদে থেকে গিয়েছিলেন চেতন। সেই তিনিই যে সব হিসেব বদলে আবার নতুন কমিটির চেয়ারম্যান হবেন, কেউই ভাবেনি। শনিবার বিকেলে বোর্ডের ক্রিকেট অ্যাডভাইসারি কমিটি যে পাঁচ জনের নির্বাচন কমিটি বাছল, তাতে চেতনই চেয়ারম্যান। বাকি চার সদস্য অবশ্য নতুন। প্রাক্তন ক্রিকেটার চেতনের চেয়ারম্যান থেকে যাওয়ার প্রক্রিয়া অবশ্য প্রথামাফিক হয়েছে। ৬০০ জন আবেদন করেছিলেন বোর্ডের নির্বাচন কমিটির সদস্য হতে চেয়ে। তাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে ঘরোয়া ক্রিকেটের নামী-অনামী অনেকেই আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন বোর্ডের ক্রিকেট অ্যাডভাইসারি কমিটির কাছে। সেই

মতো অশোক মালহোত্রা, যতীন পরাঞ্জপে, সুলক্ষণা নায়েকরা ইন্টারভিউয়ের পর বেছে নিলেন পাঁচ জনের কমিটি। বোঝাই যাচ্ছে মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া এবং অভিজ্ঞতা থাকা চেতন কে খানিকটা হলেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাকি সদস্য কারা? ভারতীয় টিমের প্রাক্তন ওপেনার শিবসুন্দর দাস এলেন। যিনি মেয়েদের ক্রিকেটে ব্যাটিং পরামর্শদাতা ছিলেন। আবার ক্রিকেটের মূলস্রোতে ফিরলে সলিল আঙ্কোলা। ক্রিকেট ছাড়ার পর মুম্বইয়ের পেসার বলিউডে পা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু সফল হননি। সেই আঙ্কোলাকেই এ বার দেখা নির্বাচন কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে। নতুন নির্বাচন মণ্ডলীর চমক বলা যেতে পারে সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দেবাং গান্ধীর পর এক বাঙালি মুখ দেখা যাচ্ছে। তবে সুব্রতকে বাঙালি বললেও বাংলার বলা যাবে না। তিনি ঝাড়খণ্ড, বিদর্ভের মতো টিমের কোচিং করিয়েছেন। আর নিজের কেরিয়ারে ভারতের হয়ে পেস বোলার হিসেবে একটা সময় ভালোই ছাপ ফেলেছিলেন। তবে আদ্যন্ত বাঙালি যদি বলতে হয়, তা হলে দীর্ঘদিন বোর্ডের নির্বাচক মণ্ডলীতে সুব্রতকে পাওয়া গেল।

পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানাতে চলেছেন সানিয়া

দুবাই, ৭ জানুয়ারিঃ অবসরের চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন গতবছরই। ২০২২ সালে সানিয়া মির্জা ঘোষণা করে করেছিলেন, ইউএস ওপেন খেলেই পেশাদার টেনিস থেকে অবসর নেবেন। তবে চোটের কারণে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে অংশ নিতে পারেননি। অবসরের সিদ্ধান্তও বদলে যায়। নতুন বছরের শুরুতেই ভারতীয় টেনিসের পোস্টার গার্ল জানিয়ে দিলেন, এ বার পাকাপাকিভাবে র‍্যাকেট তুলে রাখছেন তিনি। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলবেন সানিয়া। কেরিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম হবে ৬টি মেজর জয়ীর। যদিও সেটাই শেষ নয়। সানিয়া জানিয়েছেন, দুবাই চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁকে শেষবারের মতো কোর্টে দেখা যাবে। তারপরই চলে যাবেন অবসরের গ্রহে। ৩৬ বছরের টেনিস সুন্দরী সানিয়া একের পর এক সাফল্য দিয়ে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। সাফল্যের ঔজ্জ্বল্যে ঠাসা তাঁর কেরিয়ার। ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে ছয়টি গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন। এছাড়া কেরিয়ারের প্রচুর টুর্নামেন্ট জিতেছেন। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তিনটি ওমেন্স ডাবলস ও সম সংখ্যক মিক্সড ডাবলসে গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছেন। কেরিয়ার যত সাফল্য পেয়েছেন পুরস্কারের ঝুলি ততই পূর্ণ হয়েছে সানিয়ার। ২০০৪-এ অর্জুন পুরস্কার পান। ২০০৬ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার, রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কারে ভূষিত হন ২০১৫। পেয়েছেন পদ্মভূষণ সম্মানও। এক সন্তানের জননী সানিয়ে এ বার পেশাদার টেনিসকে বিদায় জানাতে চলেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে শিরোনামে রয়েছেন। পাকিস্তানের ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের গুঞ্জন চলছে। তার মধ্যেই বড় ঘোষণা সানিয়ার। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অবসরের বিষয়টি খোলসা করেছেন সানিয়া। তিনি বলেন, ''গত বছর ডব্লিউটিএ ফাইনালের পরই অবসরের পরিকল্পনা করি। তবে ডান কনুইয়ের চোটের কারণে বাকি টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারিনি।'' সবশেষে বলে দেন, ''আমি নিজের শর্তে বেঁচে আছি! আমি এমনই একজন মানুষ। এই কারণেই আমি চোটের কারণে বাইরে থাকতে চাই না। এখনও অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছি। তবে দুবাই চ্যাম্পিয়নশিপের পর পেশাদার টেনিস থেকে অবসরের পরিকল্পনা করছি।'' সানিয়া বলছেন, এখন তাঁর ৩৬ বছর বয়স। এরপর আর শরীর সইতে পারবে না। আর মানসিকভাবেও লড়াই করার ক্ষমতাও কমে আসছে। তাই এখনই অবসরের সঠিক সময় বলে মনে করছেন তিনি। দুবাইতে টেনিস

অ্যাকাডেমি খুলেছেন। এখন তাঁর মূল ফোকাস এই অ্যাকাডেমির বিস্তারের মাধ্যমে টেনিসকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া। এর পাশাপাশি ছেলে ইজহান ও টেনিস অ্যাকাডেমি নিয়েই কাটাতে চান ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা টেনিস তারকা। অন্যদিকে শুক্রবার সানিয়া ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি দেন। তাতে লেখা, 'আমাদের মধ্যে যে দূরত্ব রয়েছে সেটা অন্যদের আলোচনার বিষয় নয়। নিজেদের প্রয়োজনেই এই দূরত্ব। এক জনের সঙ্গে শুধু মাত্র একটা দূরত্ব রয়েছে মানেই তাঁর ব্যবহার খারাপ এমন নয়। এটাও হতে পারে যে তাঁর ব্যবহার আমার জন্য সঠিক নয়।' ইনস্টাগ্রামে সানিয়ার একটি পোস্ট থেকেই প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় শোয়েবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাঙনের।

আইপিএল-এর আগেই কামব্যাক জাদেজার? মুখ খুললেন অশ্বিন

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ ২০২২ সাল খুব একটা ভালো যায়নি ভারতীয় ক্রিকেট দলের কাছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নিউ জিল্যান্ডের কাছে হার। তারপর এশিয়া কাপ ও অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টি-২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতা। বছরের শেষে বাংলাদেশের কাছে একদিনের সিরিজে হার। ভারতীয় দলের কাছে ২০২২ সাল খারাপ যাওয়ার কারণ রয়েছে। শুধু মাঠের পারফরম্যান্সের জন্য নয়, মাঠের বাইরেও ভুগতে হয়েছে ভারতকে। চোটের জন্য বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটারকে পায়নি ভারত। তাঁদের মধ্যে যেমন রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ, তেমনই রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজাও। এই বছরের শুরুটা ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ রয়েছে। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে রবীন্দ্র জাদেজাকে কি পাবে ভারত? জাদেজার ফেরা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ছাড়পত্র পেতে গেলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ ভারতের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ের জন্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তাকিয়ে তিন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা এবং অক্ষর প্যাটেলের দিকে। এই তিন স্পিনার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে উঠতে পারেন। রবীন্দ্র জাদেজাকে কি অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠবেন? তাঁকে নিয়ে কৌতুহল

সকলের। রবিচন্দ্রন অশ্বিন জাদেজার সুস্থতা নিয়ে দারুণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। যাতে আশার আলো দেখতেই পারেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে নিজের প্রস্তুতি সম্পর্কেও অনেক কথা বলেছেন অশ্বিন। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অশ্বিন বলেন, ''আশা করছি অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠবে রবীন্দ্র জাদেজা। জাদেজা, আমি ও অক্ষর মিলে দলকে সাফল্য এনে দিতে পারব। ঘরের মাঠে সিরিজ এলেই আমি নিজের বোলিং নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের জন্য আমার মাথায় নানা রকম পরিকল্পনা ঘোরাফেরা করছে। ওদের সাম্প্রতিক খেলা দেখেছি। ভিন্ন আঙ্গিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নতুন কিছু করে দেখাতে চাই।'' অশ্বিন আরও বলেন, ''আমি ইতিমধ্যেই টেস্ট সিরিজের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছি। মানসিক দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য যোগব্যায়াম শুরু করেছি। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি যোগব্যায়াম করছি। এই যোগব্যায়াম আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। দক্ষতা বাড়ানোর জন্য ব্যাটিং নিয়েও অনেক পরিশ্রম করেছি। গত দেড় বছরে সত্যিই আমার ব্যাটিংয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে।'' অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রস্তুতি হিসেবে এই বছর রনজি খেলার পরিকল্পনা ছিল রবিচন্দ্রন অশ্বিনের। কিন্তু বাংলাদেশ সফরে ব্যস্ত থাকার জন্য তিনি রনজি ট্রফিতে মাঠে নামতে পারেননি।

৩ ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার করা হল ঋষভ পন্থের!

মুম্বই, ৭ জানুয়ারিঃ মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই অম্বানী হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়েছে ঋষভ পন্থের। গাড়ি দুর্ঘটনায় ডান পায়ের হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল তাঁর। সেখানেই অস্ত্রোপচার করেছেন চিকিৎসকেরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, শুক্রবার অস্ত্রোপচার হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারের। অস্ত্রোপচার করেছেন ডাক্তার দীনশ পারদিওয়ালা ও তাঁর দল। কোকিলাবেন হাসপাতালের পাশাপাশি তিনি সরাসরি বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত এবং ক্রিকেটারদের শারীরিক ফিটনেসের ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। তাঁর অধীনেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন পন্থ। প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে অস্ত্রোপচার হয়েছে পন্থের। তবে এখনও সুস্থ হতে দীর্ঘ দিন সময় লাগবে তাঁর। হাসপাতাল পন্থকে নিয়ে কোনও বুলেটিন দেয়নি। যে হেতু ভারতীয় ক্রিকেটারের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিসিসিআইয়ের, তাই তারাই এই বিষয়ে জানাবে। দুর্ঘটনার পরে প্রথমে দেহরাদূনের ম্যাক্স হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল পন্থকে। কিন্তু সেখানে তাঁকে রাখতে চায়নি বিসিসিআই। এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁকে। পন্থকে মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়ার আরও একটি কারণ রয়েছে। বোর্ড চাইছিল তাদের ডাক্তাররাই সরাসরি পন্থকে দেখুন। সবার আগে পন্থের গোটা শরীরের এমআরআই করা হবে। বোর্ডের ওই সূত্র বলেছেন, বোর্ড সচিব জয় শাহ সরাসরি পন্থের মায়ের সঙ্গে কথা বলে মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করান। ওঁকে বোঝান যে সেটাই পন্থের জন্য এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার। পরিবার রাজি হতেই দ্রুত এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে পন্থকে আনার তোড়জোড় শুরু হয়। বোর্ড সূত্রের খবর,

পন্থের চোটের ধরন যা, তাতে অন্তত চার মাস লাগবে সেরে উঠতে। মাঠে ফিরতে অন্তত দরকার ছ'মাস। ফলে শ্রীলঙ্কা, নিউ জিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ এবং আইপিএল কোনও ভাবেই খেলা হবে না পন্থের। জুন মাসে রয়েছে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। সেখানে যদি ভারত খেলতে পারে, তা হলে ওই ম্যাচে পন্থকে মাঠে দেখা যেতে পারে। সেটাও নির্ভর করছে কতটা দ্রুত চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে তিনি সেরে ওঠেন তার উপরে। বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে রবীন্দ্র জাডেজা লিগামেন্টে ঠিক যে ধরনের চোট পেয়েছিলেন, পন্থের চোটের ধরনও সে রকমই। তিনি বলেছেন, ''প্রত্যেকের শারীরিক বৈশিষ্ট্য আলাদা। কিন্তু রিপোর্ট দেখে বোর্ডের ডাক্তাররা জানিয়েছেন, পন্থের চোট অনেকাংশে জাডেজার মতোই। দেহরাদুন থেকে যা রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব পন্থের অস্ত্রোপচার দরকার। চার মাস লাগবেই ওর সেরে উঠতে।''

আইপিএলের অনেক আগেই স্পেশাল ক্যাম্পের ভাবনা সিএসকের

চেন্নাই, ৭ জানুয়ারিঃ অভিনব ভাবনা চেন্নাই সুপার কিংসের। আইপিএল শুরুর অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরুর ভাবনা সিএসকের। বরাবরই আইপিএল নিয়ে আলাদা প্ল্যানিং শুরু করে দেয় সিএসকে। এ বারও তার অন্যথা হল না। আইপিএল শুরুর প্রায় এক মাস আগেই চিপক স্টেডিয়ামে অনুশীলন শুরু করে দেবে চেন্নাই সুপার কিংস। স্পেশাল ক্যাম্পের আয়োজন করেছে সিএসকে। কোভিডের কারণে শেষ দুই বছর আইপিএল হোম অ্যাওয়ে ভিত্তিতে হয়নি। দুবাইতেই হয়েছে ভারতের জনপ্রিয় টি-টোয়েন্টি লিগ। এ বারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটেই হবে আইপিএল। চেন্নাইয়ের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতেই আগে ভাগে স্পেশাল ট্রেনিং ক্যাম্প শুরুর ভাবনা সিএসকের। কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির পরামর্শেই এই স্পেশাল ট্রেনিং ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকেই চিপক স্টেডিয়ামে

এই ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু হবে। যদিও তারিখ এখনও জানা যায়নি। ৩ বছর পর নিজেদের ডেরায় ফিরে আসছে চেন্নাই সুপার কিংস। পরিবেশের সঙ্গে ক্রিকেটারদের মানিয়ে নেওয়ার জন্যই এই অভিনব ভাবনা সিএসকের। মূলত ঘরোয়া ক্রিকেটারদের নিয়েই এই ক্যাম্প শুরু হবে। আন্তর্জতিক সূচি দেখেই জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা এরপর একে একে যোগ দেবেন। বিদেশিরাও শিবিরে যোগ দেবেন পরে। চিপকের পিচ প্রত্যেক ক্রিকেটারের কাছেই চ্যালেঞ্জিং। নেট সেশনে এই উইকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতেই বিশেষ অনুশীলন করবেন ক্রিকেটাররা। রঞ্জি ট্রফি শেষ হওয়ার পরই ক্যাম্প শুরুর দিন ঘোষণা করবে সিএসকে টিম ম্যানেজমেন্ট। ১৬.২৫ কোটি টাকায় বেন স্টোকসকে দলে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডারকে নিলেও, একটা চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। আইপিএলে বোলিংয়ের জন্য দেশের ক্রিকেট বোর্ড থেকে এনওসি আনতে হবে স্টোকসকে। তা না হলে, শুধুমাত্র ব্যাটার হিসাবেই স্টোকসকে খেলাবে সিএসকে।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নেই বিশ্বের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড়!

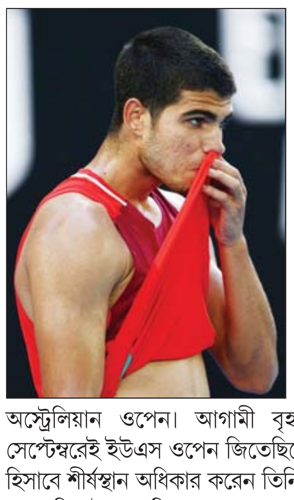

মেলবোর্ন, ৭ জানুয়ারিঃ বছর দুর্দান্ত খেলে শিরোনামে উঠে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু নতুন বছরের শুরুটাই খারাপ ভাবে হল কার্লোস আলকারাজের। চোটের কারণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে পারবেন না তিনি। ডান পায়ে চোট লেগেছে তাঁর। সমাজমাধ্যমে বার্তা পোস্ট করে নিজের অনুপস্থিতির কথা জানিয়েছেন তিনি। সেরিনা উইলিয়ামসের দিদি ভিনাস উইলিয়ামসও অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলতে পারবেন না। আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। আগামী বৃহস্পতিবার প্রতিযোগিতার ড্র। গত সেপ্টেম্বরেই ইউএস ওপেন জিতেছিলেন আলকারাজ। কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসাবে শীর্ষস্থান অধিকার করেন তিনি। তাঁকে ডাকা হচ্ছে ভবিষ্যতের নাদাল বলে। কিন্তু টানা দু'টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের স্বপ্ন অধরাই থাকছে তাঁর। সাম্প্রতিক সময়ে এই নিয়ে দ্বিতীয় বার চোটের মুখে পড়লেন আলকারাজ। নভেম্বরে প্যারিস মাস্টার্স খেলতে গিয়ে তলপেটে চোট পান তিনি। ফলে এটিপি ফাইনালস এবং ডেভিস কাপ ফাইনালসে খেলতে পারেননি। এ দিন একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি খেলতে পারব না। এটা মেনে নেওয়া কঠিন। তবে আমি আশাবাদী। দ্রুত সুস্থ হয়ে টেনিস কোর্টে ফেরার চেষ্টা করব।' আলকারাজ না থাকায় দু'নম্বরে থাকা রাফায়েল নাদাল অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে শীর্ষ বাছাই হিসাবে নামবেন।

এফএ কাপে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জয়, ছিটকে গেল এভারটন

লন্ডন, ৭ জানুয়ারিঃ এফএ কাপে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জয়। শুক্রবার এফএ কাপে এভারটনের মুখোমুখি হয়েছিল এরিক টেন হ্যাগের দল। ৩-১ ব্যবধানে প্রতিপক্ষ পরাজিত করে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর প্রাক্তন দল। গোলের দেখা পেয়েছেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড, অ্যান্টোনি। একটি গোল আত্মঘাতী। হেরে এফএ কাপ থেকে বিদায় ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ডের এভারটনের। শুক্রবারের ম্যাচের নায়ক ছিলেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। প্রিমিয়ার লিগের এই মরসুমে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন ২৫ বছরের এই ফরোয়ার্ড। ১৭ ম্যাচে ৭ বার গোলের দেখা পেয়েছেন তিনি। এফএ কাপের প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষের জালে বল জড়ালেন ম্যান ইউ-এর তারকা ফরোয়ার্ড। দলের হয়ে প্রথম গোলটি করেন অ্যান্টোনি। এরপর কনর কোয়াডি আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান হয় ২-০। এভারটন তখন গোল শোধ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। ম্যানইউ-এর রক্ষণভাগ ভেঙে এক গোল দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন এভারটনের ১৪ নং জার্সির মালিক কনর কোয়াডি। তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। সংযুক্তি সময়ে মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের গোলে জয় নিশ্চিত করে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচ সেরার খেতাব উঠেছে র‍্যাশফোর্ডের হাতে। শুক্রবার এক অন্য ফুটবল খেলেন তিনি। শুধু গোল করেই নয় দলকে একাধারে খেলিয়েছেন তিনি। এভারটন বারবার আক্রমণে ফিরতে চাইলেও র‍্যাশফোর্ড বাহিনীর কাছে সুবিধা করে উঠতে পারেনি এভারটন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501